https://boierpathshala.blogspot.com

হাইব্রীড

(রোমাঞ্চোপন্যাস)

আবু তাহের

রনি

হাইব্রীড

প্রাপ্ত বয়স্কদের রোমাঞ্চোপন্যাস

আবু তাহের

আমেরিকায় বসবাসরত বাঙালী সন্তান
আসিফ মাহমুদ ও তার মার্কিন স্ত্রী
কারেন দত্তক নিল আট বছরের একটি ছেলেকে
নাম হল, টেরী মাহমুদ।

ঘটতে লাগলো অবিশ্বাস্য সব ঘটনা।
টেরী মাহমুদ বদলে যেতে লাগলো, অবিশ্বাস্য
এক শক্তিতে।
আতঙ্কিত হয়ে পড়ে আসিফ, কারেন।

রোমহর্ষক এই উপন্যাসটি রাতে
পড়বেন না।

আঠার টাকা

সখা প্রকাশনী
৩১ মিরপুর রোড
ঢাকা—১২০৫
বাংলাদেশ।
ফোন : ৫০৫২৫১

রনি

প্রকাশক ঃ
মোঃ গোলাম আলী

সখা প্রকাশনী
৩১, মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৫

দুষ্প্রাপ্য বই/ Rare Collection

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ১৯৮৮ ইং
রচনা ঃ বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে
প্রচ্ছদ ঃ পঙ্কজ পাঠক

মুদ্রণে ঃ
ওয়াল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশিং
১৪২, আরামবাগ
ঢাকা-১০০০

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যাক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

যোগাযোগ ঃ
সখা প্রকাশনী
৩১, মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ৫০ ৫২ ৫১

সখা প্রকাশনী

HI BREED
ABU TAHER

হাইব্রীড

আবু তাহের

সখা প্রকাশনী

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ।। লেখক।।

বাংলা পিডিএফ এর জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

boidownload24.blogspot.com

Facebook.com/bnebookspdf

facebook.com/groups/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি বা সংরক্ষণ করি না, শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পিডিএফ শেয়ার করি।

Email: jirograbity@gmail.com

এক

বৃক্ষময় পাহাড়। তার চূড়ায় ঝুলন্ত চাঁদ। যেন ঝকমকে এক রূপালী মুদ্রা। কারো ছোঁয়া লাগলেই অসীম আকাশে যাবে মিলিয়ে। এখন বসন্ত শেষের হাওয়া বইছে। পাতলা। মৃদুল ঠাণ্ডা। ফুস ফুস খুশী হয়ে ওঠে।

পাহাড়ের লাগোয়া বিরাট সমতল। চাঁদের আলোয় একটা বাড়ী। খালি নয়। বিবর্ণ দেয়াল ঘেরা কামরায় বসে অপেক্ষা করছে এডেলিন নিউহল। প্রত্যেক বিষ্যুদবারে সন্ধ্যের পর তার মেয়ে, জামাই ও নাতি আসে। আজ বিষ্যুদবার!

এডোলিনের বয়েস তেষট্টি। বিষণ্ণ চেহারা। কিন্তু, তার বাদামী চোখ দুটোয় বুদ্ধির দীপ্তি। পার্বত্য এ গ্রামের লোকজন তাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে। স্বপ্ন এবং স্বপ্নে দেখা ব্যাপার-গুলোর ব্যাখ্যা দেয় সে। ব্যাখ্যা শোনার জন্যে দূর দূরান্ত থেকে প্রায়ই লোকজন আসে তার কাছে।

প্রাচীন বাড়ীটিতে বিদ্যুৎ ও পানির লাইন বসানোর আগে এডেলিনকে অনেক বলে কয়ে রাজী করাতে হয়েছিলো। তবু অতীত এবং অতীত সম্বন্ধীয় জ্ঞান থেকে তাকে ফেরানো যায় নি। ও দু'চোখ দিয়ে এডেলিন অনেক দেখেছে জীবনে, কেউ কেউ বলে অত্যধিক দেখেছে।

রাস্তায় গাড়ীর আওয়াজ শোনা গেল। গাড়ীর ভেতরে তিনটি মানুষ। ওদের মধ্যে দু'জনের চেহারায় আতঙ্ক ফুটে আছে। বাড়ীর সামনে এসে থামলো গাড়ী।

'মা!' জোরে ডাকলো মহিলা, 'মা, তুমি কোথায়?' মহিলা ও তার স্বামী দরজা খুলে বাড়ীর ভেতর ঢোকে।

'এই যে আমি এখানে,' জবাব দিল বৃদ্ধা। কোন ব্যস্ততা নেই তার। সারা বাড়ীর মধ্যে একটি মাত্র কামরায় বাতি জ্বলছে। ইজি চেয়ারে সেই কামরায় এডেলিন।

'মা! মাগো! ওরা দেখে ফেলেছে!' দৌড়ে কামরায় ঢুকলো চব্বিশ বছরের লিণ্ডা। কোলে ছোট্ট একটি ছেলে, ছেলেটির বয়েস বড়জোর চার মাস।

নিজের পেটের মেয়ে। সুগঠনা। গোলাকৃতি মুখে তারুণ্যের রং উপচে পড়ছে। বুড়ী মনে মনে বলে, কত সুন্দর আমার মেয়ে!

'ওরা, ওই বেজন্মারা আমাদের মেরে ফেলতে চায়,' বললো লিণ্ডা। দরজা খুলে ঢুকলো তার স্বামী। বিশালদেহী, মজবুত। হালকা চুল মাথায়। দড়াম করে সে দরজাটা বন্ধ করলো। কেঁপে উঠলো গোটা বাড়ী।

'মা! ওরা জেনে ফেলেছে!' মায়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে। চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছে ওর গালে, 'এখন আমরা কি করব মা?'

এডেলিনের মুখে বলিরেখা। প্রতিটি রেখা ওর জীবনের এক একটি অধ্যায়। সে শান্ত। বাচ্চাটিকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে

সে জিজ্ঞেস করে, 'ওরা জানলো কেমন করে ?'

'জানি না। কেউ হয়তো ভোর বেলায় আমাদের দেখে ফেলেছে। বিকেলে ক্লেটাস আর স্টুয়ার্ট একদল লোক নিয়ে আসে। ওদের হাতে বন্দুক। ওরা বলেছে, যাবে কোথায়। খতম করে দেব!'

গর্জে ওঠে লিণ্ডার স্বামী, 'ভয় পেয়োনা লিণ্ডা। ওদের আমি খুন করবো। দরকার হলে গোটা শহর ধ্বংস করবো। তুমি তো জানো আমি তা পারি।' সাহস সঞ্চার করার চেষ্টা করছে ও, নিজের মধ্যেও।

'না, বাবা,' বৃদ্ধা বলে, 'মারামারি কোরোনা। তুমি জিতবে না।'

শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল লিণ্ডার। মায়ের গলার অদ্ভুত আওয়াজ তার চেনা। কাঁপা গলায় ফিসফিসিয়ে সে বলে, 'মা, তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছ ?'

মাথা নাড়ে বৃদ্ধা। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছে। লিণ্ডার চোখ বন্ধ, গলা দিয়ে শব্দ বেরুতে চাইছে না, 'কি দেখতে পাচ্ছ না ?'

জবাবটা প্রকাণ্ড বরফের মত ঠাণ্ডা, 'মৃত্যু এবং আজ রাতে।'

'আপনি নিশ্চিত ?' প্রশ্ন করে লিণ্ডার স্বামী। উত্তেজনায় সে শ্বাশুড়ীর শীর্ণ হাত আঁকড়ে ধরে।

'ও জেসাস!' মেঝেতে ঢলে পড়ে ফোঁপাতে থাকে লিণ্ডা।

তার স্বামী চুপচাপ। স্ত্রী ছাড়া আর কোন মানুষকে যদি সে গভীরভাবে বিশ্বাস করে থাকে তবে সে এই বৃদ্ধা। বৃদ্ধা কখনোই মিথ্যা বলে না। ও মানসচক্ষে যা দেখে সাধারণত তা-ই ঘটে।

'আমরা সবাই মরবো?' জিজ্ঞেস করে ও।

এডেলিন বলে, 'তুমি আর লিণ্ডা।'

লোকটা জানতে চায়, 'আমাদের বাচ্চা?'

'ওর মৃত্যু আমি দেখছি না,' শান্ত গলায় বলে এডেলিন।

'তাহলে ও আপনার কাছে থাকুক,' বলেই সে তার স্ত্রীকে উঠিয়ে দাঁড় করায়। টেনে নেয় বুকে। এডেলিন তখনও বসে আছে ইজি চেয়ারে। হয়তো আরো বসে থাকতো। ধমকে ওঠে লোকটা 'ওকে নিয়ে চলে যান। আহা, যান না। ওরা এখানে আসার আগে বেরিয়ে পড়ুন।'

শিশুটিকে একটি নীল কম্বলে মুড়িয়ে নিয়ে বৃদ্ধা দাঁড়ায়। ডাক দেয়, 'লিণ্ডা!'

'বলছি, চলে যান। কেন দেরী করছেন?' এবার অনুনয়ের সুরে বলে লোকটা।

'বিদায়! সোনা মানিকরা আমার!' ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো বৃদ্ধা।

রাস্তায় নয়। পাহাড়ের গাছ আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে খুব সাবধানে হাঁটছে বৃদ্ধা। কষ্ট হচ্ছে তার। হাঁপাচ্ছে, তবু থামছে না। ছুটছে সে। অনেকক্ষণ হাঁটবার পর সে পেছনে তাকায়। দূরে বাসন্তী রংঙের শিখা উঠছে আকাশে। আগুনের শিখা। আগুন গ্রাস করছে তার বাড়ী, তার সন্তান, সন্তানের স্বামী। গাঢ় মমতায় বাচ্চাটিকে চুমো খায় এডেলিন।

দুই

'শুনছো ? বেট্‌স-দম্পতি আর ওয়াশবার্ন-দম্পতি আজ রাতে আমাদের এখানে আসছে,' কারেন মাহমুদ একটু জোরেই বললো। বিরাট কাঠের বাক্স থেকে তৈজসপত্র বের করে সাজাচ্ছে ও।

পাশের কামরা থেকে আসিফ মাহমুদ বলে, 'কি, বললে ?'

'বলছি আমাদের পূব দিকের বাড়ীর বেট্‌সরা এবং পশ্চিম দিকের বাড়ীর ওয়াশবার্নরা আজ রাতে আসছে আমাদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে।' বাক্স থেকে বের করার সময় কাঁচের একটা গ্লাস ভেঙে গেল। কারেন বললো, 'দুত্তোরি ছাই।'

কারেনের কামরায় এল আসিফ। ঘামছে সে, সোফা সেট আর আলমারী ঠিকমত বসানো কম পরিশ্রমের কাজ নয়। 'ওরা আর কোথাও মরবার জায়গা পায় না ?' পড়শীদের সম্পর্কে বলে আসিফ। ভাঙা গ্লাসের দিকে চোখ পড়তেই বলে, 'আরে, মাই ডিয়ার, তুমি ওটাকে হত্যা করেছো !'

স্বামীর দিকে কপট রাগে তাকায় কারেন। নাতিদীর্ঘ, স্লিম, সোনালী চুলের কারেনকে এখনো স্কুল ছাত্রী মনে হয়। ত্রিশ বছর বয়েস ওর। শরীরটা রেখেছে ভাল। অর্থনীতি আর মনস্তত্ত্ব পড়েছে, গ্রাজুয়েট হয়েছে। যে বছর কারেন পাশ করেছে, সে বছরই বাঙালী ছেলে আসিফ মাহমুদের সাথে তার পরিচয়, প্রেম ও বিয়ে।

সাত বছর ধরে ওরা সংসার করছে। কোন সন্তান হয়নি। নিউইয়র্কে ছিল এতদিন। গতকাল এসেছে এ শহরে। এখানে আসিফ এড-ফার্মের একজিকিউটিভ। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবার অভ্যেস আছে। কিন্তু, বাড়ীতে নয়। ঘরে যদ্দূর সম্ভব বউয়ের সঙ্গে নিরিবিলি থাকতে চায় সে।

'নতুন পড়শীর সঙ্গে মানুষ পরিচয় করবে। এতে দোষটা কি! তাছাড়া ওদের সঙ্গে কোন না কোনদিন তো পরিচয় হবেই।'

'পরিচয় না হলেই বা কি ক্ষতি?' কার্পেটের ওপর থেকে একটা চিরুনী কুড়িয়ে নিয়ে স্ত্রীর হাতে দেয় আসিফ, 'জান, দিনাজপুরে থাকতে আমার বাবা বাসা নিয়েছিলেন নিরিবিলি জায়গায়। প্রফেসর মানুষ, বই নিয়েই মেতে থাকতেন। পড়শীর সঙ্গে কথা না বলে সেখানে আমরা ছয়টি বছর কাটিয়ে দিয়েছি।'

'পড়শীরা কেমন লোক বল তো!' শো-কেসে ডিনার সেট সাজাতে সাজাতে কারেন বলে, 'নীরব-থাকতে-প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল নাকি ওরা?'

'না। ওরা ছিল লাশ। আমাদের বাসার পাশেই ছিল গোরস্থান।'

হাসতে থাকে কারেন, 'ও এই ব্যাপার! আমি তো ভাবছিলাম কি না কি।'

'চমৎকার ব্যাপার ছিল যা-ই বল,' বলে আসিফ, কোন হৈ চৈ নেই, আমাদের সঙ্গে বেহুদা ঝগড়া করেনি। এক কাপ চিনি

ধার নেবার জন্যে মাঝ রাতে কড়া নাড়েনি দরজায়। গোরস্তানের বাসিন্দাদের আচরণ প্রশংসনীয়।'

'তোমার মাথায় সব গোবর দেখছি। যে দু'টো পরিবারের সঙ্গে এখনো তোমার দেখাই হয়নি, তাদের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগেরই বা কি আছে!'

আসিফ উপুড় হয় কার্পেটের ওপর, 'এই, বেট্‌স্‌-দম্পতি তো কাল। কি কাল না?'

'তাতে কি?' খোঁচা দেয় কারেন 'কলেজের হষ্টেলে তোমার রুম-মেট ছিল কাল। শুনেছি ডরোথি নামেরর যে মেয়ে সঙ্গে সারা আমেরিকা ঘুরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে চাঁদা তুলতে গান গেয়ে গেয়ে, সে-ও ছিল কয়লার মত কাল।'

'সেজন্যে আমি গর্বিত। ডরোথি সুকণ্ঠী গায়িকা। ডেট্রয়টে গিয়ে পরিচয় করে এসো, ওর ব্যবহারে মুগ্ধ হবে।' চিৎ হয়ে শোয় আসিফ, 'মেয়েটার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে টেলিফোন করতে ঢুকেছি নিউইয়র্কের একটি বুথে। আর তখনই তোমার সঙ্গে দেখা।'

'আর বাধ্য হয়ে প্রেমিকা ডরোথিকে বর্জন,' ঠেস দেয় কারেন, 'কিন্তু, এখন দেখছি এতকাল পরেও ওর জন্যে কলজেটা টনটন করছে তোমার।

স্ত্রীকে টেনে চেপে ধরে বুকে। তারপর আলিংগনাবদ্ধ হয়ে কাত হয় আসিফ, 'সাদা চামড়ার মার্কিনীরা এদেশটাকে ডোবাবে। যতই আধুনিক হোক, কালদের ঈর্ষা করবেই।' সশব্দে চুমু খেল সে।

কারেনও আলতো চুম্বনে স্বামীর গালে জিভ ছোঁয়ায়, 'ই-ই-ই, তোমার স্বাদ প্রশান্ত মহাসাগরের মতো! জলদি গোসল করে নাও।'

'নট নাউ, মাই ডিয়ার। এখনো অনেক কাজ বাকি। তোমার ড্রেসিং টেবিল সাজাতে হবে। তোমার ফ্রিজ, তোমার ডিম লাইট, তোমার রকিং চেয়ার, তোমার.....'

'খালি তোমার তোমার করছো। আমার ইন্টারভিউ যে বেলা এগারোটায় তা বলছো না কেন?' বলে কারেন, 'আর এক ঘণ্টা সময় হাতে আছে।' উঠে দাঁড়ায় সে, তাকে রেডি হতে হবে।

'দিলে তো সব মাটি করে!' আসিফ তামাশা করে 'প্রশান্ত মহাসাগর উত্তপ্ত হতে যাচ্ছিলো। তুমি ওকে থামিয়ে দেবে আশা করেছিলাম।'

'থামাবো আসিফ। এখন ভাল লাগছে না,' কারেন বলে, 'আগে ইন্টারভিউ দিয়ে আসি।'

হঠাৎ করে রসিকতা ভঙ্গ করে আসিফ, 'বাঙালীর বউ ঘরে থাকবে, তা নয় চাকরি করবে! তা কর, কিন্তু, তাই বলে ওই নরকে?'

কারেনও সিরিয়স, 'তুমি তো জানো, চাকরি করে করেই আমি পড়ালেখা করেছি। আর এখানে চাকরিটা পেলে সপ্তাহে মাত্র তিনদিন কাজ। সুতরাং, বাঙালী বধূ যথাসময়ে তোমার ভাত-তরকারী ঠেবিলে রেডি রাখতে পারবে।'

'সপ্তাহে সাতদিন কাজ থাকলেও আপত্তি নেই আমার।

আমি জানতে চাই, ওই নরকে চাকরি পাবার জন্য তুমি এত উতলা কেন?'

'তুমি যাকে নরক বলছো, সেটা একটি হাসপাতাল। সেখানে যারা থাকে তারা মানুষ। তাদের আদর যত্ন করার প্রয়োজন আছে।'

আসিফ কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'সেজন্যে আমেরিকায় আর কেউ নেই। আমার বউ ওদের আদর যত্ন করবে, ওই খুনী, ওই ধর্ষণকারী, ওই বোমাবাজদের·····ওই ·····'

মনক্ষুণ্ণ হয় কারেন। ঝড়ের বেগে সে অন্য কামরায় চলে যায়। ওর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে হাসে আসিফ। মনে মনে বলে, ক্ষেপে গেলে এই মেয়েকে রুখবে কে! একাত্তর সালে বাংলাদেশে আমার বাবা-মা বিপন্ন, মিলিটারী নির্বিচারে মানুষ খুন করছে শুনে কারেন ক্ষেপে যায়। লিফলেট ছাপায় সে তার অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে।

কারেন ওই লিফলেটে বর্ণনা করে দখলদার সৈন্যদের বর্বরতা। চাঁদা ওঠায় সে। আট হাজার ডলার জোগাড় হয়। সব পাঠিয়ে দেয় লণ্ডনে বাংলাদেশ মিশনে। আসিফকে বলে, 'তুমি চলে যাও দেশে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নাও। দেশকে বাঁচাও, মানুষকে বাঁচাও।'

যেতে চেয়েছে আসিফ, পারেনি। পারেনি কারেনের জন্যই। কারেনও তারসঙ্গে যেতে চেয়েছিলো। বাবা-মার একমাত্র মেয়ে কারেন যদি যুদ্ধে মারা যায়? আসিফ রাজী হয়নি। কারেনও আসিফকে একা যেতে দেয়নি। তার এক কথা, 'মরি বাঁচি দু'জন এক সঙ্গেই থাকবো।'

তিন

দোতলা বাড়ী। সামনে ফুলের বাগান। ফটকে সাইন বোর্ডে লেখা 'দি বেভিল কাউন্টি হসপিটাল ফর দি ইনসেন।' পঞ্চাশ বছর আগে এ বাড়ীর নাম ছিল 'বেভিল স্যানাটোরিয়াম।' সে আমলে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা রেষ্ট হাউস হিসেবে ব্যবহার করতো; গোপনে উপভোগ করত রমনী শরীর। 'ভদ্রলোকরা' পরিত্যাগ করার পর থেকে ভাল কাজে লাগতে শুরু করে দোতলা ভবন। এখন এখানে নানা ধরনের মানসিক রোগীর চিকিৎসা হয়।

হাসপাতালের বড় কর্তা ডাক্তার ভিনসেণ্ট পুলিয়ার্দো। মাঝ বয়েসী, মাথায় সামান্য টাক, দেহ একটু মোটা, মুখে ছাগলের মত দাড়ী। লোকটা খুবই কর্মঠ। তিনি ইণ্টারভিউ নিলেন কারেন মাহমুদের। খুশী হলেন। বললেন, 'প্রায় সেরে গেছে, কদিন পর ছাড়া পাবে, এরকম রোগীদের সাথে বন্ধুর মত আচরণ করতে হবে আপনাকে। পদবী, এডজাস্টমেণ্ট এডভাইজার। পদটা বড় কথা নয়। ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা চাই।'

এরপর তিনি হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড দেখানোর জন্যে কারেনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কামরা থেকে বেরুলেন। প্রথম রোগী একজন খুনী, বয়েস তিরাশি বছর। বুড়ো চেয়ারে বসে দুলছে আর জোরে জোরে বাইবেল পড়ছে। ডাঃ পুলিয়ার্দো আর কারেন

জানালা দিয়ে তাকে দেখলো। ডাক্তার জানালেন, বুড়ো এক রাতে তার স্ত্রী আর বড় ছেলেকে জবাই করেছে। বউ আর ছেলেকে গোসল করিয়েছে ওদেরই রক্ত দিয়ে।

কারেনের শিরদাঁড়া ঠাণ্ডা হয়ে এল। তবু সে জোর করে নিজেকে স্বাভাবিক রাখছে। দ্বিতীয় রোগী ত্রিশ বছর বয়স্কা মহিলা। খুবই হালকা পাতলা শরীর। কেস হিষ্ট্রি, এক শনিবারের রাতে 'অত্যধিক বিরক্ত' হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে একের পর এক মানুষের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর থেকে প্রতি শনিবারের রাতেই সে 'মজাদার টেকনিকালার' দেখার জন্যে আগুন নিয়ে খেলতে থাকে। পুলিশ তাকে পাকড়াও করে এখানে পাঠিয়েছে।

আরেকজন খুনী। তবে এর কায়দা অন্যরকম। সে প্রথমে মেয়েদের ঠ্যাং ভেঙে দেয়, যন্ত্রণায় কাতরানো শিকারের বুকে বসায় ছোরা। অত্যন্ত সুদর্শন খুনীটি এখন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে উপন্যাস পড়ছে। পুলিয়ার্দোকে দেখে বললো, 'এই যে ডাক্তার, মস্তবড় সুন্দরী তোমার সঙ্গে, বলে দেব তোমার বউকে, ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবে!'

'এরপর আপনাকে চমকপ্রদ তিনজন রোগী দেখাবো,' বললেন পুলিয়ার্দো, 'প্লিজ, মনে রাখবেন ওদের সম্পর্কে যা বলবো সবই সত্যি। বেহুদা আপনাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য বলবো না।'

কোটের পকেট থেকে চাবি বের করে একটি সেলের তালা খুললেন ডাক্তার। ভেতরে শুয়ে শুয়ে কমিক বুক পড়ছে

ত্রিশোর্ধ এক যুবক। নাম জর্জ রোচি। কারেনের সঙ্গে রোচির পরিচয় করিয়ে দিলেন পুলিয়ার্দো। রোচিকে একটিও মানসিক রোগীর মত দেখাচ্ছে না।

'রোচি হল গিয়ে আমাদের পলায়ন শিল্পী। প্রতি এক সপ্তাহ অন্তর সে অদৃশ্য হয়ে যায় তার কামরা থেকে।' বললেন পুলিয়ার্দো 'সারা কামরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও জর্জ রোচির দেখা মেলে না।'

রোচি হাসে। কারেন বলে, 'কেমন করে····· মানে দরজায় তো তালা·····বের হয় কি করে?'

'দরজা দিয়ে,' জবাবটা রোচি নিজেই দেয়, 'এই কামরায় অন্য একটি দরজা আছে, আমি ছাড়া কেউ দেখে না।'

'কোথায় যাও তুমি?' জানতে চায় কারেন।

'বাইরে ঘুরে আসি আর কি। কখনো জাপান, কখনো মালদ্বীপ, কখনো ওয়াশিংটন শহর,' বললো রোচি।

পুলিয়ার্দো বলেন, 'কোথায় যায় কে জানে। সে যায়, আবার ফিরেও আসে। কখন যায় কখন আসে আমরা ধরতে পারি না।'

পরের কামরার রোগীও অস্বাভাবিক! তবে ধরনটা অন্যরকম। পনের বছর বয়সের এক মেয়ে, তার ওপর নাকি মৃত মানুষের আত্মা ভর করে। আত্মা-ভর করলে অসুরের মত শক্তি এসে যায় ওর শরীরে। পুলিয়ার্দোর পেছন পেছন কারেন ঢুকল মেয়েটির কামরায়। রোচির কামরা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। আর ডেবীর—মানে এই মেয়েটির কামরা নোংরার চূড়ান্ত।

ডেবীকে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। পুলিয়ার্দো বলেন,

'ডেবী! ইনি কারেন মাহমুদ। এখন থেকে এখানে কাজ করবেন। একে তোমার ভাল লাগবে আশা করি?'

হা হা করে হেসে ওঠে ডেবী। ভয়ংকর হাসি। বলে, 'বাঁধনটা খুলে দাও। ওকে কি রকম ভাল লাগছে একটু দেখাই। এই মাগীর চুল ছিঁড়ে নেব, চোখ উপড়ে ফেলব, কামড়ে মাংস খাব। ছেড়ে দাও আমাকে, ছেড়ে দাও।' চিৎকার শুরু করে মেয়েটি। ভয় পায় কারেন। ভীষণ ভয়।

করিডোরে এসে কারেন জিজ্ঞেস করে, 'ওর কোন আত্মীয় স্বজন ওকে দেখতে আসে?'

পুলিয়ার্দো জানায়, 'না, কেউ আসে না। ওকে আমরা বেঁধে রাখি। নইলে কতলোক মরতো ওর হাতে, কে জানে!'

দু'জনেই ঢুকলো আর একটি কামরায়। কামরার মালিক চেয়ারে বসে ছাদের দিকে চেয়ে রয়েছে। গলা খাকারী দিয়ে পুলিয়ার্দো বলেন, 'ডেভিড নেগার?'

ডেভিড দীর্ঘদেহী। ওজন দেড়শো পাউণ্ড। শান্ত। এখনো ছাদের দিকে চোখ, 'বলুন ডাক্তার।'

'তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য একজনকে নিয়ে এলাম।'

'তা-ই?' চোখ বন্ধ করে বলে সে, 'পালোয়ান মার্কা কোন পুরুষ নার্স নিশ্চয়ই।'

'তাকাও না এদিকে,' বলেন পুলিয়ার্দো, 'দেখ পালোয়ান কিনা।'

তাকায় ডেভিড এবং বিস্ময় ও ক্রোধে চিৎকার করে ওঠে, 'মেয়ে মানুষ? ডাক্তার একটি মেয়ে মানুষকে নিয়ে এলেন এখানে? বের করে দিন ওকে। যান নিয়ে যান। গেট হার আউট।' চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে ওঠে ডেভিড। রাগে কাঁপছে ওর গোটা শরীর।

পুলিয়ার্দো ওর কাছে গিয়ে বলেন, টেক ইট ইজ, ডেভিড।'

'না, নিয়ে যান ওকে,' গর্জে ওঠে ডেভিড, 'মেয়ে মানুষ সইতে পারি না আমি। গেট হার আউট, ড্যাম ইট।'

'ডেভিড!' ধমক দেন পুলিয়ার্দো। রোগির সঙ্গে তিনি খোলা-মেলা কথা বলেছেন; ডেবীর সঙ্গে হেসেছেন; এখন তিনি পিতার মত কঠোরভাষী। চোখ পাকিয়ে বলেন, চেয়ারে বস বলছি। 'বাস্তবতার মোকাবেলা তোমায় করতেই হবে' ডাক্তার বলেন, 'পৃথিবীতে কোটি কোটি লোক আছে যাদের তুমি জাননা, চেন না। এই কোটি কোটি মানুষের অর্ধেকই নারী।'

ডেভিড এখন কাঁদছে। ওর গলা বেয়ে নামছে অশ্রু, 'আমি পারি না ডাক্তার, আপনি তো সবই জানেন।'

'ডেভিড! তুমি একটা ভুল করেছিলে, ওই ভুলটাই জীবন নয়। ঘটনাটা ভুলে যাও। সামনের দিনগুলোকে সুন্দর করে নাও।' পুলিয়ার্দোর কণ্ঠস্বর নরম হয়ে আসে।

কারেন অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'আমি বরং বাইরে গিয়ে দাঁড়াই, সেটাই বোধ হয় ভাল।'

ডেভিড ধরে ফেললো কারেনের হাত 'না, যাবেন না, প্লিজ! আমি, আমি আপনাকে বলতে চাই, মানে…'

ডাক্তারের দিকে তাকায় সে। পুলিয়ার্দো মাথা নেড়ে সায় দেন। হ্যাঁ, সে বলে যাক। ডেভিড বলে, 'কি ঘটেছিল আপনাকে বলছি। মাইরি বলছি, আমি জানিনা, কেমন করে আমি জঘন্য কাজটি করলাম……'

আসিফের কথাগুলো কানে বাজছিলো কারেনের। সে বলেছিলো, 'মার্ডারার্স, ধর্ষণকারী ……'

ডেভিড বলে চলেছে, 'বাড়ীর দারোয়ানকে ফাঁকি দিয়ে আমি ভেতরে ঢুকলাম। বেডরুমে উঁকি দিয়ে দেখি ঘুমিয়ে আছে এক পরমা সুন্দরী। কাছে গিয়ে দেখলাম, আমার বন্ধুর বড় বোন। বিবাহিতা, বাপের বাড়ী বেড়াতে এসেছে। আমার পশুত্ব তাকে স্পর্শ করতেই তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। চীৎকার করতে চাইলো ও, আমি ওর টুঁটি চেপে ধরলাম। মরে গেল সে। মৃত্যুর পরও আমি ……' তারপর কোথা থেকে এসে ওর স্বামী আমায় হাতে নাতে ধরে ফেললো।'

কারেন মাহমুদ বেরিয়ে এল ডেভিডের কামরা থেকে। করিডোরে দাঁড়িয়ে ও নার্সদের ব্যস্ততা দেখছিলো। পুলিয়ার্দো তখনো আলাপ করছেন ডেভিডের সঙ্গে।

'তুমি কে?' শব্দটা এসেছে পেছন থেকে। কারেন তাকায়। ছোট্ট একটা ছেলে। নাদুস নুদুস চেহারা। বয়েস বড়জোর পাঁচ। কিন্তু, যেভাবে ছেলেটি ওরদিকে তাকিয়ে আছে তাতে মনে হয় প্রবীণ কেউ মনযোগ দিয়ে কোন আগন্তুককে দেখছে। পরনে রোগীর পোষাক নয়। সাদা জামা প্যান্ট পরেছে।

'তুমি কি ওদের মত পাগল ?' জিজ্ঞেস করে ছেলেটি।

'না। আমি ওদের মত নই।' হাসতে হাসতে বলে কারেন, 'তোমার নাম কি খোকা ?

'আমার নাম টেরী। তোমার নাম ?'

'কারেন। কারেন মাহমুদ। তুমি কি কাউকে দেখতে এসেছো এখানে ?'

'না তো! আমি এখানেই থাকি।' চটপট জবাব দেয় টেরী।

চুপচাপ কারেনের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন পুলিয়ার্দো। তাঁর গলার শব্দে কারেন চমকে ওঠে। 'ঠিক বললে না 'টেরী।'

'ও ডাক্তার! কেন, কি ভুল বললাম ?' ছেলেটির প্রশ্ন।

'টেরী আসলে এখানে থাকে না। সে ওর নানীকে এখানে দেখতে আসে,' বলেন ডাক্তার।

'হ্যাঁ, তা-ই,' হেসে বলে টেরী।

এবার কারেন বলে, 'মাফ চাইছি ডক্টর পুলিয়ার্দো। আমি বোধ হয় এ প্রতিষ্ঠানে কাজের যোগ্য নই।'

ডাক্তারের কানে যেন যায়নি কারেনের কথা। তিনি টেরীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'এই ওয়ার্ডে তোমার আসার কোন দরকার নেই। এটাতো তুমি জানো।'

'হ্যাঁ জানি,' চটপট বলে ছেলেটি।

'বেশ।' বলেন ডাক্তার, 'একটু পরেই আমি তোমার নানীকে দেখতে যাচ্ছি বুঝলে ? এবার কেটে পড়।'

ছেলেটি দৌড় মারে। পুলিয়ার্দো বলেন, 'মিসেস মাহমুদ,

আপনি অত্যন্ত যোগ্য। ডেভিডের যে উপকার আজ আপনি করলেন তা এক বছর থেরাপি করার সমান। আসছে সোমবারেই জয়েন করছেন আপনি।'

হাঁটতে থাকে সিঁড়ির দিকে। নীচ তলায় পুলিয়ার্দোর অফিসে যাবে। 'এই ছোট্ট ছেলেটি কে?' কারেন জানতে চায়।

'ওর নাম টেরী নিউহল। হ্যাঁ, আমরা অন্তত ওকে এই নামেই চিনি। শহরের নদীর পাড়ে ছ'মাস আগে ওকে পাওয়া গিয়েছিল। দু'দিনের অভুক্ত। সঙ্গে ওর নানী। বৃদ্ধার মাথা খারাপ। অপুষ্টিতে ভুগছিলো, সমানে বকরবকর করছিল। নাম এডেলিন নিউহল। লোকজন ওদের দু'জনকেই ভর্তি করিয়ে দেয় জেনারেল হাসপাতালে। ওখানে এক ডাক্তার আমার বন্ধু। তারপর, এখানে.....'

'ছেলেটি থাকে কোথায়?' কারেনের প্রশ্ন।

একটা কামরার সামনে থামেন পুলিয়ার্দো। টুকিটাকি কথা বলেন এক সুন্দরী নার্সের সঙ্গে। তারপর কারেনের উদ্দেশে বলেন, 'নাতিকে না দেখলে বুড়ী শোরগোল করে। তাই কাউন্টি শেল্টার থেকে সাময়িকভাবে টেরীকে এখানে আনা হয় দিন কয়েকের জন্য! ঠিক করেছি, বুড়িকে যেদিন রিলিজ করবো, সেদিন ছেলেটিও চলে যাবে। যে নার্সের কথা বললাম, ওর সঙ্গেই টেরীর থাকবার ব্যবস্থা। সেই অল্প ক'দিন এখন ছ'মাস হতে চলছে। আসলে বৃদ্ধাকে এখানে ঠাঁই দেয়া উচিত হয়নি আমার।

তবে এটাও তো ঠিক, আমরা যেরকম আশা করি ঘটনা সবসময় সেরকম ঘটে না।'

'তাহলে টেরী এখানেই থাকে বলা যায়,' কারেন বলে।

'ইউ কুড সে দ্যাট,' বিব্রত ভঙ্গীতে হাসেন ডাঃ পুলিয়ার্দো।

প্রচণ্ড চীৎকার শোনা গেল হঠাৎ। একটা ব্যাঙ যেন বিরাম-হীন চীৎকার জুড়েছে নাকী সুরে। ডেবীর গলা, বুঝতে পারে কারেন। পুলিয়ার্দো ছুটলেন ওদিকে। পেছন পেছন কারেন।

কামরা খোলা। মোটাসোটা এক পুরুষ নার্স ধমক মারছে ডেবীকে। মেয়েটা শুতে চাইছে না বিছানায়। ওকে চেপে ধরছে নার্স। ডেবীর চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন। সমানে কাঁদছে আর বলছে, 'ওকে খুন কর, ওকে খুন কর, ও তো একটা জানোয়ার।'

খাটের পাশে দাঁড়িয়ে খিলখিল হাসছে টেরী। ভয়ার্ত ডেবীর কাণ্ড কারখানা দেখে মজা পাচ্ছিল সে। 'বাচ্চাটাকে কামরা থেকে নিয়ে যাও,' ধমকের সুরে ওয়ার্ড বয়কে বলে নার্স। চিলের মত ছোঁ মেরে টেরীকে শূন্যে উঠিয়ে বাইরে নিয়ে গেলেন পুলিয়ার্দো।

ডেবী নাকী সুরে কাঁদছে। ওর কান্নার তীব্রতা কমছে ধীরে ধীরে। বলছে 'প্লিজ, ওকে আর আমার কাছে আসতে দিও না, প্লিজ।'

করিডোরে, পুলিয়ার্দো আস্তে করে টেরীকে নামালেন। পিটপিট করে তাকিয়ে মুচকি হেসে কারেনকে সে বললো, 'জান, ওই মেয়েটা না আমাকে ভয় পায়।'

'তাইতো দেখলাম,' জবাব দেয় হেসে। কিন্তু, এক বিস্ময় তার মনে কাঁটার মত বিধঁতে থাকে। ফুলের মত ফুটফুটে এই শিশুকে দেখে ভয় পায় কেন ভীষণ মেয়ে ডেবী?

চার

রক্তে অ্যালকোহলের ক্রিয়া শুরু হলেই এরা প্রমোদিত হবে, ভাবলো আসিফ মাহমুদ, তবু এদের কথাবার্তায় আকর্ষণ আছে। সঙ্গ বিরক্তিকর নয় এখনো।

বেটস দম্পতি কালই। এবং আসিফ না ভেবে পারে না যে, একারণেই সস্তায় তাদের বাড়ীটা ভাড়ায় পাওয়া গেছে। ধলরা কালদের বাড়ীতে উঠতে চায় না। উঠলেও নিয়মিত ভাড়া শোধ করে না। ক্যালোর্স বেটস এবং তার স্ত্রী এলিজাবেথ বেটস, দুজনের বয়েস আটাশের কোঠায়। ক্যাল স্থানীয় ল ফার্মের জুনিয়র পার্টনার; এলিজাবেথ গৃহবধু, গীটার বাজাতে জানে। দম্পতির একমাত্র সন্তান এনজির বয়েস চার বছর।

ওয়াশবার্ন দম্পতি একটু ক্রেজী। পিটার ওয়াশবার্ন বিস্কুট কোম্পানীর ম্যানেজার। তার স্ত্রী পামেলা ওয়াশবার্ন বর্তমানে মহিলা সংঘের নেত্রী। দু'জনের বয়েস চল্লিশ পেরিয়েছে। দম্পতির মেয়ে সিসিলি, বয়েস সতের এবং পাকা আপেলের মত যৌবন ফেটে পড়ছে দেহে। সপ্তদশী সিসিলি ইতিমধ্যেই ফ্লার্ট করবার চেষ্টা করছে আসিফের সঙ্গে। সিসিলির ভাই টিটাস, এগারো বছর বয়েস, ছেলেটাকে এক কথায় পাজী বললেও

কম বলা হয়। বারবার সে ছোট্ট মেয়ে এনজিকে নিয়ে বাথরুমে টাবের মধ্যে ডুবাতে চাইছে।

পামেলার তর সইছে না। সে তার প্রতিভার পরিচয় দিতে শুরু করেছে। টেনিস, সাঁতার, দূরপাল্লার দৌড়ে কলেজ জীবনের কৃতিত্বের কেচ্ছা শুনিয়েও শ্রোতাদের বিস্ময় উৎপাদনে ব্যর্থ হয়ে সে শেষমেষ জানায়, মানুষের চেহারা দেখে মনের অবস্থা বলার বিদ্যে আছে তার।

'আজ দুপুরে আমি কোথায় ছিলাম বলুন তো!' কারেন বললো। ওর গালে হাত ছোঁয়ায় পামেলা, 'হুম্, আপনি ছিলেন এক পুরুষের সঙ্গে। না, না, লাল হবেন না। খারাপ কিছু মীন করছিনা।'

ড্রয়িং রুমের এক কোনায় সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে আসিফ। সেদিকে তাকিয়ে কারেন বলে, 'আশ্চর্য! ঠিক বলেছেন। আচ্ছা, বলুন তো জায়গাটা কোথায়?'

'উঁহু! আপনি কিছু বলবেন না। দেখুন পামেলা কি নিখুঁত সব বলে দিচ্ছে,' নম্রকণ্ঠে কায়দা করে বলে পিটার। স্বামীর দিকে বিষাক্ত চোখে তাকায় পামেলা। মানে, তুমি মুখ বন্ধ রাখ।

'আপনি গিয়েছিলেন কোন একটি হাসপাতালে, তাই না?' সহজ ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে পামেলা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওখানে আমি সোমবারে জয়েন করবো,' 'কারেন বলে, 'কিন্তু হাসপাতাল যে বুঝলেন কেমন করে?'

চোখ বুঁজে পামেলা বলে, 'ভাইব্রেশন ! আপনার গালে হাত রাখতেই ভাইব্রেশন এলো, তাতেই বুঝে ফেললাম।'

'আপনি ওখানে সত্যিই চাকরি নিচ্ছেন ?' কৌতুহল এলিজাবেথের।

সিগারেট ধরায় পিটার, সুখটান মেরে বলে, 'বেভিল মেণ্টাল হাসপাতাল তো ? না কি ?'

আবার বিষাক্ত চোখে তাকায় পামেলা। পিটার দমে যায়। পামেলা বলে, 'ওই আস্তানায় কোন ভদ্র মহিলা চাকরি করে ?'

"আস্তানা" শব্দটায় বিরক্ত হয় কারেন, তবু হাসে। আসিফ সেটা দেখে খুশী হয়। কারেন নিরুৎসাহিত হলেই স্বস্তি পাবে আসিফ।

'আস্তানা বলুন আর হাসপাতাল বলুন, ওখানে যারা থাকে তারাও মানুষ,' কারেন গম্ভীর, 'যত শিগগির সম্ভব ওরা যাতে সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে সেই চেষ্টাই আমি করবো।'

'ওখানে কোন পাগলের সঙ্গে দেখা হয়নি তোমার ?' জানতে চায় ইঁচড়ে পাকা টিটাস।

'শাট আপ, টিটাস,' ধমকায় পিটার, 'চুপ্ থাক বলছি, নইলে মারবো এক গাঁট্টা।'

'খুব সুন্দর সিদ্ধান্ত নিলেন মিসেস মাহমুদ,' এতক্ষণে ক্যালোর্স বলে, 'নষ্ট মানুষগুলোকে সবাই ঘৃণা করলে ওদের সারিয়ে তুলবে কে ? ইশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।'

'উঁ মা গো,' শিউরে উঠে সিসিলি এবং প্ররোচনার ভঙ্গিতে আসিফের দিকে দৃষ্টি হানে, 'ওই পাগলের আড্ডায় আমি এক মিনিট থাকলেই মরে যাব।'

এনজির কান্নার শব্দে সবাই চমকায়। বাথরুমে কাঁদছে সে। ওকে বাথটাবে চুবাচ্ছে টিটাস। সবাই ছুটে যায় সেদিকে। সিসিলি নড়ে না। আসিফও নড়ে না। সিসিলির ভরাট বুকের দিকে তাকিয়ে ও গুন গুন করে গায়, 'শুধু তোমার বাণী নয় হে বন্ধু হে প্রিয়, মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।'

'তোমার গলা তো চমৎকার, আংক্‌ল!' সিসিলি বলে, 'ইংরেজী করে বল কথাগুলো।'

সোফায় কাত হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় আসিফ বলে, 'কবি তাঁর বান্ধবীকে বলছেন, শুধু তোমার কণ্ঠস্বরে আমার চলবে না সুন্দরী, টাইম টু টাইম আমার হার্টটাও টাচ করে শান্তি দিও।'

'ইন্টারেস্টিং!' চোখ বড় করে সিসিলি, 'লোকটা ক্যাশ অ্যাণ্ড কাইণ্ড দুই-ই চায়। মন চাইছে, ওর কাছে ধরা দেই।'

'তা আর পারবে না,' কটাক্ষে বলে আসিফ, 'ওই বুড়ো মরে ভুত হয়ে গেছে। ধরা দেবার লোকের কি আকাল পড়েছে তোমাদের এদেশে?'

সিসিলি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় বাথরুম প্রত্যাগতরা ঢোকে এ ঘরে। সোজা হয়ে বসে আসিফ। অতিথিরা বিদায় নেয়। হুঁপ ছাড়ে কারেন।

'টিটাস ছোঁড়ার কাণ্ড দেখলে!' বলল কারেন, 'অতটুকুন মেয়েকে চেপে ধরেছে টাবের পানিতে। আরেকটু দেরী হলে মরেই যেত।'

'আমি দেখছিলাম টিটাসের বোনের কাণ্ড,' হাসে আসিফ 'তোমরা আসতে আরেকটু দেরী হলে আমিই মরে যেতাম।'

যৌবন-দেখানো, গায়ে-পড়া স্বভাব সিসিলির বেহায়াপনার কথা মনে পড়ে কারেনের। স্বামীর চোখে চোখ রেখে সে বলে, 'আমার তো মনে হয় আমরা তাড়াতাড়ি আসায় তুমি আফসোস করতে করতে মরে যাচ্ছ!'

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যাক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

পাঁচ

ঘরে আলো নেই। বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ রাতে এয়ার কণ্ডিশনার ব্যবহার না করার অনুরোধ জানিয়েছে। বলেছে, 'অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত লাইন অফ করে দিয়ে ঘুমোতে যাবেন। হেলপ আস টু সার্ভ ইউ।' মাহমুদ দম্পতি তাই জুলাই মাসের গুমোটের মধ্যে ঘুমানোর চেষ্টা করছে। বাইরে চাঁদ আছে আকাশে। বিমানের গর্জন শোনা যায়। রমনক্লান্ত নর-নারীর তন্দ্রাভাব কেটে যায়।

নিরবতা ভাঙে কারেন, 'এই আসিফ!'

'মুম্,' সাড়া দেয় সে, কণ্ঠে আলসেমী।

'ঘুমিয়ে পড়েছো?'

'মেয়েলোকের মগজ বটে!' ফোড়ন কাটে আসিফ, 'ঘুমোলে কথা বলছি কিভাবে।'

'বলতো, কি চাই আমি?' প্রশ্ন করে কারেন।

'জানলাটা খুলে দেব?'

'আরে না। আই মীন হোয়াট আই রিয়েলী ওয়াণ্ট?'

'তা কি করে বলি। পামেলাকে বরং ডাক। তোমার চেহারা দেখে সব বলে দেবে।'

অভিমানী কারেন বলে, 'ঠিক আছে তুমি ঘুমোও।'

'মহা মুশকিল,' অন্ধকারে স্ত্রীর গালে হাত বুলোয় আসিফ, 'এত ভদ্রতা কিসের, বলে ফেল না কি চাও।'

'একটা বাচ্চা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে কারেন। শুনে দুঃখ পায় আসিফ। দু'জনের শরীরে কোন ত্রুটি নেই। তবু ওদের কোন সন্তান নেই। স্ত্রীকে গভীর মমতায় আদর করে সে, 'আমরা তো বুড়িয়ে যাইনি কারেন।'

'দু'বছর পরে আমি হব ত্রিশ,' কারেন বলে,, 'আফটার দ্যাট ইট গেটস হার্ডার এণ্ড হার্ডার।'

নিশ্চুপ আসিফ মাহমুদ। কি বলবে সে, বলার যে কিছুই নেই।

'একটা উপায় অবশ্য আছে,' কারেন বলে, 'আমরা দত্তক নিতে পারি!'

'তাতে তো প্রচুর খরচ,' বলে আসিফ, 'পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, দালালের বায়না, গভর্নমেণ্টের পারমিশন, কত ঝামেলা!'

কোন ঝামেলা নেই। শুধু একটি মৃত্যু। চমকে ওঠে কারেন, ছিঃ ছিঃ কি ভাবছে সে! স্বামীকে সে বলে, 'ধর হঠাৎ কোন কারণে একটা বাচ্চা যদি আসে আমাদের সংসারে, অন্য কারো বাচ্চা, কি মজা হয় তাই না!'

তাই যেন হয়। মনে মনে বলে আসিফ। তার কি মাথা খারাপ হল? সে বলে, 'তখন চাকরী করবে কেমন করে?'

'সিসিলিকে বেবী-সীটার রাখবো,' বলে কারেন, 'ওতো কলেজে

ঢুকবে আসছে শীতে। ওর পকেটমানির সমস্যাটা আমরাই দেখবো, ওর বাবা-মা খুশী হবে।'

'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল,' আসিফ স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে, 'কাঁঠাল আসুক, পরে পাহারার কথা ভাবা যাবে।'

হাসে কারেন, 'না আসিফ, এখন থেকে ভাবতে হবে আমাদের। একটা বাচ্চাকে মানুষ করা কম ঝক্কির ব্যাপার নয়।' ওর ঠোঁটের কোনার হাসি আসিফ দেখতে পাচ্ছে না। ওর চোখে ঘুম নামছে।

ডেবী আবার উৎপাত শুরু করেছে। তার ওপর নাকি আত্মা ভর করেছে। ডাঃ পুলিয়ার্দো গেলেন। নার্সকে বললেন ইনজেকশন দিতে। ইনজেকশন দেয়ায় মেয়েটা আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ছিলো। ডাক্তারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে উচ্চারণ করছিলো 'সেভেন্টি নাইন, সেভেন্টি এইট, সেভেন্টি সেভেন, সেভেন্টি সিক্স, সেভেন্টি ফাইভ, ও মাগো ও ও ও.....'

চমকে ওঠেন পুলিয়ার্দো। ব্যাপার কি! দেখেন খাটের পাশে টেরী দাঁড়িয়ে। ক্রুদ্ধ হন ডাক্তার, 'টেরী! তুমি আবার এখানে কেন? তোমাকে দেখলেই ডেবী ভয় পায়। তবু তুমি এসেছো?'

'ডাক্তার,' খুব নরম গলায় বলে টেরী, 'নানীর খুব কষ্ট, তুমি একটু এস ওঁর কাছে।'

রাগ পানি হয়ে যায় পুলিয়ার্দোর। তিনি ছুটে যান বুড়ীর কাছে। বুড়ীর সত্যি কষ্ট। শ্বাস ফেলতে পারছে না। এরই মধ্যে নাতিকে বুকের কাছে টেনে নেয় বুড়ী। বলে, 'আমার যাবার সময় হয়ে এল সোনামনি। তোমাকে আমি ডাক্তার পুলির হাতে সঁপে যাচ্ছি। ভাল হয়ে থেক সোনা আমার। ঈশ্বর ছাড়া তোমার আর কেউ নেই।'

'নানু গো……'টেরীর দু'চোখে পানি টলমল। পুলিয়ার্দো, আরো চারজন ডাক্তার এবং কারেন মাহমুদ বসে আছে খাটের কিনারায়।

'কেঁদ না সোনামনি,' বুড়ী বলে, 'সেই প্রার্থনার কথা মনে আছে! রোজ রাতে শোবার আগে প্রার্থনা করবে। কোন মুসিবত তোমার কাছে ঘেঁষবে না।'

'মনে আছে নানু,' এবার কেঁদেই ফেলে টেরী। কারেনের চোখেও পানি জমছে।

'তাহলে আমার সঙ্গে প্রার্থনা কর' অতিকষ্টে উচ্চারণ করে এডেলিন, 'মুলতানো সুমালতো ……'

'মুলতানো সুমালতো,' উচ্চারণ করে টেরী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

'আইনা আন কারপানু……'বল বল সোনা আমার।'

'আইনা আন কারপানু,' কান্না ভাঙ্গা গলায় টেরীর উচ্চারণ।

'সলদি নিক্‌কলি,' বুড়ী মন্ত্রের মত আওয়াজ করে।

টেরীও বলে, 'সলদি নিক্‌কলি।'

'সাবাশ সোনা, এবার আমায় চুমো খাও।'

টেরীর দুচোখের পানি বুড়ীর গালে পড়ে। সে তার নানীকে চুমু খায়। ডাক্তার পুলিয়ার্দো সঙ্গী ডাক্তারদের হাতের ইশারা করলেন। বুড়ীকে স্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল।

সেদিনই বিকেল চারটা বেজে পঞ্চাশ মিনিটে এডেলিন নিউহল মারা যায়। টেলিফোনে পুলিয়ার্দো সংবাদটা যখন কারেনকে দেন, তখন আসিফ টেলিভিশনে সান্ধ্য সঙ্গীতের অনুষ্ঠান দেখছিলো।

টেলিফোনে কথা বলে সে স্বামীর পাশে এসে বসে। আসিফ পলকে তাকায়। তার মনে হল মিনি পর্দার গায়িকা মেয়েটার চাইতেও কারেনের চোখে মুখে অনেক বেশি প্রফুল্লতা ঝরছে।

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যাক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

ছয়

নানীর মৃত্যুর পঞ্চম দিনে টেরী এল আসিফ মাহমুদের বাড়ীতে। তাকে দত্তক নিয়েছে কারেন। ছেলেটাকে খাইয়ে দাইয়ে আলাদা একটা কামরায় শুইয়ে দেয়া হয়েছে। রাত আটটা বেজেছে মিনিট দশেক আগে। ড্রয়িং রুমে গল্প করছে স্বামী-স্ত্রী।

'ছেলেকে নিয়ে এত মাতামাতি শুরু করে দিলে,' বলে আসিফ, 'চাকরির ফুরসৎ তোমার মিলবে কিনা কে জানে!'

'শুধু কি আমার একার? টেরী কি তোমার ছেলে নয়?' সহাস্যে বলে কারেন, 'ডকুমেন্টে তো বাপ হিসেবে তোমার নামই লেখা হয়েছে।'

'আমাদের দেশে একটা কথা আছে,' সিগারেট ধরায় আসিফ 'পর কখনো আপন হয় না।'

'কারেন,' শব্দটা এসেছে টেরীর কামরা থেকে, ভয় বা একাকীত্বের অস্বস্তিজনিত শব্দ নয়।

কারেন যায় টেরীর ঘরে। ছেলেটা ধবধবে সাদা বিছানায় বসে আছে। লাইট অন করে কারেন জিজ্ঞেস করে, 'কি হল টেরী?'

'ঘুম আসছে না, বলে টেরী, 'আমার কপালে হাত রেখে নানীর মত প্রার্থনা কর।'

'আমার তো সব মনে নেই,' বলে কারেন, 'তুমি মনে করিয়ে দাও।'

মনে করিয়ে দেয় টেরী। উচ্চারণ করে কারেন, 'মুলতানো সুমালতো আইনা আন কারপান্থ সলদি নিককিলি।'

বার পাঁচেক কারেনের সঙ্গে কথাগুলো উচ্চারণ করলো টেরী। ওর এখন ঘুম আসছে। ও বললো 'গুড নাইট।'

ছেলের কপালে চুমু দিয়ে কারেন বলে, 'গুড নাইট, হ্যাভ সুইট ড্রিমস।'

কামরা থেকে বেরুচ্ছে কারেন, পড়লো আসিফের সামনে। স্ত্রীকে প্রশ্ন করে ও 'কি সব বকবক চালালে এতক্ষণ।'

দরজাটা আস্তে করে ভিড়িয়ে দিয়ে কারেন বলে, 'ওর নানী এই মন্ত্র পড়তো। পড়লে টেরীর ঘুম আসে তাড়াতাড়ি।'

'মন্ত্রের অভাবে এতক্ষণ ওর ঘুম আসেনি?' কপালে কুঞ্চন দেখা দেয় আসিফের।

'হ্যাঁ, তাই।' একটু বিব্রত কণ্ঠ কারেনের।

'এই দুনিয়ায় টেরীর মত অনাথ অনেক আছে,' ক্ষোভের সঙ্গে বলে আসিফ, 'মন্ত্র না শুনেই ওরা ঘুমোয়। ওসব মন্ত্র ফন্ত্র আমি কখনোই বরদাশত করবো না বলে দিচ্ছি।'

'দেখ, ওর নানী মরেছে বেশীদিন হয়নি। অভ্যেসটা কাটিয়ে উঠতে ওকে একটু সময় দেয়া উচিৎ।'

'তা দাও,' পরিহাস করে আসিফ, 'কিন্তু, ওই সব কঠিন শব্দ আউড়িয়ো না। দরকার হলে, কোকাকোলা, পেপসী কোলা, ডিলাক্স, ডিজনী এপিকট—এসব উচ্চারণ অনেক সহজ।'

'ডাক্তার জানতে চেয়েছে কেমন করে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের নখ খসিয়েছে সে। ও বললো কি জানেন! বললো, সেটা দেখানোর জন্য কি এখন আরেকটা আঙ্গুল খসাবে! পরিষ্কার বললো, নখ খসে রক্ত বেরুচ্ছে, রক্ত বন্ধ কর। সেটাই তোমার কাজ। কেমন করে কি হল সেটা জেনে তোমার কি?'

চৌদ্দ বছর বয়স্ক পাজীর হদ্দ টিটাসের বীরত্ব বর্ণনা করে হো হো করে হাসলো পামেলা। কারেন আর এলিজাবেথ মৃদু হাসে। দু'জনের কারোরই আহত টিটাসের জন্য দরদ নেই। ওরা দু'জনই দেখেছে, অকারণে তাদের সন্তানদের মারধর করে মজা পায় টিটাস।

'আরেকবার গেছি বইয়ের দোকানে,' পামেলা বলে, 'একধারে আমি বই বাছছি, অন্যধারে টিটাস। ওর হাতে প্লেবয় ম্যাগাজিন দেখে এক বুড়ী জিজ্ঞেস করে, "তোমার মা কি জানেন যে তুমি এসব পচা জিনিস হাতড়াও?" অমনি টিটাস বললো, "এই বুড়ী তোমার স্বামী কি জানেন যে তুমি বেগানা ব্যাটাছেলের সঙ্গে কথা বল"?'

বিস্মিত হয় কারেন। এই মহিলা তাঁর ছেলের মাথা খাচ্ছেন। অথচ ভাবছেন ছেলে তার কি বুদ্ধিমান। বেয়াদব ছেলেকে আস্কারা দেয়াটা তার কাছে গর্বের বিষয়!

'গত শুক্রবার, বাগানে খেলছিলো এনজি। হঠাৎ টিটাস এসে মেয়েটাকে হাঁটু দিয়ে এক গোত্তা মারলো,' বলে এলিজাবেথ 'এনজি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। দাঁত দিয়ে রক্ত.....'

'বুঝলেন লিজ, টিটাসের কথা শুনে বুড়ীর চেহারাখানা যা হয়েছিল না!' হো হো করে হাসে পামেলা। ছেলের নামে নালিশ শুনতে নারাজ সে।

এলিজাবেথ থ বনে যায়। কারেন জিজ্ঞেস করে অতিথিদের আরেকপ্রস্থ বরফ-চা দেবে কিনা।

'আরে না, না,' গর্বিত মা বলে, 'আমার যাবার সময় হয়েছে। সাড়ে সাতটা বাজে। পিটার রাগ করবে। আমাকে ফেলে ও কখনো ডিনার খায় না। এলিজাবেথ আপনি আর কালোর্স আসুন না একদিন ডিনারে।'

'কোনদিন আসবো বলুন?' জবাব দেয় এলিজাবেথ।

'আচ্ছা, দিনটা আমিই ঠিক করে দেব,' হাসে পামেলা, 'কষ্ট করে আগামী সপ্তাহে আমায় একটু ফোন করবেন, কেমন! আজ আসি।'

'আগামী সপ্তাহে ফোন করবেন,' ভেংচি কাটে এলিজাবেথ, পামেলা চলে যাবার পর। 'চার বছর ধরে ওই এক কথাই শুনছি। আগামী সপ্তাহ সব সময়েই সাতদিন দূরেই রাখে পামেলা।'

'বলেন কি ?' বিস্মিত হয় কারেন, 'লোক দেখানো দাওয়াত ?'

'হ্যাঁ,' বলে এলিজাবেথ, 'কিপটের সেরা। শুধু খাবে, কাউকে খাওয়াবে না।'

আসিফ খুব ঘুম কাতুরে। ধাক্কা মারলেও জাগে না। কারেন কনুইয়ের গুঁতো লাগায়, 'এই ওঠো। ড্রয়িং রুমে কে যেন হাঁটাচলা করছে।'

'কি হয়েছে, এ্যাঁ !' বিরক্ত হয় আসিফ। চমকে উঠেছে ও।

'ড্রয়িং রুমে শব্দ হচ্ছে।'

চোখ খোলে আসিফ। দেয়াল ঘড়িতে রাত ১টা বেজে ৫৭ মিনিট। কান সজাগ হয় তার। ঠিকই তো ওদিক থেকে শব্দ আসছে।

'তুমি কি টেলিভিশন অন করে রেখে বেখেয়ালে শুয়ে পড়েছিলে ?' জানতে চায় আসিফ।

'না, টেলিভিশনের শব্দ নয়। ওখানে কেউ নড়াচড়া করছে।'

'ধ্যাৎ ?' তেতে ওঠে আসিফ, আমি শুনছি টেলিভিশনের শব্দ !' শরীরের আড়মোড়া ভেঙ্গে, হাই তুলে ড্রয়িংরুমের দিকে এগোয় সে। পেছন পেছন কারেনও যায়।

পা টিপে টিপে কামরায় ঢোকে আসিফ। দেখে অরেঞ্জ সোডা খেতে খেতে সোফায় বসে টিভি দেখছে টেরী।

'এতরাতে এখানে কি করছো ?' প্রশ্ন করে কারেন।

'টিভি দেখছি,' বলে টেরী 'ঘুম আসে না। খুব হট্টগোল।'

বাতি জ্বেলে, টিভি সেট অফ করে আসিফ 'আমি কি জোরে নাক ডাকছিলাম?'

'না, তুমি নও। ওরা শুধু আমার সঙ্গে কথা বলে,' সোডায় শেষ চুমুক দেয় টেরী।

'ওরা কারা?' জিজ্ঞেস করে কারেন।

'ওই যে ওরা। আমার বেডরুমে।'

একটু ভয় পায় কারেন, তাকায় স্বামীর দিকে। আসিফ বলে, 'ঠিক আছে, আমি দেখছি।'

টেরীর কামরায় যায় স্বামী স্ত্রী। খাটের ওপর নীচ, তোষকের তলা সবখানে খোঁজ করে। না, কিছু নেই যা ছেলেটির ঘুমের ব্যাঘাত করতে পারে।

'দেখলে তো,' ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কারেন বলে, 'তোমার ড্যাডি তন্নতন্ন করে সব দেখেছেন। কেউ নেই। ভয় পাবার কিছু নেই।'

হাই তোলে টেরী, 'কেউ আগেও ছিল না। শুধু গলার আওয়াজ। ওরা বহু পুরনো দিনের ঘটনার কথা বলে।'

'ও কিছু না,' প্রবোধ দেয় কারেন, 'স্বপ্ন। এখন ঘুমিয়ে পড়। সকালে তোমায় স্কুলে যেতে হবে।'

'ও-কে মম্, গুডনাইট।'

আসিফের পাশে শুয়ে কারেন বলে, মন্ত্র পড়া বন্ধ করা উচিৎ হয়নি আমার। আগে তো বরাবর ওর ঘুম হয়েছে ভাল। চার

মাস আগে মন্ত্র বন্ধ করার পর ওর ঘুম ভাল হচ্ছে না। আজ নিয়ে তৃতীয় বারের মত ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলো।'

'ওর ঘুম আনার জন্যে সুমালতো ফুমালতো জপার কোন দরকার নেই,' জবাব দেয় আসিফ; 'টেরীর একটু ওভার অ্যাকটিভ ইমাজিনেশন। ওর নতুন মায়ের মতই।'

আবাব কনুয়ের গুঁতো মারে কারেন। আসিফ উহ্ করে একটু দুরে সরে গিয়ে তিন মিনিটের মধ্যে নাক ডাকাতে শুরু করে দেয়।

'আট বছর বয়েস টেরীর। আমরা তো অবাক ও এমন জিনিস আঁকা শিখলো কোথায়?' টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে বলে মিস রাস্কিন, টেরীর স্কুলের এক শিক্ষিকা।

'আপত্তিকর কিছু?' প্রশ্ন করে কারেন।

'আপত্তিকর নয়, বিস্ময়কর,' বলে রাস্কিন, 'শুধু আর্টক্লাসে নয়, সব ক্লাসে ওর কাজ দেখে শিক্ষকরা তাজ্জব। আচ্ছা, আপনার ছেলের মধ্যে কি কখনো ওভার এ্যাকটিভ ইমাজিনেশন দেখেছেন?'

'না তো!' জবাব দেয় কারেন, 'আপনি এসব জানতে চাইছেন কেন?'

'ফোনে সব বলা যাবে না। আপনাকে ওর কাজের কিছু নমুনা দেখাতে চাই। কখন আসবো বলুন। আমরা কথা বলার সময় টেরী বাড়ীতে না থাকলে ভাল হয়।'

'আজ সন্ধ্যায় আসুন। টেরী ওর বাবার সঙ্গে হকি খেলা দেখতে যাবে।'

শেলী রাস্কিন ঠিক সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় এসে হাজির। বয়েস আঠাশ-নউত্রিশ। সুদর্শনা। কাঁধে একটা বড় ব্যাগ। ব্যাগের ভেতর থেকে ৮ ইঞ্চি × ১০ ইঞ্চি সাইজের কতগুলো আর্ট শীট বের করে।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে শেলী রাস্কিন বলে, 'আর্ট ক্লাশে টেরীর কাজ খুবই চমকপ্রদ। ও যে ভাল আঁকে সেটা তো জানেন।'

'না। বাড়ীতে ওকে মনযোগ দিয়ে এরোপ্লেন আঁকতে দেখেছি। ওর বাবার ধারণা বড় হলে ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে,' কারেন হাসে, 'তাই উনি ওকে প্লেন, রেলগাড়ী এসব আঁকতে উৎসাহ দেন।'

'স্কুলে গত কমাসে ওর আকার হাত পাকা হয়ে যায়,' শেলী বলে, 'একদিন আমি ক্লাশে বললাম, যার যা মন চায় আঁকো তো দেখি। সবাই ফ্রি স্টাইল আঁকতে থাকে। কিন্তু, টেরী যা এঁকেছে তা আপনাকে খুশী করতে বলছি না, কেবল হাই স্কুল গ্রাজুয়েটের পক্ষেই সম্ভব।' একটা আর্ট পেপার দেখায় শেলী। তাতে সশস্ত্র সংঘর্ষের ছবি। গুলী খেয়ে সৈন্যরা পড়ে যাচ্ছে, তাদের দেহ থেকে রক্ত পড়ছে।

'এরকম ছবি ওকে কখনো আঁকতে দেখিনি,' কারেন যুগপৎ গর্বিত ও বিমূঢ়।

'আরেকদিন ক্লাসে ছেলে মেয়েদের তাদের দেখা জানোয়ার আঁকতে বললাম। টেরী আঁকলো এই ছবি।' ছবিটি দেখায় শিক্ষিকা। পেশী বহুল বিশাল দেহী এক প্রাণী, দু'পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে, মুখ মণ্ডল ভয়ংকর, নাক ভোঁতা, ঠোঁট সুচালো।

'এটা তো গরিলা, না কি?'

'আমিও এইটাই ভেবেছিলাম,' বলে শেলী, 'ভেবেছি চিড়িয়াখানা বা সার্কাসে দেখে এঁকেছে। কিন্তু টেরী বললো, এটা গরিলা নয়, এটা ওহ্‌মাহ।'

'মানে বিগফুট? কানাডায় দেখা দেছে যে দৈত্যাকায় মানুষ? আই মীন গুজবে শোনা রহস্যময় তুষার মানব?'

মাথা নাড়ে শেলী, 'যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার কোন কোন এলাকায় এরকম ভয়াল দর্শন প্রাণীর অস্তিত্ব আছে বলে বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন। কোথায় সে প্রাণী দেখেছে বলার জন্য ওকে চেপে ধরি আমি। টেরী বললো, 'বালিনো।'

'সে কি এটাই বুঝাতে চেয়েছে যে স্বপ্নে দেখেছে?'

'আমার তো তা-ই মনে হয়।'

শেলী আরও কতগুলো ছবি দেখায়ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর সমুদ্র যুদ্ধ, এডমণ্ড হিলারীর এভারেস্ট অভিযান, গুহাবাসীদের হাতে আক্রান্ত প্রকাণ্ডদেহী অদ্ভূত জানোয়ার ইত্যাদি। নিখুঁত আঁকা এসব ছবির মধ্যে একটা ব্যাপার মন কাড়ে, সেটা হল ডিটেলের

বিষয়ে আঁকিয়ের নিষ্ঠা। ১৭০০ সালের জাহাজ অবিকল সেকালের জাহাজের ফটোগ্রাফের মত।

'খুব সুন্দর এঁকেছে। আমাকে এসব দেখিয়েছেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ,' বললো কারেন, 'কিন্তু, এখনো বুঝতে পারছি না ছবিগুলো আপনার চোখে অস্বাভাবিক ঠেকলো কেন?,

'আই এ্যাম নট শিওর মিসেস মাহমুদ,' শেলী বলে, 'সম্ভবতঃ ছবির সাবজেক্ট আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। কেবলই মনে হয়, টেরী তার স্মৃতি থেকে এসব আঁকে। আচ্ছা, ও কি বই পুস্তক বেশী পড়ে?'

'পড়ে বৈ কি। বেশীর ভাগই কমিক বুক, ওর বাবা ওকে এনে দেয়। ওর আঁকা ছবিগুলো ওই বই পড়ার ফল বলে মনে করেন?'

'হবে হয়তো। কিন্তু এই চিঠিটা আমায় ধাঁধাঁয় ফেলেছে। এই যে দেখুন।' শেলী একটা খাতার পাতা উল্টিয়ে মেলে ধরে কারেনের সামনে, 'প্রতি শুক্রবার বাড়ীতে চিঠি লেখা শেখানো হয়। টেরী কি লিখেছে পড়ুন।'

"ফ্রম ওয়ার্স্ট অব আদার এভিলস, পেইনস এণ্ড রংস, বাট মেড হিয়ারবাই অবনকশাস মোর, টু অল দি মিজারিজ অব লাইফ, লাইফ ইন ক্যাপটিভিটি, এমাং ইনহিউম্যান ফোজ।" গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছে টেরী।

স্তম্ভিত হয় কারেন, 'আমার টেরী লিখেছে এটা?'

'সে এটা উদ্ধৃত করেছে। মিল্টনের স্যামসন এগোনিস্টেস-এ

এই বাক্যগুলো আছে, বইটি ছাপা হয় ১৯৭১ সালে।'

'আমি এ বই পড়িনি। আমার স্বামীও ক্লাসিক্যাল সাহিত্য খুব একটা পছন্দ করেন না।'

'নিশ্চয়ই কোথাও এসব পড়েছে টেরী। মিসেস মাহমুদ যদি অনুমতি দেন তো টেরীকে আমি স্কুলের মনোবিদের কাছে নিতে চাই। আমার ধারণা ওর ভেতরের তাড়নাগুলো ও বুঝতে পারছে না।'

'মিস শেলী,' কারেন শীতল কণ্ঠে বলে, 'টেরীর যদি মানসিক অবস্থার পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন হয় তাহলে আরও নাম-করা বিশেষজ্ঞ দেখানোর সামর্থ আমাদের আছে।'

শিক্ষিকা বিব্রত হয়ে মাফ চাইতে থাকলে কারেন লজ্জিত হয়। শেলী বিদেয় নিতে উদ্যত হতেই তাকে আরেক কাপ চা খাবার অনুরোধ জানায় কারেন।

সেই রাতে কারেন মাহমুদ সহজে ঘুমোতে পারেনি।

সাত

তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। আসিফ আর কারেন যে যার কাজে ব্যস্ত। আসিফ তার অফিস নিয়ে মেতে আছে। কারেন তার ছেলেকে নিয়ে। রুটিন মাফিক কাজ করে কারেন, মুটিয়ে যাওয়া বন্ধ করার জন্য সকালে ব্যায়াম, বিকেলে মাদক-নিরোধ কমিটির অফিসে হাজিরা কিংবা লেডিজ ক্লাবে আড্ডা দেয়া।

কমিটি মিটিং থেকে রাত আটটায় একদিন বাড়ী ফিরেই কারেন তার নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যত সম্পর্কিত প্রথম আলামত দেখতে পায়।

ঘরে ফিরে ও আসিফের সঙ্গে গতানুগতিক ঠাট্টা ইয়ার্কি করছিল। এক ফাঁকে টেরীকে দেখবার জন্যে ওদিকের কামরায় যায়।

'আসিফ,' শান্তকণ্ঠে ও ডাকে, 'এক মিনিটের জন্যে এস।'

স্ত্রীর মুখে উদ্বেগ দেখে সে জিজ্ঞেস করে, 'কি হল?'

'ওর ঘুমোতে যেন কষ্ট হচ্ছে। দেখ না!'

কামরায় জ্বলছে ডিমলাইট। সেই আলোতেই তাদের ছেলের কপালে ঘাম জমে গেছে, নিশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে টেরীর। 'তোমার কি মনে হয়.....'

আসিফের কথা শেষ হবার আগেই চীনামাটির জিনিসপত্র, চূর্ণ হবার শব্দ হল কিচেনে।

'আসিফ!' কারেন বলল।

আবারও চুরমার হল যেন কিছু। যেন কাঁচের গ্লাসগুলো কেউ আছাড় মেরে ভাঙছে। তারা ছুটে গেল অন্ধকার কিচেনে। বাতি জ্বেলে দেখল, সব স্বাভাবিক। শুধু দু'টো গ্লাস মেঝেতে টুকরো টুকরো হয়ে আছে।

টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিতে উপুড় হয় কারেন। এমন সময় টেবিলের ওপর রাখা ফুলদানি বিস্ফোরিত হল। 'বিস্ফোরিত' বলাই সঙ্গত। কেননা মৃৎপাত্রটা প্রচণ্ড শব্দে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে শূন্যে লাফিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল দ্রুতবেগে। বিস্ময়ে তাকাতেই কারেনের চোখের নীচে আঘাত হানল ফুলদানির কয়েকটি টুকরো।

দু'মিনিটের মধ্যেই বিস্ফোরিত হল মিটসেফের ওপর রাখা চিনির বোয়েম। ভয়ে চিৎকার করে কারেন। বোয়েমের উড়ন্ত টুকরো দরজার সঙ্গে ধাক্কা খেল। দম্পতি তাকায়। না, মিটসেফের ওপর ট্রের মধ্যে সাজানো চায়ের ছটি কাপ অক্ষত আছে।

'ইয়া আল্লাহ,' কাপগুলো বিস্ফোরণের শব্দে উচ্চারণ করে আসিফ মাহমুদ।

'মাই গড, কি হচ্ছে এসব,' বলল কারেন।

ভয়ার্ত অথচ বিভ্রান্ত একটা হাসি ফুটিয়ে আসিফ বলল, 'দে··· দে আর এক্সপ্লোডিং।'

ভেতরে রাখা কাঁচের প্লেটের বিস্ফোরণের বেগে এবার খুলে গেল মিটসেফের দরজা। বিস্ফোরিত একটা প্লেটের এক চতুর্থাংশ জানলার কাঁচ ফুটো করে বাইরে চলে গেল। খানিক পরে বিস্ফোরণ। এবার বিচূর্ণ প্লেটগুলোর কুচি প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিতেই জানলার ফ্রেম ভেঙে গেল।

তারপর, নীরবতা।

আসিফ ক্ষয়ক্ষতি দেখতে থাকে সাবধানে। কিচেনে যেন যুদ্ধ হয়ে গেছে। কাঁচের সব জিনিস চুরমার।

'টেরী?' কারেনের চোখে ভয়, ভয়ে ছেলেটার কি দশা হয়েছে যীশুই জানেন।'

ছেলের বেডরুমে এসে ওরা থমকে দাঁড়ায়। টেরী প্রশান্তিতে ঘুমাচ্ছে। ওর মুখে যেন আলতো হাসি লেগে আছে।

ঘরের ভেতর ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটে গেল, তারপরও কারেন কি করে সেরাতে ঘুমোতে পেরেছে, বিস্ময় প্রকাশ করে এলিজাবেথ। টেরী নিরাপদ আছে, এটা নিশ্চিত হতে পেরেই কারেন স্বাভাবিক থেকেছে বলে জানায়।

'কাউকে ঘটনাটা বলবে না যেন,' ওয়াশিং মেশিনে ঢোকানোর জন্যে ময়লা কাপড়-চোপড় বাছতে বাছতে অনুরোধ করে করেন, 'আসিফ তো ব্যাপারটাকে কিছুতেই ভুতুড়ে বলে স্বীকার করছে না।'

'আবহাওয়ার তারতম্যের কারণেও হঠাৎ করে কাঁচের জিনিসপত্র ফেটে যায়, একটা বইতে পড়েছি আমি,' কাপড় বাছবার কাজে কারেনকে সাহায্য করে এলিজাবেথ, 'আর এটা কি! টেরীর পাজামায় এত কাদা লাগলো কোত্থেকে?'

'তাতো জানি না··· ···' জবাব দিতে গিয়ে থমকে যায় কারেন, টেরীর পাজামার দিকে তাকিয়ে ও বলে, 'গেল সোমবারে কিনেছি এ পাজামা। দেখুন, ছিঁড়েও ফেলেছে দুষ্টুটা।'

কারেন চট করে ছুটে যায় টেরীর বেডরুমে। জানালার কাছে কার্পেটে কাদার দাগ! ঠিক বাইরে বাড়ীর চত্বরে নরম মাটিতে পায়ের দাগ; লাফ দিয়ে পড়লে যেমন দাগ পড়ে। চমকে ওঠে কারেন।

'কি দেখছেন?' এলিজাবেথের প্রশ্ন। ও ইতিমধ্যে কামরায় ঢুকেছে। ইশারায় ঘরের ভিতর বাইরের দাগ গুলো দেখায় কারেন।

'টেরীর পায়ের দাগ এগুলো?'

'ও রাতের বেলায় ঘর থেকে বেরোয়,' কারেন চিন্তিত, 'বৃষ্টির মধ্যে ঠাণ্ডায়, খালি পায়ে ছেলেটা কেন বের হয়!'

'সেই যে পণ্ডিতেরা বলেন, মাঝে মধ্যে প্রকৃতির কাছে ধরা দেয়া ভাল,' রসিকতা করে এলিজাবেথ, 'হয়তো আকাশের চাঁদ দেখতে আগ্রহ হয় ছেলেটার।'

রসিকতা কানে যায় না কারেনের, 'আমি ভাবছি এভাবে বাইরে বেরুলে ওর যে নিউমোনিয়া হবে!'

ঘণ্টা খানেক পরে স্কুল থেকে ফেরে টেরী। ততক্ষণে এলিজাবেথ চলে গেছে। ছেলেকে দুধ আর বিস্কুট খেতে দিয়ে মা জিজ্ঞেস করে, 'তোমার পাজামায় কাদা লাগলো কোত্থেকে।'

'সকালে আমি আছাড় খেয়েছি বাগানে,' বললো টেরী।

'টেরী! তোমায় না বলেছি মা-বাবার সঙ্গে কখনো মিথ্যে বলে না,' কারেন বলে, 'কথাটা ভুলে গেছ?'

লজ্জায় লাল হয় টেরী। মাথা নীচু করে বলে, 'মম্, গতরাতে আমি বাইরে বেরিয়েছিলাম?'

'কিন্তু, কেন বেরুলে?' জানতে চায় কারেন।

'মন চাইলো তাই,' গল খাকারি দিয়ে বলে টেরী, 'একটু আশেপাশে চক্কর দিয়ে এলাম।'

'শোন টেরী! তাকাও আমার দিকে,' কারেন বলে, 'কখনো আর এমন করবেনা। তোমার অসুখ করবে। তোমার অসুখ করলে আমাদের খুব কষ্ট হবে বুঝলে সোনা!'

সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে বাড়ীতে এসেই আসিফ মাহমুদ বাথরুমে ঢুকে গোসল করতে লেগে যায়। সেখানেই স্বামীকে টেরীর বাইরে বেরুনোর কাহিনী শোনায় কারেন। আসিফ শাওয়ারের নীচে দাড়িয়ে গুনগুন গান গায়!

'আমার কথাগুলো কি শুনতে পেলে?' কারেনের প্রশ্ন।

'সিওর, প্রতিটি বাক্য শুনলাম,' আসিফ বলে, 'বাথরুম হল

গিয়ে প্রবলেম নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর আলোচনার পক্ষে আদর্শ জায়গা। দাম্পত্য জীবন আর বাথরুম এ দুয়ের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছেতো ?'

'ইয়ার্কি রাখ তো !' বিরক্ত হয় কারেন, 'কি করবে ঠিক করেছো ?'

'ছোট্ট বেলায় গরমকালে কতদিন আমি চুপি চুপি ঘর থেকে রাতে বেরিয়েছি,' বলে আসিফ, 'এতে দোষের কি ?'

'তাহলে ছেলেকে তুমি কিছুই বলবেনা ?' গম্ভীর প্রশ্ন।

'অবশ্যই বলবো,' হাসে আসিফ 'ওকে বলবো, বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে যেন না বেরোয়। গরমকাল আসুক, তখন আপত্তি করবো না।'

কাঁচের জিনিসপত্র বিস্ফোরিত হবার আটদিন পরের শনিবার। সকালে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে আসিফ। হঠাৎ, ওর বুকের ওপর কেউ যেন পাথরের চাঁই ছুড়ে মারলো ; দম বন্ধ হবার জোগাড়। আনন্দে হাসছে পাথরটা। টেরী লাফ দিয়ে পড়েছে বাবার বুকে।

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে এনজি। মেয়েটাকেও লাফ দিতে বলে টেরী। 'দেখাচ্ছি মজা,' বলে আসিফ দু'জনকে ঘাড় ধরে এনে জোর করে কম্বল চাপা দেয়। বলে, 'চুপটি করে থাক। দেখছো না বই পড়ছি।'

ওরা দু'জনই কম্বল থেকে বেরুতে চায়। খিল খিল করে হাসে। আসিফও একহাতে চেপে ধরে রাখে ওদের।

'নাশতা রেডি,' কারেন জানায়, 'বাংলাদেশী ফুড। বাসি ভাত ঘি দিয়ে ভেজেছি, সঙ্গে পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা।'

'চমৎকার, ডিমও দিও মা' কম্বলের ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে টেরী। এনজি জানায়, ওর বাবা ওর সঙ্গে নাশতা করার অপেক্ষায় আছে। আসিফ যেতে দেয় মেয়েটাকে।

ডান কাঁধে ছেলেকে ওঠায় আসিফ। টেরীর এক পায়ের পাজামা একটু উপরে ওঠে। ওই অবস্থায় ওর পায়ের গোড়ালী থেকে উরুর দিকে যাওয়া সোনালী পশম নজরে পড়ে; বিস্মিত হয় আসিফ।

নাশতা সেরে ছেলে পড়তে যায়। কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে খোশগল্প করে স্বামী-স্ত্রী। আসিফ কায়দা করে প্রসঙ্গ তোলে, 'ছেলেরা কত বয়সে সাবালক হয়?'

'তের চৌদ্দ বয়েসে। কেউ কেউ আরো দেরীতে।'

'তা-ই তো জানতাম,' বলে আসিফ, 'টেরীর তো আট বছর বয়েসেই দেখছি বড় বড় পশম গজিয়েছে পায়ে।'

'সব বাচ্চাদেরই পশম হয়। ওর যদি দাড়ি গজাতো সেটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হত।'

'সোয়া ইঞ্চির মত লম্বা ঘন পশম টেরীর,' আসিফ বলে, 'ঠিক আমার মত।'

'এটা কি ব্রেকফাস্ট টেবিলে আলোচনার বিষয়?'

'তাহলে কোথায়? বাথরুমে আলোচনা করবো?'

'না, কখনোই আলোচনা করবো না,' কারেন বলে, 'ছেলেমেয়ের সাবালকত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনায় থাকবে মা, আর বাপ চিন্তা করবে ছেলেটা ফুটবলে চৌকশ হবে কদ্দিনে।'

'বাহ্, কি সোন্দর মুক্ত-বুদ্ধি, আমার পোলার মা।'

'শাট আপ!' কপট ধমক মারে কারেন, 'ফিনিশ ইওর কফি।' টেবিল ছেড়ে সে স্টোর রুমের দিকে যায়।

শনিবারের মধ্যাহ্ন শনিবারের সকালের মতই দুর্লভ। কর্মব্যস্ত মানুষ এদিনটা উপভোগের জন্যে ছ দিন ধরে অপেক্ষা করে। যারা করেনা, তারা টেরই পায় না কেমন করে রোববার এসে পড়ে।

'পলি' নামের বিড়ালছানার কাছে সবদিনই শনিবার। রিচার্ড বিডেন নামে বীমার দালালের পাঁচ বছরের মেয়ে ডোরার প্রিয় বেড়াল পলি খুবই নিরীহ। সে কুকুর দেখলে পালায়, বড় বিড়াল দেখলে ভয়ে কাঁদে এবং দু'পেয়ে শত্রুর গন্ধ পেলেই দৌড়ে গিয়ে ডোরার বুকে আশ্রয় নেয়।

সেদিন শনিবার সকালটা ছিল উত্তপ্ত। দুপুরে গরম পড়ছিলো একটু বেশি। পলি ঘর থেকে বেরিয়েছে। লাফালাফি করছে ফুলবাগানের এখানে সেখানে। হঠাৎ ওর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে; চিৎকার করে মনিবকন্যা ডোরাকে ডাকার চেষ্টা করেছে, কোন শব্দ বেরোয়নি গলা দিয়ে। উহ্ কি কষ্ট! সে যতই চেষ্টা করে শ্বাস নেবার জন্য, ততই প্রবল থেকে প্রবলতর হয় একটি হাতের চাপ, ওর কণ্ঠনালী বন্ধ হয়ে যায়।

ঈশ্বরের এই জগতে, শনিবারের সেই মধ্যাহ্নে ছোট্ট একটি প্রাণী মারা গেল। শনিবারে কোন প্রাণীর মৃত্যু এটাই প্রথম নয় এবং শেষও নয়।

আট

ক্লাবের নাম, ব্রাউন মাস্ক। সদস্যরা মধ্যবিত্ত, ধনী, রাজনৈতিক কর্মী, মাঝারি চাকুরে এবং গৃহবধু। সব ক্লাবের মত এ ক্লাবেরও বিরাট একটা সময় ব্যয় হয় পরচর্চ্চায়। ক্লাবের লক্ষ্য হল, বন্যপ্রাণী রক্ষা করা। তাই সুযোগ পেলেই সদস্যরা বন্দুক কাঁধে বেরিয়ে পড়ে শিকারের সন্ধানে। যুক্তি আছে এদের। যেসব প্রজাতির বংশবৃদ্ধি ঘটে দ্রুত গতিতে তাদের সংখ্যা না কমালে বিরল প্রজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

ইদানীং ব্রাউন মাস্ক ক্লাব বিতর্কিত তুষারমানব আদতেই তিব্বতে আছে কিনা, কিংবা 'ওহমাহ' নামক বিশালকায় প্রাণীর অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। আফ্রিকার কোন কোন এলাকায় 'তাজেলউর্ম' নামক প্রকাণ্ড জলজপ্রাণী দেখা যায় বলে যে রটনা আছে সে বিষয়েও ক্লাবের কিছু কিছু সদস্য নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি করে। শুধু তাই নয়, আমেরিকার কয়েকটি অঞ্চলে এক ধরনের 'বন মানুষ' ঘুরে বেড়ায় এবং কেউ সেই বন মানুষ দেখেছে বলে যে দাবি করা হয় বই পুস্তকে, তা-ও সদস্যদের মনযোগ কেড়েছে।

গত ক'মাসে এ ক্লাবে অন্ততঃ জন পাঁচেক প্রাণীবিজ্ঞানী এসে নিরক্ষপায় অদ্ভুত প্রাণীর উৎস, বিকাশ এবং বিলয় সম্পর্কে বক্তৃতা

করে গেছেন। আরও একজন আসছেন কানাডা থেকে; ইনি বক্তৃতা করবেন আদি মানুষ সম্পর্কে। ভদ্রলোকের নাম ওয়েন নিরস। বয়েস একান্ন বছর; প্রাণীতত্ত্বের ওপর বিস্তর পড়ালেখা ও অভিজ্ঞতা তাঁর। ঠিক হয়েছে, সুপণ্ডিত নরিস ক্লাবের মাতব্বর পিটার ওয়াশবার্নের বাড়ীতেই উঠবেন।

ডান হাতের থাবা দিয়ে টেলিফোনের মাউথপিস ঢেকে আসিফ তার স্ত্রীকে বলে, 'পিটারকে বলে দিই যে, আজ রাতে আমাদের গেস্ট আসবে, ব্যাটার বকবকানি শুনলে আমার বমি আসে।'

'কেন, কি হয়েছে?' ভোটার তালিকা পড়ছিলো কারেন। তাদের এলাকার পৌর নির্বাচন দু'সপ্তাহ পরে। 'ও কেন দাওয়াত দিচ্ছে?'

'ব্যাটা বলছে, কোন এক মহাপণ্ডিত এসেছে ওর বাড়ীতে। সন্ধ্যায় ফিল্ম দেখাবে আর জ্ঞান দেবে আদি মানব প্রজাতি কোথায় আছে, কেমন করে আছে।'

'এর আগেও একবার গেস্টের অজুহাতে তুমি যাওনি,' কারেন বলে, 'আজও সেই পুরনো অজুহাত দেখাবে?'

'তুমি বলছো, সপরিবারে দাওয়াত কবুল করবো!' আসিফ তাকায় কারেনের চোখে, 'থ্রিলার উপন্যাস পড়েই তুমি ঘাবড়ে যাও, তুমি দেখবে ওই বিতিকিচ্ছি জুলজিক্যাল ফিল্ম?'

'হ্যাঁ, আমি দেখবো,' কারেন বলে, 'ভয়ের কি আছে, সঙ্গে তো তুমি থাকবে!'

মুহূর্তের মধ্যে আসিফ মাহমুদ সিদ্ধান্ত নেয়, আজ রাতে আর সে টেলিফোনে নাটক দেখাবে না।

পিটার আর তার স্ত্রী পামেলার সঙ্গ বিরক্তিকর আসিফও কারেনের কাছে। তবু ভদ্রতা রক্ষার জন্যে যাওয়া। পিটারের মেয়ে সিসিলির বয়েস এখন কুড়ি; নিজের যৌবনকে মেয়েটা বিজ্ঞাপিত করতে ভালবাসে। ওই মেয়ের চটকে মজে ঝুঁকে পড়ার মানুষ আসিফ নয়। স্ত্রী কারেন আর ছেলে টেরীর আকর্ষণ তার কাছে মূল্যবান। তবু অনেক স্ত্রীই এটা বুঝতে চায়না যে একবারও বিচ্যুত না হয়ে পুরুষ মানুষ নারীর সৌন্দর্যে অবগাহন করে আনন্দ পেতে পারে।

খুবই অমায়িক ওয়েন নরিস। পাণ্ডিত্যের এতটুকু অহংকার নেই। দীর্ঘদেহ, হালকা পাতলা গড়ন, তাঁর কথাবার্তায় রসিকতা ও বুদ্ধির দীপ্তি। অনেক অতিথির মাঝে তিনি আলো হয়ে আছেন। আসিফকে দেখে প্রথমে অভ্যর্থনা জানায় সিসিলি; খুব সাজগোজ করেছে। আসিফ মুগ্ধ হয়। সিসিলির ভাই এগারো বছরের টিটাসও উপস্থিত আছে। ছেলেটাকে গুণ্ডার মত দেখাচ্ছে। কারেনকে বলে, 'আন্টি, তুমি আবার টেরীকে আনলে কেন? বাচ্চা ছেলে, ওকি কিছু বুঝবে?'

ওয়েন নরিস সংক্ষেপে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। সুমাত্রা, জাভা, মাদাগাস্কার এবং কেনিয়ার জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কত রকম জন্তু জানোয়ার দেখেছেন বললেন। কানাডার পশ্চিমাঞ্চলে তাঁর যৌবনে আট ফুট লম্বা লোমশদেহী যে প্রাণী তিনি দেখেছেন তাকে তিনি

অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক বানর বলে অভিহিত করে বলেন, এরা কালের বিবর্তনে আস্তে আস্তে দো-আঁশলা, মানে হাইব্রীড হয়েছে। তারপর প্রজাতিটি আজকের মানগোষ্ঠীর অবয়ব পেয়ে গেছে। তাই বলে, সবাই বিলুপ্ত হয়েছে এটা ঠিক নয়।

'হাইব্রীডের সমস্ত গুণ নিয়ে মানুষের অবয়বে বেঁচে আছে কেউ কেউ। এদের রয়েছে প্রচণ্ড দৈহিক ও মানসিক শক্তি। কিন্তু প্রকৃতির প্রভাব ওদের অবদমিত করে রেখেছে,' বলেন নরিস।

'আপনি যাকে দেখেছেন সে কোন্ প্রজাতির?' প্রশ্ন করে পিটার।

'পাহাড়ের কোনায় পলকের জন্যে আমি ওই অর্ধমানবকে দেখি,' হাসেন নরিস, 'ভেবেছি, ওটা আমার দৃষ্টি বিভ্রম। বহু বছর পরে, আমি নিশ্চিত হই যে আমার দেখা ভুল ছিল না। আপনাদের একটা ফিল্ম দেখাবো, দেখলে আপনারাও অবাক হবেন।'

ওয়াশিংটনের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক কৃষি খামারের মালিক এই ফিল্মের নির্মাতা। ভদ্রলোক কখনোই অর্ধ মানবের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। কিন্তু, তিনি তাঁর খামারেই অবিশ্বাস্য প্রাণীর সাক্ষাত পান এবং মুভি ক্যামেরায় তাকে ধরে রাখেন।

ঘরের বাতি নিভিয়ে প্রজেক্টর চালু হল, দেয়ালে পড়ছে ফোকাস। বড় বড় গাছ, দূরের আকাশ, ফসলের ক্ষেত, ক্ষেতের উড়ন্ত পাখী দ্রুত ধাবমান, জীপ থেকে ছবি তোলা হয়েছে বোঝা যায়। খামারের সীমানায় লাগানো কাঁটাতারের বেড়া দেখা যাচ্ছে।

'দেখুন, জীপ চলছে চককর দিয়ে, খামার মালিক ফসল কেমন হয়েছে দেখছেন। এমন সময় জীপের ড্রাইভারের নজরে পড়লো

অদ্ভুত কিছুটা ;' বলেন নরিস, 'মনিবের নির্দেশে ড্রাইভার দক্ষিণমুখো হল। জীপ যাচ্ছে অদ্ভুত প্রাণীটির কাছে।.....নিরাপদ দূরত্বে থেমেছে জীপ। ছ'ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া ছিঁড়ছে প্রাণীটি, যেন পাতলা কাগজ ছিঁড়ছে। বেড়ার উচ্চতা তার কাঁধ সমান।'

ক্যামেরা জুম করা হয়েছে। প্রাণীটির মুখ দেখা যায়, তার নাক ভোঁতা। চোখ কুতকুতে, দাঁত বড় বড় ধারালো, চমকে উঠে সে মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে পাহাড়ের দিকে। বোঝা যায়, জীপের গর্জন শুনেছে ও।

'খামার মালিকের নির্দেশে জীপ ছুটছে সেখানে, যেখানে প্রাণীটি বেড়া ছিঁড়েছিলো। একটু অপেক্ষা করুন, পরের ঘটনা দেখবেন,' বললেন নরিস।

আবার সেই পুরনো দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। নরিস বলেন, 'জীপটি ঘটনাস্থলের দিকে এগোয়। প্রাণীটা টের পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে যায়। ফের ছুটে আসে। ভয় পেয়ে খামার মালিক আর ড্রাইভার জীপ ফেলে পালায়। তারা দূরে গিয়ে আবার ক্যামেরা চালু করে। এবার দেখুন.....'

লোমশদেহী প্রাণীটি লম্বায় প্রায় দশ ফুট। লাফাতে লাফাতে সে ছুটে আসছে। দাঁত বের করে সে যেন চীৎকার করছে। কারেনের শিরদাড়া ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ঘরের মানুষ গুলো স্তব্ধ। কার্পেটে বসে ছবি দেখছে আর দুলছে টেরী, ওর মুখ দিয়ে 'উঁ উঁ' শব্দ উঠছে মৃদু।

সেই অদ্ভুত প্রাণী পরিত্যক্ত জীপের কাছে এল। প্রচণ্ড এক ঘুষি মারলো জীপকে। 'আ···আ···আ···উ' বলে ঈষৎ চীৎকার করে ওঠে টেরী। কারেন ছেলের কাঁধে হাত রেখেছে শক্ত করে। সিসিলি বসেছে আসিফের পেছনের চেয়ারে; সে আসিফের গলা জড়িয়ে ধরেছে দু'হাতে।

জীপের সামনের বাম্পারে হাত রাখলো লোমশ প্রাণী; মাটি থেকে তার মাথার ওপরে উঠিয়ে আছাড় মারলো সজোরে। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল জীপ। টেরী 'আউফ' বলে জোরে চিৎকার করতেই অন্ধকার ঘরে ভারী কিছু পতনের শব্দ।

'লাইট জ্বালাও,' চিৎকার করে পিটার, 'টিটাস, জলদি লাইট।'

ছবি শেষ। টিটাস অন্ধকারে হাতড়েহুতড়ে সুইচ খুঁজে পায়। আলো জ্বালাবার পরও কারও মুখে কোন কথা নেই। ড্রয়িং রুমের প্রকাণ্ড দরজা কাত হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। হা করে সেদিকে তাকিয়ে আছে সবাই।

'কে ভাঙলো অ্যাঁ?' জানতে চায় পিটার, 'আরে, আমার জানলার সব কাঁচও তো চুরমার।'

'ঠিক আমাদেরও এমনি চুরমার হয়েছিল' কারেন ফিসফিস করলো স্বামীর কানে।

দর্শকদের মধ্যে এবার গুঞ্জন। মত বিনিময়। যুক্তি-তর্ক। পিটার ব্যাজার। ও আসিফকে বলে, 'আপনার ছেলে ভেঙ্গেছে। ও চিৎকার দিতেই তো দড়াম করে শব্দ হল।'

'এই খোকা, তুমি অমন চিৎকার করেছিলে? প্রশ্ন করেন ওয়েন নরিস। তাঁর মুখে চিন্তার রেখা।

'হ্যাঁ, আমি করেছি,' টেরী উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে।

'মিস্টার মাহমুদ,' নরিস বলেন, 'চিৎকারটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। মনে হয়, আমি আগে কোথায় যেন এরকম শব্দ শুনেছি।'

'নাচ্চা মেয়েদের মত নাকি সুরে চিৎকার করেছে টেরী,' টিটাস ঠেস দিয়ে বলে।

'ওই চিৎকার তুমি কোথায় শুনেছিলে টেরী? জানতে চান ওয়েন নরিস।

'কোথাও শুনিনি তো!' টেরী বলে, 'নিজে থেকেই দিলাম। দিতে ভাল লাগলো।'

'আসিফ, চল আমরা যাই,' ফিসফিসিয়ে বলে কারেন। তাকে কিছুটা বিব্রত ও ভীত দেখাচ্ছে।

আসিফ বলে, 'পিটার, আপনাকে ধন্যবাদ। সন্ধ্যেটা চমৎকার কাটলো। মিস্টার নরিস, আপনাকেও ধন্যবাদ। চলি তাহলে।'

'কিন্তু, আমার দরজা জানালা?' পিটার ক্ষতিপুরণ চাইছে। আসিফ হাসলো। হাড়কৃপণ পড়শীকে সে বললো, 'কাল আমায় মনে করিয়ে দেবেন। ভাল মিস্ত্রির টেলিফোন নম্বর দেব। ওরা কাজ করে সুন্দর, চার্জও কম।

'এক মিনিট মিস্টার মাহমুদ,' প্রস্থানোদ্যত আসিফ দম্পতিকে বাধা দেন নরিস, 'আমি টেরীর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

কারেন ভয় পায়। তবু যথাসাধ্য স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, 'ছেলের সকালে স্কুল আছে। তাছাড়া এখন ওর ঘুমের সময়। আরেক দিন কথা বলবেন।'

বেরিয়ে এল ওরা। আসিফ বিভ্রান্ত, আবার কিছুটা মজাও পেয়েছে। কারেন সন্ত্রস্ত, অজানা সংকট ধেয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে তার। টেরী হাসছে আর 'মজাদার বড় লোমশ মানুষ' সম্পর্কে আসিফকে নানা রকম প্রশ্ন করছে। পিটার দাঁড়িয়ে আছে তার ভাঙা দরজা আর জানালার কাছে, কাকে দোষ দেবে ভেবে পাচ্ছেনা ও।

সূত্রগুলো জড়ো হতে শুরু করলো, তারা সংবদ্ধ হয়ে পরিণত হচ্ছে বেদনা, বিভীষিকা আর উন্মত্ততায়। সব মিলিয়ে যা তৈরী হল, তা যুক্তি বর্জিত একটি ব্যঞ্জনা।

হাইব্রীড এসেছে। এসেছে দো-আঁশলা অতিমানব।

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যাক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

নয়

ওয়াশবার্নদের বাড়ীতে টেরীর আচরণ, ওয়েন নরিসের কৌতুহল ; শিক্ষিকা শেলীর টেরী-সম্বন্ধীয় মন্তব্য ঘুরপাক খায় কারেনের মাথায়। এখন মাঝ-দুপুর, কারেন ভাবে টেরীকে দত্তক নেবার পর হাসপাতালের চাকরিটা ছেড়ে ভুল হয়েছে। আসিফের কত সুবিধে, ও তার অফিসে কাজে ডুবে আছে। কোন দুশ্চিন্তা তাকে ছোঁয় না।

'যাননি ভালই করেছেন,' আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিলো কারেন, 'ফিল্মটা দেখলে এনজি ভয় পেত।'

'তা-ই! মিস্টার পিটার আমাদের দাওয়াত করলে তো যাব? উনি আমাদের দাওয়াতই করেননি,' বলে এলিজাবেথ। ঘরোয়া কাজে কারেনকে সাহায্য করছে এলিজাবেথ। সুযোগ পেলেই মেয়ে এনজিকে নিয়ে কারেনদের বাড়ীতে দুপুরে আড্ডা দেয় এলিজাবেথ।

এ বাড়ীর ফুলবাগানে খেলা করছে এনজি আর টেরী। এক সময় ঘরে আসে টেরী। বলে, 'মা, গোসল করবো।' ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আদর করে কারেন। এলিজাবেথেরও মনে পড়ে মেয়েকে গোসল করানো দরকার।

বাথরুমে ছেলেকে নিয়ে যাবার পথে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কারেন বলে, 'এনজি। চলে এস। তোমার মা বলছেন…' বাক্যটা শেষ করতে পারেনা সে। ভয়ে তার শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে।

তোয়ালে দিয়ে হাত মুছছিলো এলিজাবেথ, 'এনজি কোথায় কারেন? ওকি বাড়ী চলে গেছে? কি ব্যাপার কথা বলছেন না যে।' জানালার কাছে আসছে এনজির মা।

'প্লিজ, ড্রয়িং রুমে চলুন। অ্যাম্বুলেন্স ডাকি।' কোন রকমে বলে কারেন। এলিজাবেথকে জড়িয়ে ধরে সে।

'ছাড়ুন আমাকে,' ছুটে যায় এলিজাবেথ জানলার কাছে 'এনজি।' চোখের পলক পড়েনা তার। বিকট আর্তনাদ করে দরজা খুলে বাগানে ছুটে যায় এলিজাবেথ। তার সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে ছ'ফুট লম্বা একটা খুটির ডগায় ঝুলছে, ওর গলায় পেঁচিয়ে আছে চিকন লোহার শেকল। দম আটকেই মরে গেছে এনজি।

আসছে শনিবার ৪ মার্চ এনজির শেষকৃত্য। আসিফ আর কারেন যায় শোকাতুর বাড়ীতে, ক্যালোর্স আর এলিজাবেথকে সান্তনা দেয়। বাড়ী ফেরার পথে কারেন বলে, 'আমার কেবলই মনে হয় টেরীই ওই মেয়েকে লটকিয়েছে।'

'তোমার মাথায় কি মগজ বলে কিছু নেই ?' কুপিত হয় আসিফ, 'অত ওপরে একটা ছোট্ট বাচ্চাকেও তো টেরী নিয়ে যেতে পারবে না। ছেলেকে তুমি খুনী ভাবতে পারছো ? ছিঃ !'

শনিবার আসতে আরো দু'দিন বাকি। ঘুম হয় না কারেনের। বড়ি খেয়ে তাকে বিছানায় যেতে হয়। আসিফ ক্ষেপে যায়, 'আচ্ছা মুশকিলে ফেললে দেখছি, এতই যখন দুশ্চিন্তা যাওনা ক্যালিফোর্নিয়ায় তোমার খালার বাড়ীতে গিয়ে বেড়িয়ে এস।'

শহর থেকে ৭৫ মাইল দূরে গোরস্তানে দাফন হবে এনজির। গাড়ী চালিয়ে আসিফ আর কারেন জায়গাটা দেখে আসে। আসলে, ক্যালোর্স আর এলিজাবেথ জায়গাটা দেখতে যায়, ওদের সঙ্গ দেয় আসিফ দম্পতি। যাবার সময় ওরা টেরীকে রেখে যায় পিটারের বাড়ীতে, সিসিলির জিম্মায়।

ফেরার পথে ছেলেকে তুলে নেবার জন্য পিটারের বাড়ীতে আসে আসিফ। দেখে, সোফায় ঘুমোচ্ছে টেরী। পাশেই বসে বই পড়ছেন ওয়েন নরিস। রাত তখন সাড়ে দশটা। সিসিলি ডেট করতে বেরিয়েছে এখনো ঘরে ফেরার নাম নেই। এমন বজ্জাত মেয়ের হেফাজতে টেরীকে রাখাটা ঠিক হয়নি, মনে মনে বলে আসিফ।

'মিস্টার এণ্ড মিসেস মাহমুদ। আপনাদের ছেলে খুবই ইন্টেলিজেন্ট। ওর বেশ কিছু অসাধারণ আইডিয়া আমায় মুগ্ধ করেছে,' বলেন নরিস।

আসিফ তার ঘুমন্ত ছেলেকে ডান কাঁধে তুলে নেয়, 'দোয়া করবেন যেন মানুষ হয়।'

নরিস শুধু হাসেন। তাঁর চোখে দুষ্টুমি। কারেন সেটা দেখতে পায়। গাড়ীতে উঠে স্বামীকে ও বলে, 'এই লোকটা যেন কেমন। ওকে দেখলে আমার অস্বস্তি লাগে।'

'তোমার ছেলের এত প্রশংসা করার পরও?'

মেয়ের শোকে অর্ধ-উন্মাদ এলিজাবেথকে হাওয়া বদলের জন্য বারমুদায় নিয়ে যাবে ওর স্বামী ক্যালোর্স। একমাস সেখানে থাকবে ওরা। গোরস্তানে এনজির দাফন হয়ে যাবার পর আসিফকে সিদ্ধান্তটা জানায় ক্যালোর্স।

শেষকৃত্য অনুষ্ঠান শেষে ঘরে ফিরে আসিফ দেখে ড্রয়িং রুমে বসে আছে টেরী। হ্যাঁ, সিসিলিও আছে, এবার সে তার 'কর্তব্য' ঠিকমত পালন করায় কারেন মুগ্ধ হবার আগেই দেখলো, প্রাণী বিজ্ঞানী ওয়েন নরিস আর আরেকটি মেয়েও বসে আছে। মেঝেতে মুভি ক্যামেরা আর অনেক বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম।

অচেনা মেয়েটির পরনে জীন্স আর শার্ট, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। পায়ে টেনিস জুতো, চুলগুলোর রং তামাটে। কারেন সোজাসুজি বলে, 'তুমি কে?'

'আমার নাম কিম হেওয়ার্ড,' চিউয়িং গাম চিবোতে চিবোতে মেয়েটি বলে, 'কেন?'

'তুমি কি করছো এখানে?' প্রশ্ন করে কারেন। স্ত্রীর কাঠখোট্টা কথাবার্তায় ব্রিবত হয় আসিফ। মুখে কাষ্ঠ হাসি

ফুটিয়ে বলে, 'ও বোধ হয় সিসিলির বান্ধবী। দুই বন্ধু মিলে গল্প করছিলো আর কি।'

'না ওর সঙ্গে, এখানেই আমার পরিচয়,' বলে কিম, 'আমি সিনেমা আর্টস পড়ছি। এখন প্র্যাকটিক্যাল কাজ করছি মিষ্টার নরিসের সঙ্গে।'

নরিস বলেন, 'মিষ্টার এণ্ড মিসেস মাহমুদ। আমি আপনাদের বিস্ময়কর ছেলের ওপর একটা ফিল্ম তৈরী করছি।'

'সত্যি, আংকল!' খুশীতে বাগ বাগ হয়ে বলে সিসিলি, 'টেরী মজাদার কাণ্ড করেছে। ওকে প্রশ্ন করে মিষ্টার নরিস সুন্দর সুন্দর কথা বের করেছেন।

টেরী বসে আছে ফ্লোরে, কার্পেটের ওপর। তারও চেহারা খুব খুশী খুশী।

'স্কুলের ছাত্র থাকাকালে ভাল অভিনয় করতাম আমি,' বলে আসিফ, 'আমার ছেলেও দেখছি অভিনয় প্রতিভা ধরে।'

'মিষ্টার মাহমুদ,' বলেন প্রাণী বিজ্ঞানী, 'আমরা ওর অভিনয় প্রতিভায় আগ্রহী নই। আমরা ওর বর্তমান অবস্থা ফিল্মে ধরে রাখছি, যাতে ভবিষ্যতে ওর যে পরিবর্তন আসবে তার সঙ্গে এখনকার অবস্থাটার তুলনা করতে পারি।'

কারেনের কণ্ঠস্বরে ইস্পাতের ধার, 'পরিবর্তন? হোয়াট ডু ইউ মীন?'

নরিস কি বলবেন তা-ই যেন ভাবছেন। পর মুহূর্তে তিনি সচকিত হয়ে বলেন, 'সোফায় বসুন আপনারা। আমি যা বলবো তাতে মর্মাহত হবার সম্ভাবনা আছে।'

কেউ বসলো না। 'আরে বলেই ফেলুন না,' হুট করে বলে আসিফ, 'ভনিতা ছাড়ুন। ভনিতা ভাল্লাগে না।'

'বলছি কি, এই যে আপনাদের ছেলে টেরী,' একটু বিব্রত কণ্ঠে বলেন নরিস, 'সে পুরোপুরি মানুষ নয়।'

'কি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কারেন বলে, 'কি যা-তা বলছেন?'

'গুছিয়ে বলতে পারিনি দেখছি!' বলেন নরিস, 'বংশগত স্মৃতি বলে একটা কথা আছে, শুনেছেন কখনো? খুলেই বলি, তাহলে। একটা প্রজাতি যা জানে বা শেখে তা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত করাকে বলে বংশগত স্মৃতি। কথাটা এতদিন একটা তত্ত্ব হয়েই ছিল। গেল বিষ্যুদবার টেরীর সঙ্গে আলাপ করার সময় ঘটনাক্রমেই ব্যাপারটা আমি আবিস্কার করি। ওকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ফিল্ম শো দেখার সময় কেন সে অস্বাভাবিক চীৎকার করেছে, অমনি সে তার জন্মের বহু বছর আগেকার ঘটনাবলীর স্মৃতিচারণ করতে থাকে!'

বিব্রত হাসি হাসে আসিফ মাহমুদ, 'টেরী, এই ভদ্রলোককে ঘোল খাওয়াবার জন্যে কি সব আজগুবি কথা বলেছ, অ্যাঁ?'

ছেলে স্মিতহাস্যে বলে, 'আমি আগেকার কথা বলেছি।'

'তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্যে এ বাড়ীতে আসবার আগেকার কথা?'

'আমি কোথাও না আসার আগেকার কথা। ওই যে তোমাকে বলেছি আওয়াজ! সেই আওয়াজের কথা।'

'হ্যাঁ, ভয়েস,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন নরিস, 'ভয়েসেস অব এজেস পাস্ট। টেরীর পূর্বপুরুষরা হাজার বছর ধরে মানুষের মধ্যে বাস করছে। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, এমনকি আফ্রিকায়। টেরী এসব জায়গায় ১৮৫০ সালে, ১৭০০ সালে এবং তারও আগে কি কি ঘটেছে তা বলে দিয়েছে। যা বলেছে সবই ইতিহাস—সত্য।'

'মিস্টার নরিস,' কিছুটা তিক্ত কণ্ঠে বলে কারেন, 'একটা বাচ্চা ছেলে কি বললো না বললো, তাকেই বংশগত-স্মৃতির প্রমাণ ধরা চলেনা। পুনর্জন্মের আজগুবি কেচ্ছা বিশ্বাস করেন আপনি?'

'পুনর্জন্ম নয়। টেরীর আত্মা আগে কখনোই ছিলনা।'

'বাদ দিন ওসব! টেরী, তোমার কামরায় যাও।'

'আউ, মম্!' আবদার করে টেরী মায়ের কাছে থাকার জন্য।

'টেরী,' আসিফ বলে, 'তোমার মা যা বললেন তাই কর। আমরা মিস্টার নরিসের সঙ্গে কথা বলতে চাই। সো, মুভ ইট, বয়।'

'ইয়েস স্যার,' বাবার সঙ্গে মশকরা করে টেরী, 'স্যরি টু ডিস্টার্ব ইউ।' নিজের কামরায় চলে যায় ও।

'এখন বলুন, কেন আপনি আমার ছেলেকে অমানুষ বললেন?' কারেন যেন ফোঁপাচ্ছে।

'আপনাকে দুঃখ দেবার জন্যে বলিনি, ম্যাডাম,' নরিস এবার দৃঢ় কণ্ঠে বলে, 'আমি কেবল এটাই বোঝাতে চেয়েছি যে আপনার ছেলের মধ্যে এমন কিছু বংশানু আছে যা এসেছে বুদ্ধিমান অ-মানবীয় প্রাণী থেকে।

'ইউ আর ক্রেজি।' আসিফ বলে, 'কারেন, এই লোকটার মাথায় ছিট আছে।'

'হুম, ব্যাপারটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে আপনার,' জবাবে বলেন নরিস, 'টেরীর ইতিহাস তো আপনাদের জানা নেই। কি সত্য বলিনি?'

'কি বলতে চান আপনি?'

'ওকে আপনারা দত্তক নিয়েছেন, সিসিলি আমায় বলেছে··'

'হ্যাঁ, নিয়েছি,' কারেন প্রায় চীৎকার করে বলে, 'তাতে আপনার কি?'

'তাকে যে দত্তক নিয়েছেন সেকথা ও জানে?'

'জানে। কিন্তু, সেটা তো আলোচনার বিষয় হতে পারেনা। ওর আগের জীবন এখনকার জীবনের মধ্যে কোন প্রভাব ফেলছে না।'

'খুব ভাল কথা। তবু আমি বলবো, অ-মানব জাতিগোষ্ঠীর কারো উত্তরসূরী, এই টেরী। হতে পারে, তার বাবা বা মা কেউ একজন ওই গোষ্ঠী থেকেই এসেছে।'

'দৃষ্টান্ত হিসেবে বলুন না,' টিটকিরি দেয় আসিফ, 'ওর বাবা মা ফ্লাইং সসার থেকে এসে পৃথিবীতে আত্মগোপন করেছে?'

ওয়েন নরিস শান্ত কণ্ঠে বলেন, 'আমার মতে, হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে বাস করছে আমাদের মধ্যে অথচ কেউ ধরতে পারছে না এরকম বুদ্ধিমান অর্ধ-মানবীয় বা অতি মানবীয় একটি প্রজাতিরই বংশধর টেরী।'

'হাস্যকর!' বলে কারেন, 'বায়োলজির ক্লাশে আপনি কি কিছুই শেখেননি? মানুষ আর জানোয়ারের প্রজনন অসম্ভব! ওই চেষ্টা সফল হয়না। প্রাচীনকালে গ্রীক রাখালেরা ওটা করতে গিয়ে ভেড়া থেকে যৌন রোগই অর্জন করেছে, আর কিছুনা।'

'ম্যাডাম, ভেড়া কিন্তু অর্ধ-মানব নয়। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের সমাজে প্রচুর কিংবদন্তী আছে। ওগুলোতে বলা হয়েছে জঙ্গল থেকে এক ধরনের লোমশ বিরাটকায় মানুষ এসে ধর্ষণ করায় সন্তান জন্মেছে। তিব্বত এবং সাইবেরিয়ায়ও এরকম কিংবদন্তী আছে।'

'মূলকথা তাহলে কিংবদন্তী,' ঠেস দিয়ে বলে আসিফ, 'কিংবদন্তীতে তো প্রতিশোধপরায়ণ আত্মার কেচ্ছাও আছে।'

'তেমন আত্মা যে নেই, তা কি আপনি প্রমাণ করতে পারেন?'

'হু? না, তা পারিনা। তবে যুক্তির দিক থেকে .....'

'যুক্তি দিয়ে বিচার করলে মৌমাছির উড়বার কথা নয়। তবু তো তারা ওড়ে।'

'বুঝলাম সেকথা,' চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বলে কারেন, 'টেরীর বয়েস আট বছর। তর্কের খাতিরে তাকে হাইব্রীড ধরনের কিছু একটা সাব্যস্ত করলেও তার বংশগত স্মৃতি জাগতে আট বছর সময় লাগলো কেন? আর চেহারা এবং মানসিকতায় স্বাভাবিক হলে সে মানুষ নয় কেন?'

'প্রথমতঃ আমি টেরীর সঙ্গে আলাপ করে জেনেছি মন্ত্রের মত কিছু একটা প্রয়োগ করা হত তার ওপর।'

'ঘুমনোর সময় যে মন্ত্র…'কারেন বাক্য শেষ করতে পারেনা, ভয়ার্ত চোখে স্বামীর দিকে তাকায়।

ওয়েন নরিস বলতে থাকেন, 'হ্যাঁ, ওই মন্ত্র। ওই মন্ত্র তাকে সম্মোহিত করে রেখেছিল। মন্ত্র পড়া বন্ধ করে দিতেই ধীরে ধীরে তার বংশ-স্মৃতি জাগতে শুরু করেছে। আধা-মানবকে অবশ্য মানুষের মত দৈহিক কাঠামোর অধিকারী হবার দরকার নেই। মানুষের সঙ্গে তার পার্থক্যটা লুকিয়ে রাখার সামর্থের দরকার নেই। মানে, মানসিক শক্তি দিয়ে দেহকে নিয়ন্ত্রণ……'

'মিস্টার নরিস, আপনি সায়েন্স ফিকশন লিখছেন না কেন? 'তীর্যক ভঙ্গিতে বলে আসিফ, 'এত গোবর আপনার মাথায় যে আপনার সঙ্গে কোন সুস্থ মানুষের কথা বলা বোকামী। এখন কেটে পড়ুন, নইলে আমার গিন্নী আপনার চোখ উপড়ে নেবে।'

'আমি কালই চলে যাচ্ছি। টেরীর সঙ্গে আমি আরেকটু কথা বলতে চাই,' অনুনয় করেন নরিস।

'এখনই ভাগুন,' বলে আসিফ, 'আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হবে।'

যাবার আগে জিনিসপত্র গোছগাছ করতে করতে নরিস বলেন, 'পিটার ওয়াশবার্নের বাড়ীতে ফিল্ম শোতে আপনার ছেলের চিৎকার শুনেই আমার খটকা লেগেছিল। এরকম চিৎকার আমি ১৯৪৭ সালে পশ্চিম কানাডায় একবার শুনেছি। শব্দটা যেখান থেকে আসছিল সেখান থেকে ৫০ গজ দূরে দেখেছি রক্তমাংসের আধা মানব জীব।'

সুন্দরী কিম হেওয়ার্ড আর ওয়েন নরিস চলে যাবার পর আসিফ তাকায় সিসিলির দিকে। সোফায় বসে আছে ও। বেবী সিটিং বাবদ তার ৫ ডলার পাওনা হয়েছে। মানিব্যাগ থেকে একটা নোট বের করে আসিফ।

'থ্যাংক ইউ আংকল,' নোটটা হাতে নিয়ে নিজের বাড়ীর দিকে রওনা দেয় সিসিলি। প্রতিটি পদক্ষেপে ওর নিতম্ব ছন্দ তোলে, সেদিকে তাকিয়ে কারেন বলে, 'ফিলদি বটম!'

দশ

নরিসের মাথায় ছিট আছে, ওর সঙ্গে মজা করা উচিত হয়নি। পাগলরা সবাইকে পাগল মনে করে। তামাশা করে নরিসকে কেউ কিছু বললে সেটাকে সে ব্যাখ্যা করে নানাভাবে। এরকম লোকের সঙ্গে কোন কথা বলাই অন্যায়, ছেলেকে বলছিলো আসিফ। টেরী স্মিত হেসে বাবার লেকচার শোনে।

রাতে কারেন প্রায়-ভুলে যাওয়া মন্ত্র পড়ে, টেরী বিস্মিত হয়ে বলে, 'তুমিতো মন্ত্র ভুলে গেছ মা। আমি এমনি ঘুমিয়ে পড়ছি। যাও, আমার ঘুম আসছে।'

রোববার আর সোমবার কেটে গেল। সবই স্বাভাবিক চলছে। তবে, আসিফ লক্ষ্য করেছে, টেরীর হাল্কা গোঁফ গজাচ্ছে; কারেন দেখেছে, ছেলেটার খিদে বেড়েছে খুব এবং ভোরে ঘুম থেকে সহজে ওকে ওঠানোই মুশকিল।

এক সপ্তাহ পর। অফিস থেকে ফিরে কারেনের সঙ্গে খোশগল্প করছে আসিফ। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। টেরীর চুল আঁচড়াচ্ছিল কারেন। বললো, 'ফোনটা ধর, প্লীজ।'

'হ্যালো, মিস্টার আসিফ,' অপর প্রান্তে ওয়েন নরিস।

'আপনি? আবার?' আসিফ বলে, 'প্লীজ, একটু শান্তিতে থাকতে দিন। কানাডায় গিয়েও .....'

'আমি যাইনি। এ শহরেই আছি।' বলেন নরিস 'আপনার মত পাল্টাবেন এই আশায় যাইনি এখনো।'

ক্ষেপে যায় আসিফ, 'উই ডোণ্ট ওয়াণ্ট টু হ্যাভ এনি ডিলিংস উইথ ইউ, ওকে? বাগ অফ!'

'প্লীজ, রিকনসিডার। টেরীর বিকৃতির ওপর একটা বই লিখবো আমি। নৃতত্ত্বের ওপর শতাব্দীর সেরা বই হবে। লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হবে।'

'শোন, বেনিয়া কুত্তা! তুমি পাগলামি বন্ধ না করলে আমি এইসব ধোলাই দেব.....'

'জাস্ট গিভ মি এ চান্স!' মিনতি করেন নরিস, 'টেরীর সঙ্গে আমার আলাপের রেকর্ডিং থেকে হুবহু লিখেছি। ওগুলো পাঠাচ্ছি। একবার পড়ে মনস্থির করুন।'

'নরিস, মাইরি বলছি, আমি আসছি। হোটেলে এসে তোমার ঘাড় মটকে দেব।' ক্ষেপে ওঠে আসিফ।

আছড়ে রিসিভার রেখে দেয় ও। কারেন বলে, 'তুমিও তো পাগলামি করছো। নরিসকে উপেক্ষা করলেই তো সব চুকে যায়।'

'না, যাবে না,' গর্জে ওঠে আসিফ, 'হারামজাদা, জোঁকের মত লেগেছে। বলে কিনা টেরীর বিকৃতির ওপর বই লিখবো!'

রাতের খাবার শেষে টেলিভিশন দেখছিলো আসিফ আর কারেন।

এমন সময় হোটেল থেকে একটা লোক এসে টাইপ-করা কিছু কাগজ দিয়ে গেল। নরিস পাঠিয়েছে, টেপ রেকর্ডিংয়ের ট্রান্সক্রিপশন। ইজি চেয়ারে গিয়ে বসে আসিফ। কাগজগুলো পড়তে থাকে ও। এনজির শেষকৃত্য থেকে ওদের ফেরার আগে টেরীর সঙ্গে সংলাপের বিবরণ।

রেকর্ডিং এ—১।

বিষয়ঃ টেরী মাহমুদ। বয়সঃ ৮ বছর। মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস মাহমুদের পুত্র; দত্তক।

ক্যাটাগরিঃ আধা-মানবের সঙ্গে সম্ভাব্য সম্পর্ক। হাইব্রীড?

টীকাঃ টি এম (টেরী মাহমুদ), ও এন (ওয়েন নরিস), সি ডব্লু (সিসিলি ওয়াশবার্ন), কে, এইচ (কিম হেওয়ার্ড)।

শুরু।

ও এন—কেমন আছ, টেরী?

টি এম—ফাইন। এটা কি?

ও এন—এটা? মাইক্রোফোন। আমাদের কথাবার্তা টেপ রেকর্ড করতে লাগবে।

টি এম—ওহ, চমৎকার। আমার কথা রেকর্ড করবে?

ও এন—হ্যাঁ। আচ্ছা টেরী,···সেদিন সিসিলিদের বাড়ীতে···

টি এম—বাতি নেভাও। উঃ কি আলো!

ও এন—কিম মুভি ক্যামেরায় তোমার ছবি তুলছে। এ জন্যে এই বাতি। ভয়ের কিছু নেই।

কে এইচ—একটু হাস তো টেরী।

ও এন—আহ্! মিস কিম!

কে এইচ---স্যরি, মিস্টার নরিস।

ও এন--সিসিলিদের বাড়ীতে ফিল্ম শো দেখার সময় একটা বিরাট জানোয়ার দেখে চিৎকার করেছিলে তুমি, মনে পড়ে?

টি এম—চিৎকার করিনি। শব্দ করেছি।

ও এন—হ্যাঁ, শব্দ করেছ। শব্দটা তুমি কোথায় শুনেছিলে?

টি এম—কোথাও শুনিনি।

সি ডব্লু—(হাসতে হাসতে) মার্ভেলাস টেরী। তুমি সত্যিই পাক্কা কমেডিয়ান।

ও এন—আহ্! সিসিলি! প্লীজ। শব্দটা আগে কোথাও শোননি।

টি এম—না, সত্যিই শুনিনি।

ও এন—তোমার মাথা থেকে এসেছে?

টি এম—হ্যাঁ। আওয়াজ থেকে পেয়েছি।

ও এন—আওয়াজ? কিসের আওয়াজ?

টি এম—আমার বালিশে। ঘুমোলে নানা রকম গলার আওয়াজ শুনি।

ও এন—কতদিন থেকে আওয়াজ আসছে তোমার কাছে?

টি এম—কয়েক মাস হবে। মা মন্ত্র পড়া বন্ধ করার পর।

ও এন—মন্ত্র? কিসের মন্ত্র!

টি এম—আমার মন্ত্র। মন্ত্র শুনে আমি ঘুমোতাম। এখন বাথরুমে যাব। পেচ্ছাব করবো।

ও এন—যাও, যাও।

(পাঁচ মিনিট বিরতি)

ও এন—আচ্ছা টেরী, ওই যে গলার আওয়াজের কথা বললে, আওয়াজ কার? মেয়ে মানুষের নাকি পুরুষের?

টি এম—ছেলে মেয়েরা। নানা জায়গা থেকে আসে ওই আওয়াজ। সিসিলির গলার আওয়াজ তুমি শুনেছ?

ও এন—শুনেছি। শুনবো না কেন?

টি এম—বাবা বলেছে ওর বুকটা খুব সুন্দর, ফুলো-ফুলো।

সি ডব্লু—টেরী! তোমার বাবা সত্যি বলেছে একথা?

টি এম—হ্যাঁ, বলেছে তো!

সি ডব্লু—(হাসতে হাসতে) হোয়াই, দ্যাট ওল্ড ফক্স!

ও এন—টেরী, আওয়াজ শুনে তুমি ভয় পাওনা?

টি এম—না। ওরা তো আমার মতই। ভুতের গলার আওয়াজ তো নয়। ডেবীকে ভুতে ধরেছিলো। ওই ভুত আমাকে ভয় পেত।

নরিস তাঁর কথা রেখেছেন, ট্রান্সক্রিপশন থেকে কিছুই বাদ দেননি, এমনকি সিসিলি সম্বন্ধে আসিফের ঠাট্টাচ্ছলে স্ত্রীর কাছে করা মন্তব্যও। বাকি পাতাগুলো পড়তে পড়তে এক জায়গায় এসে একটু চমকে ওঠে আসিফ।

ও এন—যে আওয়াজ তুমি শোন, সেই আওয়াজ কি তোমায় তোমার বর্তমান জীবন থেকে নিয়ে যেতে চাইছে?

টি এম—তুমি কি বলছো বুঝি না। আওয়াজ শুনতে আমার ভালই লাগে। না শুনতে পেলে খারাপ লাগে।

ও এন—আওয়াজগুলো কি বলে, কোথায় থাকে তারা?

টি এম—হ্যাঁ। বলে। ওরা কেউ থাকে জঙ্গলে। কেউ থাকে শহরে।

ও এন—আওয়াজ যারা করে, তারা কি জানোয়ার?

টি এম—হ্যাঁ, কেউ কেউ। কেউ কেউ মানুষ। আমি আর কথা বলবো না।

ও এন—আচ্ছা। আচ্ছা। তুমি কি আওয়াজ?

টি এম—শিগগিরই হব।

ও এন—তুমি কে?

টি এম—টেরী মাহমুদ।

আসিফ ভাবে, ট্রান্সক্রিপশনটা যেকোন মনোবিদের সমীক্ষণের উপযোগী বটে। কিন্তু, আসিফের দৃষ্টিতে এগুলোতে গল্প শোনাতে এক বালকের আগ্রহ এবং গল্প শুনতে এক বয়স্ক মানুষের ব্যাকুলতাই ফুটে উঠেছে। কাগজগুলো রান্নাঘরের পেছনে নিয়ে আগুন ধরায় আসিফ। প্রাণীবিজ্ঞানীর গবেষণা পুড়ছে।

১২ই জুলাই। সকালের নাশতা রেডি। আসিফ শেভ করছে। খিদে পেয়েছে কারেনের। স্বামীকে বলে সে আগেই খেতে শুরু করেছে ফিরনী আর পাউরুটি। হঠাৎ, কারেন বমি করতে শুরু করে। ওয়াক ওয়াক শব্দ শুনে ছুটে আসে আসিফ।

'কি হল?' জানতে চায় সে। দেখে, কারেনের হাতে ছোট্ট বলের মত কিছু একটা।

'ফিরনীর গামলার মধ্যে ছিল। বিড়াল ছানার মাথা। রান্না হয়ে গেছে,' কান্না জুড়ে দেয় কারেন। 'ও গড! আমি ভেবেছি খেলনা বল। ওর হাতে ছিল!'

স্ত্রীকে ধরে এনে সোফায় বসিয়ে দেয় আসিফ। কারেন তখনও কাঁপছে আর কাঁদছে।

'তুমি শিওর? টেরীর সঙ্গে বিড়াল ছানা ছিল?' জানতে চায় আসিফ।

'আমি শিওর। ওর হাতেই ছিল বিড়াল ছানার মাথা। আমি ভেবেছিলাম রবারের ছোট্ট বল।'

'ঠিক আছে। ওকে ডাকছি।' আসিফ বাগানের দিকে পা বাড়ায় ছেলেকে ডাকার জন্যে। টেরী ওখানে খেলছে।

খুব দুর্বল কণ্ঠে কারেন বলে, 'আসিফ! ওকে ডেকো না। ডাকো ডাঃ পুলিয়ার্দোকে। তাঁর পরামর্শ নিতে হবে আমাদের।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আসিফ বলে, 'ইউ আর রাইট। কিছু একটা করতেই হবে।'

তিন বছর কম নয়। ডাঃ পুলিয়ার্দো দীর্ঘদিন পর কারেনের গলা শুনলেন ফোনে। খুশী হলেন। কিন্তু, খুশীটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারলো না। মোটামুটি যা শুনলেন, তাতেই বুঝলেন খুব ভেঙ্গে পড়েছে কারেন। জানিয়ে দিলেন, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। ইসাবেলা আর আমি আজ সন্ধ্যায় আসছি আপনাদের ওখানে।'

পুলিয়ার্দোর স্ত্রী ইসাবেলা বাড়ীতে দিনভর খবরের কাগজ পড়ে সময় কাটান। স্বামী কাজ-পাগলা মানুষ। ঘরে কথা বলেন কম। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গালগল্প তেমন একটা জমে না। মহিলা আসিফ

দম্পতির বাড়ীতে এসে গল্পে মেতে উঠলেন। লাখ লাখ আমেরিকান যেখানে বেকার সেখানে দুনিয়ার অনুন্নত দেশগুলোর গণবিরোধী সরকারদের পেছনে টাকা ঢালাটা যে কতবড় অন্যায় তা ব্যাখ্যা করছিলেন।

'ইসাবেলা, দ্যাটস অল ভেরী ইন্টারেসটিং, বাট আই বিলিভ দি মাহমুদস ওয়াণ্টেড টু টক উইথ মি এবাউট দেয়ার সান,' বললেন ডাঃ পুলিয়ার্দো।

বাধা পেয়ে মিসেস পুলিয়ার্দো চুপ মেরে গেলেন। কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে থাকলেন ঘন ঘন। আসিফ আর কারেন সব ঘটনা খুলে বললো ডাক্তারকে। সুকৌশলে টেরীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে এক সময় তার শোবার ঘরে গেলেন পুলিয়ার্দো।

ঘণ্টা খানেক পরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পাইপে আগুন ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন।

টেরীর যথেষ্ট শারীরিক পরিবর্তন ঘটেছে এই তিন বছরে। মুটিয়ে গেছে সে। বুকের ছাতি আর কাঁধ চওড়া। হাতের পেশী বয়স্কদের মত। কিন্তু, কণ্ঠস্বর শিশুদের মতই। ওর আচরণে কোন অস্বাভাবিকতা খুঁজে পাননি পুলিয়ার্দো। ঘটনা শুধু একটাই বিড়াল ছানার মাথা ছিড়ে নিয়ে ফিরনীর হাঁড়িতে সে ফেলেছিলো কেন?

আসিফ বুঝতে পারে, টেরীর সামনে কোন মন্তব্য করতে চাইছেন না পুলিয়ার্দো। ছেলেকে সে ড্রয়িং রুমে পাঠিয়ে দিল টিভিতে বাচ্চাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্যে। পুলিয়ার্দো স্বস্তি পেলেন।

'কালই ডাঃ রস হেইমারের কাছে ছেলেকে নিয়ে যান আপনারা।' বলেন পুলিয়ার্দো, 'কাল তো সোমবার। রস্ সোমবার বিকেলে গলফ খেলে। তাই বিকেলে রোগী দেখে না। বেলা একটার মধ্যেই ওর সঙ্গে দেখা করবেন। আমার চিঠি নিয়ে যাবেন, নইলে এক সপ্তাহের মধ্যে চান্স পাবেন না।'

শহরের নামী শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ রস হেইমার। বয়েস ৪২। কারেন চেম্বারে ঢুকতে হাতের ইশারায় চেয়ারে বসতে বললেন, ক্লিপ বোর্ডের কাগজ পড়তে পড়তে বললেন, 'পুলিয়ার্দো গতরাতে আমায় ফোন করেছেন। উনি কি আপনার আত্মীয়?'

'না। আমি ওঁর হাসপাতালে কিছুদিন কাজ করেছিলাম,' বলে কারেন, 'সেই সুবাদে তিনি আমার মুরুব্বী।'

'পুলিয়ার্দো বলেছেন, আপনার শরীরে অস্বাভাবিক রকম লোম গজিয়েছে যা ৮ বছরের ছেলের জন্যে বেমানান।'

কারেন চুপ করে থাকে। রস হেইমার বলেন, 'প্রকৃতির খেয়াল কে রুখতে পারে! দু'বছরের ছেলের দাড়ি উঠেছে, গলার আওয়াজ ভারী হয়েছে এরকম কাহিনী পত্রিকায় পড়েছি আমি।'

'টেরী, তোমার শার্টটা একটু খুলবে?' রস্ হেইমার বললেন ক্লিপবোর্ড একপাশে রেখে দিয়ে।

'শুধু শার্ট? নাকি গেঞ্জিও?' চটপট বলে টেরী।

'দুটোই, প্লীজ।'

নিঃশব্দে ফুলহাতা শার্ট ও গেঞ্জি খোলে টেরী। ডাঃ রসের চোখে বিস্ময়। এতটুকুন ছেলের বুকে আর হাতে বড় বড় লোম!

'মাই গড!' অস্ফুটে বলে ফেললেন রস হেইমার।

'কিছু বললেন?' জিজ্ঞেস করে কারেন।

'না, না, জাস্ট থিংকিং এ লাউড,' বিব্রত কণ্ঠে বলেন রস, 'কতদিন থেকে ওর লোম বড় হচ্ছে?'

'একমাস আগে আমার স্বামী ব্যাপারটা লক্ষ্য করেন। দেখেন, ওর পায়ের লোম বড় বড়।'

'আপনাদের ফ্যামিলিতে, মানে আপনার স্বামীর বংশে কারো কি হাইপারট্রিকোসিস ছিল?'

'হোয়াট?' প্রশ্ন করে কারেন।

'হাইপারট্রিকোসিস। এটা হল এক ধরণের উত্তরাধিকার। পূর্বপুরুষ কারো সারা শরীরে লোম থাকলে পরবর্তি বংশধরের কারো ওটা হতে পারে।'

'না, তেমন কিছু শুনিনি। শুনলেও কিছু যেত আসতো না।' ফিসফিস করে বলে কারেন, 'টেরীকে আমরা দত্তক নিয়েছি।'

'আমার মাস্‌ল্ দেখবে?' টেরী প্রশ্ন করে ডাক্তারকে।

'হুম্! এরকম কেস আমি কখনো দেখিনি।' রস হেইমার এবার টেরীকে বলেন, 'দেখি মাস্‌ল্।'

কায়দা করে মুঠি পাকিয়ে হাতের পেশী স্ফীত করে টেরী। হাসেন ডাঃ রস, দু'আঙ্গুল দিয়ে পেশী টেপেন। তাঁর হাসি বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে।

ছেলেটির বাহুর পেশী লোহার মত কঠিন।

'মিসেস মাহমুদ, আমি আপনার ছেলের পুরো ফিজিক্যাল টেষ্ট করতে চাই। ব্লাড টেষ্ট, প্রেসার, এক্স-রে এবং অন্যান্য সব। ওর রক্তের গ্রুপ কি?'

'জানিনা। ওর রক্ত পরীক্ষা করতে হয়নি কখনো। কারণ, ও কখনোই অসুস্থ হয়নি।'

ফিজিক্যাল টেষ্ট করতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগলো। রস হেইমার রিপোর্ট পড়ে যা বললেন, তাতে দারুন আঘাত পেল কারেন। তবু ও স্বাভাবিক থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে। বাড়ীতে এসে সোফায় ঢলে পড়ে সে। টেরী খেলতে যায় মহল্লার ছেলেদের সঙ্গে।

বিকেলে বাড়ীতে ফিরে আসিফ দেখে, কারেন কপালে হাত রেখে সোফায় বসে আছে। দু-তিন বার ডাকার পর সম্বিত ফিরে পায় কারেন।

'আসিফ, ডাঃ রস বলেছেন.....' কথা শেষ করতে পারে না কারেন। কান্নায় ওর গলা জড়িয়ে যায়।

'কি? টেরী অসুস্থ?' আসিফ স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখে।

'না, অসুস্থ নয়।' বলে কারেন, 'টেরীর রক্ত পরীক্ষা করে রস হেইমার বলেছেন, 'ওর রক্ত মানুষের রক্তের মত নয়।'

'ইয়া আল্লাহ! ওয়েন নরিসের কথাই সত্য হল?' 'আসিফের কণ্ঠে আর্তনাদ!

দশ মিনিট পরেই পুলিয়ার্দোর ফোন এল। বললেন, ডাঃ রসের সঙ্গে আলাপ করেছেন। সব শুনে তাঁর সিদ্ধান্ত, তিনি রস এবং একজন নৃতত্ত্ববিদ অর্থাৎ তিনজনের একটি টিম আজ রাতেই টেরীকে পরীক্ষা করবেন। কারেন শুধু বললো, 'ঠিক আছে, আসুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ আটটার পরেই আসুন।'

সন্ধ্যে সাড়ে ৬টা। কারেন আর আসিফ বিষণ্ণ। বাড়ীতে খাবারের আয়োজন করার মানসিকতার কারোই নেই। টেরী খেলাধুলা করে ঘরে ফিরলে আসিফ বললো, 'যাও মার কাছে যাও। জামা কাপড় পাল্টে এস। আজ আমরা বাইরে যাব, চায়নীজ!'

খুশী হয় টেরী। মায়ের কামরায় যায় ও। ছেলেকে নতুন জামা কাপড় পরিয়ে হঠাৎ বুকে চেপে ধরে কারেন। ওর গালে নিজের গাল ঘষে অবিরাম।

'না, ঈশ্বর! তুমি এত নিষ্ঠুর হয়ো না।' কাঁদছে কারেন।

টেরী মার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। এক সময় কারেনের চোখের পানি মুছে দেয় নিজের হাতে।

এগার

পুলিয়াদের্ো, রস হেইমার এবং দেড়শ মাইল দূর থেকে নৃতত্ত্ববিদ ডঃ নরম্যান ব্রাকেন রাত সোয়া আটটার মধ্যেই এলেন। কারেনকে বলেন ব্রাকেন, 'এঁরা বলছেন, আপনার ছেলের অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটছে।'

কারেন মাথা নিচু করে। কিছুই বলেনা।

'হ্যাঁ, তা-ই বলছেন,' বলে আসিফ, 'কিন্তু, কি ঘটছে আমি তার মাথামুণ্ডু কিছুই ধরতে পারছিনা।'

তিনজনই গেলেন ড্রয়িং রুমে। ওখানে টিভি দেখছে টেরী। হেইমার বলেন, 'এই খোকা, চিনতে পেরেছো আমায়?'

'হ্যাঁ, তুমি তো সেই টেকো ডাক্তার। ঘনঘন শুধু নিজের নাক চুলকাও!' সপ্রতিভ জবাব টেরীর।

সবাই হেসে ফেললো ওর কথা শুনে। নিরব শুধু কারেন। ও জানে ওর ছেলে বুদ্ধিমান, রসবোধ আছে তার। কিন্তু, এই মাত্র টেরী যে মন্তব্য করলো তাতো আট বছরের ছেলের মুখে মানায় না।

'হ্যাঁ, আমি সেই টেকো,' বলেন রস হেইমার, 'ডাঃ পুলিয়াদের্োকে তো চেনো। ইনি হলেন, ডঃ ব্রাকেন।'

'আমরা তোমাকে দেখতে এসেছি টেরী,' বলেন ব্রাকেন, 'মিস্টার নরিসের মতই তোমার সঙ্গে আমরা কিছু কথা বলবো।'

'কিসের কথা বলবে?'

'তোমার স্মৃতি সম্পর্কে।'

দ্রুত টিভি অফ করে দিয়ে টেপ রেকর্ডার চালু করেন হেইমার।

'আচ্ছা টেরী, বংশগত স্মৃতি মানে কি জানো?' প্রশ্ন করেন ব্রাকেন।

'হ্যাঁ,' জবাব দেয় টেরী, 'মিস্টার নরিস আমাকে বলেছেন। এর মানে হল, আমার জন্মের আগে পৃথিবীতে আমার বংশের লোকদের জীবনে যা যা ঘটেছিলো তা স্মরণ করা।'

'তোমার কি সেরকম কোন স্মৃতি আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। ইচ্ছে করলে আমি সেই স্মৃতির কাছে পৌঁছে যেতে পারি। অন্য লোকদের স্মরণে যেসব ঘটনা গাঁথা, তার সবই বলে দিতে পারি!'

এ কি আমার ছেলে·····, আসিফ নিজেকে প্রশ্ন করে·····, শান্ত গলায় বলছে মরা মানুষের স্মৃতি থেকে উপরে এনে দেবে অতীত কাহিনী!

পুলিয়ার্দো প্রশ্ন করেন, 'টেরী তুমি কি সবার স্মৃতির কথা মনে করতে পার? ধর, ডাক্তার হেইমারের দাদুর কথা?'

'না, আমি শুধু আমার লোকদের স্মৃতি·····'

'তোমার লোক কারা?'

চমকে ওঠে আসিফ। আল্লাহ্! টেরী এখন যে জবাব দেবে তা যেন কারেন না শোনে।

'আমার লোক?' টেরী কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে কি যেন ভেবে নিয়ে বলে, 'অন্যরাই আমার লোক।'

'একটু খুলে বল টেরী,' বলেন ব্রাকেন।

'সত্যি কথা বলতে কি, আমরা মানুষ নই। এ দুনিয়ায় আমরা মানুষের মত বাস করি বটে, তবু আমরা আলাদা,' হাসে টেরী, 'আমরা ছোট হলেও শক্তশালী। আমাদের বড় বড় লোম হয়। আমাদের চিনে ফেললে সত্যিকারের মানুষরা ভয় পায়, সেজন্যে লোম ছেঁটে ফেলে মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে থাকি।'

'তোমার লোকেরা কি মানুষের মত আচরণ করে?' জানতে চান পুলিয়ার্দো।

'আমাদের মধ্যে যাদের পিওর ব্লাড, ওরা স্মার্ট। লুকিয়ে লুকিয়ে বেঁচে থাকে। ওরা কাউকে আক্রমণ করে না। শুধুমাত্র আত্মরক্ষায় প্রয়োজন দেখা দিলে প্রতিপক্ষের ওপর আঘাত হানে,' বলতে থাকে টেরী, 'আমাদের মধ্যে যারা ওহ-মাহ, তারা বনবাদাড়ে লুকিয়ে থাকে, মানুষ দেখলে দৌড় দেয়। কিন্তু, আমরা পিওরব্লাডরা দেখতে মানুষের মতই, তাই আমাদের চেনা মুশকিল।'

'ওরা কি সংখ্যায় শ' খানেক?'

'আরো বেশী।'

'এক হাজার?'

'না, আরো বেশী।'

ব্রাকেন বিস্মিত হয়ে বলেন, 'পাঁচ হাজার?'

'না! অত বেশী হবে না। দু'তিন হাজার হতে পারে।'

'টেরী, তুমি কি পিওরব্লাড?'

'হ্যাঁ, আমার বাবাও ছিলেন পিওরব্লাড।'

'হাইব্রীড?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হাইব্রীড। আমার বাবা ছিলেন হাইব্রীড।'

পুলিয়ার্দো জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার এখনকার অবস্থাটা কি?'

'মন্ত্র পড়ে আমাকে ভুলিয়ে রাখা হত। তারা চাইতো আমিও যেন লুকিয়ে থাকি মানুষের মধ্যে। মন্ত্রে এখন আর কাজ হয় না। আমার মাথায় ফিরে আসছে পুরনো দিনের ঘটনাবলী। অনেক পুরনো সব ঘটনা।'

আসিফের মনের ভেতর রাগ জমে উঠছে। তার ইচ্ছে হচ্ছে এই পাগলদের খপ্পর থেকে ছেলেকে উদ্ধার করে।

'তুমি কি মানুষের সঙ্গে বাস করতে চাও না?' ব্রাকেনের প্রশ্ন।

'তা জানি না। আমি যখন স্মৃতিতে ডুব দিই, তখন একটি মেয়েকে দেখি। নিউইয়র্কে থাকে সে। আমার বয়েসী। সে বদলে যাচ্ছে আমার মতই। কিন্তু, বুঝতে পারছেনা। ওকে আমার খুঁজে বের করতে হবে।'

'তুমি চাও তোমার লোকরা সব একত্রিত হোক?'

'হ্যাঁ। আমি চাই সবাই এক জায়গায় এসে বাস করুক। প্রকৃতি যেভাবে তৈরী করেছে ঠিক সেভাবেই।'

'লোমশ শরীর নিয়ে?'

'হ্যাঁ, অবিকলভাবে। আমরা তো কারো কোন ক্ষতি করি না। একটা মহল্লায় আমরা বাস করলে তাতে আপত্তি উঠবে কেন?'

'তোমাদের দেখে মানুষ যদি ভয় পায়, যদি তোমরা দেখতে আলাদা বলে তোমাদের ঘেন্না করে?'

টেরী ঠোঁট উল্টে বলে, 'তখন আমরা লড়বো।'

'কিন্তু, তুমিই বলেছিলে, পিওরব্লাডরা মারামারি করে না!'

'আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'টেরী, আর কয়েকটা প্রশ্ন .....'

'আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি ঘুমুবো।'

'আসিফ!' গর্জন করে কারেন। এতক্ষণ সে একটু দূরে থেকে সব দেখছিলো। ও বলে, 'এঁদের যেতে বল। আমার ছেলেকে একা থাকতে দাও, প্লীজ!'

গৃহকর্ত্রীর কুপিতভাব দেখে পুলিয়ার্দো তাঁর সঙ্গীদের ইশারায় জানিয়ে দিলেন, আর এগোনো ঠিক হবে না।

ব্রাকেন বলেন, 'মিস্টার মাহমুদ। আমার মতে টেরীকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেয়া উচিত। হেইমারের রিপোর্ট এবং স্বচক্ষে আপনার ছেলের যে অবস্থা দেখছি তাতে ওকে চব্বিশ ঘণ্টা চিকিৎসকদের নজরে রাখা দরকার।'

আসিফ বলে, 'ওর মধ্যে যা ঘটছে তার মোকাবেলা করার কোন উপায় কি চিকিৎসা বিজ্ঞানে আছে?' কেউ কোন জবাব দিল না।

তিন বিশেষজ্ঞ তড়িঘড়ি বিদায় নিলেন। কয়েক ঘণ্টা পর ঘুমুনোর সময় কারেন বলে, 'আসিফ, তুমি কি ওদের কথা বিশ্বাস কর?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আসিফ মাহমুদ বলে, 'হ্যাঁ, করি।'

'ওদের সব কথা?'

'হ্যাঁ, সব কথা। টেরীর কথাবার্তা তো তুমি শুনলে। একটা আট বছরের ছেলের পক্ষে ওধরনের প্রশ্নের জবাব দেয়া কি সম্ভব? কারেন, আমি নিশ্চিত, টেরী বদলে যাচ্ছে।'

পরদিন। বেলা এগারোটা বাজার পরও টেরীর ঘুম ভাঙে না। কারেন ওকে কাতুকুতু দিয়ে জাগাবার চেষ্টা করেছে বেশ কয়েক-বার। তবু ঘুমে অচেতন টেরী। গতরাত সাড়ে আটটায় ঘুমিয়েছে ছেলে, এখনো জাগছে না। ভয় পায় কারেন। একটানা পনের ঘণ্টা কি কোন বাচ্চা ছেলে ঘুমোয়?

'টেরী! ওঠো সোনামনি,' কাঁপা গলায় ডাকে কারেন, 'ওঠো মানিক আমার!' তবু ওঠে না ছেলে। কেঁদে দিচ্ছিলো কারেন, হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠায় কাঁদতে পারলো না।

'শেলী রাস্কিন বলছি, টেরির শিক্ষিকা, 'অপর প্রান্তের উচ্চারণ।

'হাঁ, চিনতে পেরেছি। কি মনে করে?' কারেনের কণ্ঠে উৎসাহের অভাব।

'টেরী গতকাল অনুপস্থিত ছিল। আজও এলোনা। ব্যাপার কি?'

'ও একটু অসুস্থ,' বলে কারেন, 'মিস্ রাস্কিন, কয়েকমাস আগে আমার সঙ্গে আপনার যেসব আলাপ হয়েছে মনে আছে?'

'হ্যা, আছে বৈকি! ওর অসুস্থতা কি ওসব ব্যাপার থেকে?'

'অনেকটা তা-ই,' বলে কারেন, 'এখন তিনজন বিশেষজ্ঞ ওকে দেখছেন।'

'ওর পরীক্ষা আগামী সপ্তাহে। ততদিনে সেরে উঠে স্কুলে আসতে পারবে?' জানতে চায় শেলী।

কান্না চেপে রেখে কারেন বলে, 'ছেলে আদৌ আর স্কুলে যেতে পারবে কিনা ঈশ্বর জানেন!'

'ওর চিকিৎসা কেমন চলছে আমায় জানাবেন। যদি কোন সাহায্য লাগে .....'

'থ্যাংক ইউ, মিস রাস্কিন।'

'গুডবাই। আমি টেরীর জন্যে প্রার্থনা করবো।'

ডঃ নরম্যান ব্রাকেন তাঁর গলার টাই নেড়ে চেড়ে ঠিক করে বেল টিপলেন। সুন্দরী কারেনের সমীহ পাবার জন্য আজ তিনি দামী স্যুট পরে এসেছেন। দরজা খুলেই কারেন বলে, 'ও আপনি! আচ্ছা, আপনি কি চিকিৎসাও জানেন!'

'আমি ডাক্তারীও পাস করেছি। তবে রোগী দেখা আমার পেশা নয়। নৃতত্ত্ব নিয়ে আমার কারবার।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আপনি এসেছেন। নইলে এক্ষুণি আমি আমার স্বামীকে টেলিফোন করতাম।'

'কেন কি হল?' বিস্মিত ব্রাকেন।

'টেরী এখনো ঘুম থেকে জাগছেনা। ওর মুখে বরফ-পানি দিয়েছি, তবুও না। শুয়েই আছে, যেন বেহুশ!'

ঝড়ের বেগে টেরীর কামরায় গেলেন ব্রাকেন। পেছন পেছন কারেন বলে, 'কত কাতুকুতু দিলাম তবু জাগেনা।'

ঘুমন্ত টেরীর বুকের ওপর নিজের ডান কান চেপে ধরেন ব্রাকেন। হার্ট বিট তো ঠিকই আছে! কপালে হাত দিলেন। জ্বর নেই। টেরীর উরুতে চিমটি কাটলেন ব্রাকেন। নৃতাত্ত্বিকের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে কারেন সব দেখছিলো, বললো, 'ও ঠিক আছে তো?'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে,' বলেন ব্রাকেন, 'ওর ঘুমটা একটু গভীর।'

'না তো! ও তো কখনো এমন গভীর ঘুম দেয় না।'

ব্রাকেন কোন জবাব দিলেন না। তাঁর চিমটি কাজ দিয়েছে। টেরী নড়াচড়া শুরু করেছে।

'ওহ্ গড!' ফিসফিসিয়ে বলে কারেন, 'থ্যাংক ইউ ডক্টর ব্রাকেট।'

'ব্রাকেট নয়, আমার নাম ব্রাকেন।'

ঘুমঘুম চোখ মেলে মুচকি হাসে টেরী।

'গুড আফটারনুন, মিস্টার টেরী মাহমুদ,' ঠাট্টা করেন ডঃ ব্রাকেন, 'আপনি দেখালেন বটে!'

সোজা হয়ে খাটে বসে টেরী বলে, 'মা, এই লোকটা না দারুন জোকার!'

খুশী হয়ে শাসায় কারেন, 'ছিঃ অমন বলোনা। ইনি মস্ত বড় পণ্ডিত!'

কারেন বিরাট স্বস্তি পেয়েছে। কৃতজ্ঞ হয়ে সে ওইদিন বিকেলেই ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে তিন বিশেষজ্ঞকে আসতে দেয়। কারণ, ব্রাকেনের মন্তব্য সত্য বলে মনে হচ্ছে। ব্রাকেন বলেছেন, টেরীর অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটছে খুব দ্রুত, তাই ঘুম বেড়ে গেছে। ওর খিদেও হতে পারে প্রচণ্ড। দেখা গেল, সেই দুপুরে টেরী প্রচুর খেয়েছে। যা খেয়েছে তা পূর্ণবয়স্ক তিনজন মানুষের একবেলার খাবার।

সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে আসিফ দেখে তিন বিশেষজ্ঞ স্বচ্ছন্দে কথা

বলছে কারেন আর টেরীর সঙ্গে। কিছুক্ষণ পর সে ফোন করলো 'ডিউড্রপ' হোটেলে ওয়েন নরিসের কাছে।

'আমি মাফ চাইছি, মিস্টার নরিস।'

'মাফ? টেরীর ব্যাপারে?' জানতে চান নরিস।

'হ্যাঁ। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলছেন, ও বদলে যাচ্ছে।'

'ওয়াণ্ডারফুল! আমি কি আসবো আপনাদের ওখানে?'

'কয়েকজন ডাক্তার আজরাতে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। চাইলে আপনিও আসতে পারেন।'

'চাই মানে? ডাক আসবে, এই আসাতেই তো এখনো আমি এ শহর ছেড়ে যাইনি। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি। ফিল্ম করবো। কিন্তু, কিম মেয়েটাকে কি এখন পাব? বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে কোথায় কোথায় আড্ডা মারে! নিজেও ক্যামেরা চালাতে শিখিনি। কি যে করি!'

নরিসের উদ্দীপনা দেখে আবার মেজাজ খিচঁড়ে যায় আসিফের। ব্যাটা আছে টাকা বানানোর ধান্দায়। বিস্ময়কর ব্যাপার ফিল্মে বন্দী করে বাজার গরম করবার মতলব তার।

দড়াম করে রিসিভার রেখেদিল আসিফ।

রাতে চারজন বিশেষজ্ঞ পর্বত প্রমাণ প্রশ্ন করে কেড়ে নিলেন টেরীর টিভি দেখার সময়টুকু। যেসব জবাব তাঁরা পেলেন, তার মূল্যায়ন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে করতে পারেননি। খুব সাবধানে পর্যালোচনা করা দরকার। এতে সময় লাগবে।

চীনে মাটির জিনিসপত্র আর গ্লাস ভাঙার রহস্যময় ব্যাপারটি আলোচনায় আসতেই টেরী হুট করে বললো, 'ওটা আমি করেছি। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমিই ওটা করে ফেলেছি।'

আসিফ তাজ্জব বনে যায়, জটিল লম্বা শব্দ একান্ত 'অনিচ্ছা সত্ত্বেও' বলছে টেরী, যেন প্রাজ্ঞপ্রবীণকেউ উচ্চারণ করছে কথাটা।

'কেমন করে ভাঙলে?' প্রশ্ন করেন পুলিয়ার্দো।

'আমার মনের জোর দিয়ে। আমি হাইব্রীড। মন ঝাঁকুনি দিলে ওসব ঘটে যায়,' বলে টেরী, 'এই, দেখুন না!'

বলেই টেরী দেয়ালের দিকে তাকায়। ওখানে টাঙানো আছে ফ্রেমে বাঁধানো তার নিজের ছবি। সেদিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে। অমনি ফ্রেমের কাঁচ বিস্ফোরিত হল। টুকরো টুকরো কাঁচ ঝরে পড়লো মেঝেতে।

ভয়ে স্বামীকে আঁকড়ে ধরলো কারেন, 'ও কি!'

'একে বলে টেলিকিনেসিস,' মন্তব্য করেন হেইমার, 'টেরী এক ধরনের মানসিক প্রতিভা। ভুতুড়ে কিছু নয়।'

বিশেষজ্ঞদের অধিবেশন শেষ হল রাত সাড়ে এগারোটায়। পুলিয়ার্দো, হেইমার আর নরিস চলে গেলেন। হোটেলে রুম বুক করতে ভুলে গিয়েছিলেন ব্রাকেন। এত রাতে ১৫০ মাইল দূরে তাঁকে আর বাড়ীতে যেতে দিলনা মাহমুদ দম্পতি। এ বাড়ীর গেস্ট রুমেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল।

বার

চুপিসারে খাট থেকে নেমে অন্ধকারে বাথরুমের দিকে এগিয়ে যায় আসিফ। বাতি জ্বালাবার জন্যে সুইচ টিপলে শব্দ হবে, তাতে স্ত্রীর ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে। বেচারী! ছেলের জন্যে অবিরাম দুশ্চিন্তা ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এই বেলা একটু শান্তিতে ঘুমোক!

বাথরুমের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আসিফ চমকে ওঠে। তার চেহারায়ও যে দুশ্চিন্তার ছাপ! চোখের নিচে কাল দাগ। কপালে কুঞ্চন। গোসল করে নিজেকে তাজা করলো সে। এখন বড় জোর সকাল ছ'টা। কারেন, তুমি একটু আরাম করে নাও। আজ আমি নিজেই ব্রেকফাস্ট তৈরী করে নেব। আমার ছোট ভাইয়ের একবার ভীষণ অসুখ করেছিলো, যমে মানুষে টানাটানির মত ব্যাপার ঘটে সেবার। দুশ্চিন্তায় মা ঘুমোতে পারতেন না। ভোর রাতে একটু তন্দ্রা পেত। কারেন, টেরীকে তুমি পেটে ধরনি, কিন্তু, কোলে ধরেছো! তোমার উদ্বেগ আমি উপলব্ধি করি।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে চমকে ওঠে আসিফ, কিচেনের পাশে ডাইনিং স্পেসে আলো জ্বলছে কেন? আসিফ দেখে, কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে কারেন। চুল এলোমেলো। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আসিফ বলে, 'তোমার ওঠার কোন দরকার ছিল না। ব্রেকফাস্টের জন্যে কিছু একটা করে নিতাম।'

'তোমার ব্রেকফাস্ট তৈরী করার জন্যে উঠিনি,' শীতল কণ্ঠস্বর কারেনের।

'তাহলে?'

'ঘুম হচ্ছিলো না,' মৃদুকণ্ঠে বলে কারেন।

'একটুও ঘুম হয়নি! ঘুমের বড়ি তো খেয়েছিলে।'

'খেয়েছি। তবু গাঢ় ঘুম হয়নি। তোমার নিশ্চয়ই ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয়নি,' কথাটা কারেন বললো ঠেস দিয়ে। আসিফ বুঝলো না।

'ঘুম নিয়ে কোন প্রবলেম আমার কোন কালেই ছিল না। এখনো নেই। ক্লাশ টেনে পড়ার সময় আমার মেজ আপার বিয়ে হয়। সারাবাড়ীতে অতিথি গিজগিজ করছে, গান বাজনা হৈ চৈ চলছে। আমি ঠিক রাত ন'টায় ঘুমিয়ে পড়েছি। ব্যাপারটা দেখে বাবা যে মন্তব্য করেছিলেন ওটা তোমাকে .....'

'বলেছো। অন্ততঃ পাচ ছ'বার। এক কথা বারবার বলে কোন্ বাহাদুর সাজতে চাও বুঝি না।'

ব্রেড স্লাইসে মাসন মাসানো বন্ধ করে আসিফ বিস্ময়ে তাকায়, 'কি ব্যাপার কারেন?'

'ব্যাপার?'

'তুমি ক্ষেপে আছ আমার ওপর। কারণটা জানা দরকার...'

'কে ক্ষিপ্ত হয়েছে? আমি বিভ্রান্ত। নিজের ছেলের এমন সঙ্গীন অবস্থায় একটা লোক কেমন করে অফিসে ছুটতে পারে সেটাই ভেবে পাইনা।'

স্ত্রীর রাগ কমানোর জন্যে আসিফ বলে, 'উনুনের আঁচ বন্ধ না করতে হলে রান্নাবান্না করতে হয়। রান্নার জন্য খাবার আর তরকারী কেনা লাগে। কেনাকাটার জন্য চাই টাকা। টাকার জন্যে বাড়ীর কাউকে না কাউকে তো কাজ করতেই হয়।'

'তা-ই! আমি আরো ভাবছিলাম, তুমি আমাদের এড়িয়ে চলবার ফন্দিতে ওটা করছো।'

'ইয়াল্লাহ! তুমি দেখছি সত্যিই একটা ঝগড়া বাধানোর তালে আছ! তুমি কি মনে কর, টেরীর এই অবস্থায় আমার মনে ফুর্তি ধরছে?'

'দেন হোয়াই আর ইউ লিভিং আস?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো আসিফ। না, বিতণ্ডা বাধানো ঠিক হবে না। স্ত্রীর মন ভাল নেই। মানসিক চাপে আছে বেচারী। স্বাভাবিক পন্থায় ওকে সামলানো উচিত। বললো, 'শোন কারেন, আসছে সোমবার থেকে দু'সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর করিয়েছি। শনিবার থেকে ২৪ ঘন্টা তোমার আর টেরীর সঙ্গে কাটাতে পারবো।'

'টেরী আগামী শনিবার পর্যন্ত আমাদের মাঝে থাকবে, তুমি কি করে জান?'

সহজ ভঙ্গিতে বললো কারেন, কিন্তু কথাটার মধ্যে হুল ছিল।

'ঠিকই বলেছো, আমি বুঝতে পারিনি,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে আসিফ, 'অফিসে তাহলে বলে দিচ্ছি, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি।'

এতক্ষণ কষ্ট করে যে নম্রতা বজায় রাখছিলো তা ঝাঁঝ হয়ে গেল কারেনের কণ্ঠে, 'থাক, আর মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি তোমার অফিসে যাও! গো টু ইয়োর ড্যাম জব!'

'আরে! কি চাও তুমি? ঘরে বসে থাকি এটাই তো চেয়েছিলে তুমি। কি, চাওনি?'

জবাব না দিয়ে উঠে যায় কারেন। একটা মাত্র রুটি খেয়েছিলো আসিফ। আরেকটা টেবিলে রেখে উঠে পড়লো। তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে। গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। আসিফ অফিসে যাচ্ছে।

আটটার মধ্যেই ঘুম থেকে উঠে গোসল করে ফিটফাট হলেন ডঃ ব্রাকেন। কিচেনের দিকে আসছিলেন, দেখলেন ডাইনিং টেবিলের পাশে বসে আছে কারেন।

'মর্নিং, মিসেস মাহমুদ,' বললেন ব্রাকেন, 'আশা করি ভালই বিশ্রাম করেছেন।'

'আসলে বলতে কি, ঘুম আমার সামান্যই হয়েছে,' বললো কারেন। তারপরই খেয়াল হল সৌজন্য প্রকাশ করছেনা ও। তাই চটজলদি প্রশ্ন করে, 'আপনার ঘুম হয়েছে তো?'

'ইয়েস, থ্যাংকস দি বেড ওয়াজ কোয়ায়েট কমফার্টেবেল।'

'ব্রেকফাস্ট দেব আপনাকে? হ্যাম এণ্ড এগ্‌স্‌?'

'না, ধন্যবাদ। আমি দুপুরের খাবার আগে কদাচিৎ কিছু খাই,' বললেন ব্রাকেন। কারেনের হাতে খালি পেয়ালা দেখে বললেন, 'একটু কফি হলে চলবে।'

কারেন উঠলো। সিংকের মধ্যে কফি পট পরিষ্কার করতে করতে বললো, 'আজকের আলোচ্য সূচীতে কি আছে?'

'বুঝলাম না, ম্যাডাম!'

'টেরীর ব্যাপারে আজ আপনাদের প্ল্যান কি?'

টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে ব্রাকেন বলেন, 'কোন প্ল্যানই আমরা করতে পারছিনা। রেকর্ডের মেডিকেল হিস্ট্রিতে এরকম কিছু তো কখনো ঘটেনি। তাই আমরা মূলতঃ পর্যবেক্ষণ করবো আর নোট লিখবো।'

'তাহলে টেরীকে কোন সাহায্য, করছেন না?'

'তাকে সাহায্য, মানে?'

'স্টপিং ইট। রিটার্নিং হিম টু নর্মাল।'

ব্রাকেন সলজ্জ হাসলেন, 'ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না আপনি। আদতে টেরীর মধ্যে গোলমেলে কিছুই নেই। ও তার স্বাভাবিক আকৃতি ধারণ করছে মাত্র। অ্যাজ এ রেগুলার হিউম্যান, হি ওয়াজ অ্যাবনর্মাল।'

নিরব কান্না দেখতে পেলেন না ব্রাকেন। শুধু শুনলেন, কারেন বলছে, 'এত বড় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানীদের কি ডেকে আনা উচিৎ নয়? ইট ইজ এ মোমেনটাস ইভেন্ট।'

'হেইমার আর আমিও তাই ভেবেছি। কিন্তু, ডাঃ পুলিয়ার্দোর ভাবনা অন্য রকম। তিনি বলেছেন, আপনি আর আপনার স্বামী প্রাইভেসি আশা করেন। তিনি একথাও বলেছেন ব্যাপারটা হাইব্রীড থিয়োরির সঙ্গে খাপ না-ও খেতে পারে। অন্তত: বর্তমান পর্যায়ে এটাই ধরে নেয়া উচিৎ।'

'আমার ছেলে বদলে গিয়ে জানোয়ার না-ও হতে পারে?' ক্ষোভ এবং আশার মিশেল ঝরে পড়ে কারেনের প্রশ্নে।

'না-ও হতে পারে। পুলিয়ার্দোর সেটাই বিশ্বাস। ওয়েন নরিসের সঙ্গে আলাপ করে আমারও তাই মনে হয়। তবে এখনো এটা সম্ভব, কোন একটা মনস্তাত্ত্বিক মৌলিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে।'

কারেন আরেকটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলো, দোরগোড়ায় টেরীকে দেখে থেমে গেল। ছেলের গায়ের পশম আরো লম্বা হয়েছে একরাতের মধ্যেই। ওর মুখমণ্ডলে, বাহুতে, নতুন পশম লক্ষ্য করলো কারেন।

'মানিক আমার। কখন উঠলে?' মুখে হাসি ফোটায় কারেন।

'মা, তোমায় আমি খুঁজছি·····আরে মিস্টার ব্রাকেনও আছেন!' নম্রকণ্ঠ টেরীর।

'খিদে পেয়েছে সোনা?'

'আমি পানি খাব,' বললো টেরী,' 'আইস ওয়াটার।'

'ঠিক আছে দিচ্ছি,' পরিষ্কার একটা গ্লাস তুলে নেয় কারেন, বলে, 'পানি খেয়ে এরপর নাশতা, কেমন?'

'না। আমার খিদে পায়নি, এখন আমি, ..আমি···ও গড!' টেরী কুঁজো হয়ে নিজের পেট খামছে ধরে, ব্যথায় ওর মুখ বিকৃত।

'টেরী!' চিৎকার করে কারেন।

মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে টেরী, 'মা মাগো, যন্ত্রণা হচ্ছে মা। খুব যন্ত্রণা!'

ব্রাকেন আর কারেন দু'জনে ধরাধরি করে যন্ত্রণা কাতর ছেলেটিকে সোফায় নিয়ে শুইয়ে দেয়। ব্যথা কিছুটা কমলেও

টেরীর শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর। গেস্টরুমে ছোটেন ব্রাকেন, মেডিকেল ব্যাগ আনার জন্যে। ফোন তুলে হাসপাতালে ডায়াল করে কারেন।

'মা!' টেরী নাভিশ্বাস তুলে বলে, 'হাসপাতালে খবর দিওনা, প্লিজ!'

'তুমি অসুস্থ, টেরী।'

'না আমার এরকমই হবে। আমায় হাসপাতালে পাঠিয়ো না।' কষ্ট হচ্ছে ওর কথা বলার সময়।

দ্বিধায় পড়ে কারেন। কামরায় ফিরে এসে টেরীর বুকে স্টেথো বসান ব্রাকেন। ছেলেটা এখনো মাকে অনুনয় করছে মা যেন হাসপাতালে ফোন না করে।

'ডঃ ব্রাকেন?' উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন কারেনের।

'হার্টবিট তো ভালই। লাংসেও কোন জটিলতা নেই।'

'দেখ মা, আমি সুস্থই আছি, মাইরি। এরকম আবার হবেই। আমি ব্যথা পাব, কিন্তু .....' কথা শেষ করতে পারলো না টেরী, ব্যথা উঠলো। এক হাতে সে পেট খামচে ধরলো, অন্যহাতে সোফার পাশে রাখা ফ্লোরল্যাম্পের স্ট্যাণ্ড। তার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো। ঠক করে ভেঙ্গে গেল ল্যাম্প স্ট্যাণ্ড। হেসে বলে টেরী, 'আমার ব্যথা আর নেই।'

ইস্পাতের তৈরী ল্যাম্প স্ট্যাণ্ডের দিকে পলকহীন তাকিয়ে আছে কারেন। চার চারজন সেয়ানা পুরুষ এই স্ট্যাণ্ড বাঁকা করতে গেলে কাহিল হবার কথা। আর আট বছরের এক ছেলে

তার বাম হাতের চাপ দিয়েই ধাতব স্ট্যাণ্ডকে ভেঙে দুখানা করে ফেলেছে।

সকালে আর কিছু ঘটলো না। বেলা একটায় বিস্তর খেয়ে-দেয়ে টেরী আবার ঘুমিয়ে পড়লো। বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে আসিফ দেখে, ছেলে গভীর ঘুমে অচেতন। সকালের ঘটনা শুনে আসিফ ঠিক করলো, আর একদিন অপেক্ষা করবে। এরপরও টেরীর পেটে ব্যথা উঠলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেশের সেরা ডাক্তারদের ডেকে আনবে।

পুলিয়ার্দো, হেইমার ও নরিস এলেন সন্ধ্যায়, তাঁরা যতক্ষণ ছিলেন তখনও টেরী ঘুমিয়ে। তিন বিশেষজ্ঞ চলে যাবার আগে হেইমারকে জিজ্ঞেস করে কারেন, 'আবার টেরীর ব্যথা উঠলে ওকে কোন বড়ি খাওয়ানো চলবে না কিনা?

'না, বড়ি খাওয়ানো ঠিক হবে না, বললেন ডাঃ হেইমার।

'কেন, খাওয়ালে দোষ কি?'

'সোজা কথাই বলি, বড়ি খেলে ওর ক্ষতিও হতে পারে,' বলেন হেইমার, 'ওর সিস্টেম বদলে গেছে। এরকম অবস্থায় শরীরে ওষুধের প্রভাব কেমন হবে সে বিষয়ে তো আমাদের কোন ধারণাই নেই। অ্যাসপিরিনের চাইতে কড়া যে-কোন বড়ি মারাত্মক হবে। এমনকি অ্যাসপিরিনও ক্ষতিকর হতে পারে।'

তিন বিশেষজ্ঞ বেশীক্ষণ থাকলেন না। রয়ে গেলেন ব্রাকেন। যে কোন মুহূর্তে একজন ডাক্তার দরকার হতে পারে ভেবে পুলিয়ার্দো পরামর্শ দিলেন, 'আপনি থেকে যান ব্রাকেন। বলা তো যায় না কখন কি হয়?'

ব্রাকেন চলে গেলেন গেস্টরুমে। ছেলের কামরায় যায় কারেন। ঘুমন্ত ছেলের এক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে মনে হল ওর শরীর থেকে যেন অস্বাভাবিক একটা তাপ আসছে। অস্বাভাবিক? কোনটা অস্বাভাবিক কে বলতে পারে?

টেরীর মাথায় আলতোভাবে হাত বুলোয় কারেন। কান্না আসছে ওর। ফিসফিস করে বলে ও, 'কি হল মানিক আমার? তোমার কি হল?'

রাত পৌনে বারটা। ফারবোকলেন এলাকার বাড়ীঘরে তেমন আলো জ্বলছে না। অকাল উষ্ণ হাওয়ায় সবাইকে ঘুমকাতুরে করে তুলেছে। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে' বলেছে রেডিও আবহাওয়া বুলেটিন 'কেননা মার্চ মাসে এরকম অস্বাভাবিক মেঘের আনাগোনা বহুব ছর পর দেখা যাচ্ছে।' সবাই ঘুমে। কেউ জানে না আসিফ মাহমুদের বাড়ীতে কি ঘটছে।

আইলীন জনসন, সন্তানহীন এক বিধবা, বয়েস উনচল্লিশ। আসিফের বাড়ী থেকে আইলীনের বাড়ী আধ মাইল দূরে। আসলে এ বাড়ীর সরাসরি পেছনেই ও বাড়ী, মাঝখানে দু'টো রাস্তা তাদের আলাদা করে রেখেছে। আসিফ ও কারেন সামান্যই জানে আইলীন সম্পর্কে, কারণ তাকে কেউই ভালোভাবে চেনে না।

আর্থিক দিক থেকে স্বাধীন আইলীন, তবে ধনী নয়। নিজেকে নিয়েই আছে। বুদ্ধিমতী, দেখতেও সুন্দর তবু কারও সঙ্গে ডেট

করতে নারাজ। শুধু, আগস্টের দু'সপ্তাহ ছুটি কাটানোর জন্যে ফ্লোরিডার সাগর সৈকতে যায়, একা। বর্ধিষ্ণু শহরতলীর কোলাহলের মাঝে নিজস্ব একটা বৃত্ত গড়ে তুলেছে আইলীন।

রাত সোয়া বারোটা। টেলিভিশনে সিনেমা চলছে। আইলীন তেমন আগ্রহ নিয়ে দেখছে না, উপন্যাস পড়তে তার ভাল লাগে। সিনেমা মানে ঢিস্থুম ঢুস্থুম, ফাইট; বিরক্তিকর। একা একা বাস করলেও আইলীন সহসা ভয় পাবার মত মেয়ে নয়, ওর বাড়ীতে একটামাত্র বাতি জ্বলছে।

বাড়ীর পেছনের দরজায় ঘষটানোর মত শব্দ হল। আইলীন কোন বিড়াল বা কুকুর পোষে না। ভাবলো, পাশের বাড়ীর বিড়াল এসেছে ভুল জায়গায়। কিন্তু, কিছুক্ষণ পরই হাসির শব্দ। কান খাড়া করলো আইলীন। হাসিটা নরম অথচ তীব্র; মহিলা কিংবা বাচ্চার হাসি। বেডরুমে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে একটা পিস্তল আছে আইলীনের, গত পাঁচ বছর ওটা বের করা হয়নি। হাসির শব্দটা অনেকটা গানের মত হতেই ও পিস্তল আনতে গেল, কিন্তু, ড্রয়ারের সামনে গিয়ে মত পাল্টায়।

কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুষ্টুমী করছে হয়তো।

আইলীন তার কোমর থেকে লম্বা একটা বেল্ট খুলে নিয়ে ভাঁজ করলো। তারপর নিঃশব্দে খুললো দরজা। আকাশে চাঁদ আছে। মেঘের জন্য তেমন আলো ছড়াতে পারছে না। উঠোনে লাফাচ্ছে একটা প্রাণী। বেশ বড়সড়, সাদা লোমশ দেহ।

কিচেনের তাক থেকে টর্চ লাইট নিয়ে উঠোনে নামলো আইলীন। টর্চের আলোয় দেখলো, ঘন, সাদা লোমশ পিঠের

প্রাণীটি উবু হয়ে দুলছে। বেল্টের বাড়ি মারলো আইলীন। সপাং শব্দ করে আঘাতটা গলার কাছেই লেগেছে। আঁউ করে চিৎকার করলো প্রাণীটা। আইলীন চাবুকের মত আঘাত হানতেই থাকে, বারবার।

প্রায় মানুষের মত আর্ত চীৎকার করে প্রাণীটা তার মাথা বাঁচাতে সচেষ্ট, আঘাতের পর আঘাতে কাবু হয়ে সে ঘরের দেয়ালের কাছে সরে যেতে বাধ্য হয়, পালাতে পারছে না। আইলীন আরও উত্তেজিত হয়ে বাড়ি মারতে থাকে। কুকুরটাকে সে আচ্ছা করে শিক্ষা দিচ্ছে যাতে আর কখনো এদিকে পা না বাড়ায়।

'লেডি! লেডি, থামুন' শেষাবধি উচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ উঠলো। শুনে প্রথমে তাজ্জব হয় আইলীন। ভয় পেল ও, ভীষণ ভয়। সে আরো প্রচণ্ড শক্তিতে বাড়ি মারতে শুরু করে। টর্চের সীমিত আলোয় কুকুর না মানুষ বুঝবার কোন উপায় ছিল না।

'প্লিজ! থামুন! দোহাই ঈশ্বরের।'

থামলো না আইলীন। এবং ভুল হল সেটাই। কোণঠাসা, আঘাত খাওয়া ক্ষিপ্ত প্রাণীটি তার ডান হাত উঁচু করলো। হঠাৎ, আইলীন অনুভব করলো, তার বাম পাঁজরের নীচের দিকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। টর্চ লাইট আর বেল্ট পড়ে গেল হাত থেকে। জানোয়ারের মুষ্ঠাঘাত যেন সেঁধিয়ে গেছে তার শরীরে।

টেরীর প্রচণ্ড ঘুষিতে আইলীনের পাঁজর চুরমার হয়ে গেছে। ঘুষি মেরেই আবছা আলোয় ভল্লুকের মত লাফ মেরে দ্রুতগতিতে পালিয়ে গেল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চিন্তা করলো আইলীন,

ব্যাপারটা কি? তারপর মাতালের মত দুলতে দুলতে ঢুকলো ঘরে। যন্ত্রণায় চোখে কুয়াশা দেখছে। ফোন করতে হবে হাসপাতালে।

'ঈশ্বর! সইতে পারছিনা!' কাঁদছে ও। ফোনের পনের ফুট দূরে পড়ে গেল আইলীন। কার্পেটের ওপরই মরে যাব আমি? হামাগুড়ি দিয়ে এগোয় সে। ঠোঁট কামড়ে ব্যথা কমাতে চাইছে সে।

যন্ত্রণায় পৃথিবীর সবকিছু ভুলে গেল ও। শুধু নিজের জীবন, নিজের অস্তিত্ব নিয়ে এরকম ভাবনায় সে কখনো পড়েনি।

মূর্ছা গেল আইলীন। তখন ভোর ছ'টা। মার্চ ১৫।

জীবনে নিজেকে এত অসহায় কখনো মনে হয়নি আসিফের। সিদ্ধান্ত নিল, আজ এবং কাল ও অফিসে যাবে না। গতকাল স্ত্রীর মেজাজ সে দেখেছে। কিন্তু, বাড়ীতে থেকেও বা করবে কি? কারেনের সঙ্গে বসে বসে কাঁদবে?

আল্লাহ্ একটা উপায় করে দাও। বিশেষজ্ঞরা যেন কিছু একটা করে.....ওষুধ, সম্মোহন বা সার্জারী যা-ই হোক, টেরী স্বাভাবিক হয়ে গেলে বেচারী কারেন স্বস্তি পাবে। ঘুমন্ত স্ত্রীর দিকে তাকায় আসিফ।

কয়েক মিনিটের মধ্যে টেরীর কামরায় যায় সে। দেখে, ছেলে পোশাক পাল্টাচ্ছে।

'ড্যাড, আমার খিদে পেয়েছে,' বললো টেরী।

ঝটিতি ছেলেকে কাঁধে তুলে নিল সে। ডাইনিং টেবিলে তাকে বসায়। কেক, হ্যাম, মাখন, বনরুটি এনে দেয়।

'ড্যাড, ধর গতরাতে কোন ঘটনা ঘটলে, সেটা কি আজ-কের পত্রিকায় উঠবে ?'

'কখন সেটা ঘটলো তার ওপর নির্ভর করে, পত্রিকায় উঠবে কিনা। বেশীরভাগ পত্রিকার কাজ রাত দশটার মধ্যে শেষ হয়ে যায়।

'ধরো, রাত বারোটায় ঘটলো ?'

'তাহলে না ছাপানোর সম্ভাবনাই বেশী। সেক্ষেত্রে পরদিন সকালে রেডিওর খবরে ঘটনাটি জানা যাবে।'

'তা-ই ?' খুশী হয় টেরী, 'নাশতা খেতে খেতে এস আমরা রেডিও শুনি।'

'হ্যাঁ, শুনবো।' আসিফ রেডিওর নব ঘোরায়। সকাল সোয়া সাতটার সংবাদ শোনে ওরা। আসিফ জিজ্ঞেস করে, 'কোন গুরুতর ঘটনা শুনতে চাও তুমি ?'

'কিছুই না, এমনি আরকি !' হাসে টেরী।

ওরা নাশতা খেয়ে কফির পেয়ালায় মুখ দিতেই সংবাদ প্রচার শেষ। না, তাদের এলাকায় কোন চুরি বা রাহাজানির খবর নেই।

তের

পুলিয়ার্দো অফিসে একা বসে। বেলা দু'টো। অফিসের কাজ অনেকটা শেষ করে এনেছেন। টেরীর ব্যাপারটা আবার তাঁর মনে পড়লো। কারেন মাহমুদের বিষন্ন চেহারা ভেসে উঠলো চোখে। একজন মা, অতিশয় ভদ্র এক মহিলা, যিনি আমায় মুরুব্বী জ্ঞান করেন, তাঁর কঠিন সমস্যাটির সমাধানে এখনো আমি কিছুই করতে পারলাম না, ভাবলেন পুলিয়ার্দো।

দাড়িতে কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে, কফির শেষ তলানিটা গলায় ঢেলে দিলেন পুলিয়ার্দো। সকালের দৃশ্যটা এখনো ভুলতে পারছেন না। স্ত্রী ইসাবেলা স্বাদু খাবারগুলো ব্রেকফাস্ট টেবিলে সাজিয়েছে রোজকার মত। কিন্তু, অন্যদিনের মত কোন খোশগল্পই করলোনা ইসাবেলা। স্বামীর কথার উত্তরে শুধু 'হ্যাঁ' আর 'হুঁ' উচ্চারণ করেছে। গত কিছুদিন ধরে প্রত্যেক রাতে তিনি কারেনের বাড়ীতে যান, কেন যান সেটা স্ত্রীকে বলেননি। এটাই ইসাবেলার মানসিক পীড়া।

কারেন সুন্দরী, বদ মেয়ে মানুষ নয়, ওর সঙ্গ ইসাবেলার খুবই পছন্দ। এমন মহিলাকে ইসাবেলা ঈর্ষা করতে পারে, পুলিয়ার্দোর কল্পনায়ও আসেনি। 'আমি ওর ছেলের চিকিৎসার

ব্যাপারে পরামর্শ দিতে যাই,' বলতে পারতেন পুলিয়ার্দো। মেয়ের বিয়ে দিয়েছে ইসাবেলা, কারেন তাঁর মেয়েরই বয়েসী, এমন মেয়েকে বেহুদা সন্দেহ করা অন্যায়। স্ত্রীকে কোন কৈফিয়ত না দিয়ে অফিসে চলে এলেন পুলিয়ার্দো। এসেও স্বস্তি পেলেন না।

'শুনলাম আপনার স্যানাটারিয়ামে রোগীদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা হয়। তাই দেখতে এলাম,' বললো অ্যানিটা গুলজ, স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার। অ্যানিটা মেয়েটা খুবই স্মার্ট, জিনসের প্যান্ট আর সিল্কের শার্ট গায়ে। উন্নত বুকের অনেকটাই দৃশ্যমান। পূর্বপরিচিত না হলে পুলিয়ার্দো বলতেন, দেখতে এসেছো? নাকি দেখাতে?

'গো এণ্ড সি ইয়োরসেলফ,' কিছুটা তেজের সঙ্গে বললেন পুলিয়ার্দো। ইন্টারকম টিপে 'জিম' নামে এক অ্যাটেনডেন্টকে ডেকে এনে বললেন, 'এঁকে ওয়ার্ডগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে আন।' অ্যানিটা একটা ওয়ার্ডে ঢুকেই স্তম্ভিত হয়। যোশেফ নামে এক রোগী চেয়ার দিয়ে পেটাচ্ছে দু'জন অ্যাটেনডন্টকে। অনেক কষ্টে রোগীকে শান্ত করার পর আলাদা এক কামরায় তাকে ঢুকিয়ে তালা মারা হল।

'সরি ডক্টর! মনে হল রোগীরাই অমানবিক আচরণ করছে,' ফিরে এসে বললো অ্যানিটা। পুলিয়ার্দো এবার হাসলেন, 'এটা আবার রিপোর্ট করবেন না, প্লিজ! নিজের অন্যায় বুঝলে ওরা কি আর এখানে আসতো?'

'তুমি ড্রাগস খাও? মারিজুয়ানা, কোকেন?' প্রশ্ন করে টেরী।

কিম হেওয়ার্ড ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত। এতটুকুন ছেলের পাকানো প্রশ্নে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ও। ওয়েন নরিসের সঙ্গে মাহমুদ-দম্পত্তির বাড়ীতে এসেছে সে দুপুরের আগে। দুর্দান্ত একটা ব্যাপার, যা দেখে-শুনে মানুষ চমকিত হবে, তারই সন্ধানে এসেছেন নরিস। ফিল্ম করবে।

'টেরীর প্রশ্নের জবাব দিন মিস্ কিম,' 'নির্দেশ দিলেন নরিস।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে কিম বলে, 'কে না খায়? আমি কিছুটা চেখেছি বৈকি।'

'আর কখনো খেয়োনা,' বলে টেরী, জান? কুয়োর মধ্যে একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার? ড্রাগস খেত। একদিন ভুল করে ড্রাগস মনে করে ইঁদুর মারার বিষ খেয়ে পটল তুলেছে। তোমার যদি অমন হয়, তোমার বয়ফ্রেণ্ড হেনরী বেচারার কি হবে? সে তো তোমার মতো পাঁচ জনের সঙ্গে সমানে .....'

লজ্জায় লাল হয় কিম। কিছু বলে না। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে নরিস বলেন, 'যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হবার ঘটনাটা আবার ব টেরী। বিপদগামীদের তিনি বলেছিলেন.....'

বেলা সাড়ে এগারোটায় আইলীনের জ্ঞান ফিরে আসে। তার শরীর এখন পাথরের মত ভারী। বাম চোখে কখন রক্ত বেরিয়ে শুকিয়ে গেছে টের পায়নি। মাথা তোলার চেষ্টা করলো ও। মনে হল, মাথাটার ওজন একশ পাউণ্ড। 'বাঁচাও,' বলে চিৎকার

করলো ও। কোন সাড়া পেল না। কাঁদতে শুরু করলো শেষ পর্যন্ত, 'গড, প্লিজ নট দিস ওয়ে।'

ঠিক সেই সময় টেরীকে বলছে আসিফ, 'তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'কি ব্যাপারে?' জিজ্ঞেস করে টেরী।

'তোমার ব্যাপারে।'

ছেলের পাশে বসে সিগারেট ধরায় আসিফ। ওর কাঁধে সস্নেহে হাত রাখে। টেরীও সাড়া দেয়। মাথাটা ঘষে আসিফের পেটে। আসিফ বলে, 'খোকা, সত্য কথাটা খুলে বল আমায়।'

'আমার বদলে যাবার কথা জানতে চাইছো?' বলে টেরী।

'ঠিক ধরেছো।'

'হ্যাঁ, ড্যাড, সত্যি। আমি বদলে যাচ্ছি। এক কি দু'সপ্তাহের মধ্যে আমি বিলকুল বদলে যাব।'

'বদলে যাবার পর?'

একটু চুপ করে থেকে টেরী বলে, 'কিছুদিনের জন্যে বোধ হয় তোমাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে। পাহাড়ে গিয়ে অন্যদের খুঁজতে হবে। পৃথিবীতে আমিই একমাত্র হাইব্রীড নই, তবে আমিই সম্ভবতঃ একমাত্র হাইব্রীড যে সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পায়।'

'পাহাড়ে যেতে হবে কেন?'

জবাবে আসিফের চোখে চোখ রেখে টেরী ঠোঁট ওল্টায় যার অর্থ, 'আমি কি জানি?'

'আমরা তোমাকে ভালবাসি টেরী। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে এটাই আমরা চাই।'

'আমি জানি।'

'বদলে-যাওয়া কি বন্ধ করতে পার না? আবার আগের মত হতে পার না?'

'পারবো হয়তো.....'

দু'জনেই চুপ করে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, গলা খাকারি দিয়ে আসিফ বলে, 'কুয়োর ব্যাপারটা কি বলতো?'

'কুয়ো আছে, সেখানে গেলে অনেক লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়।'

'কিরকম লোক তারা।'

'হাজার হাজার বছর আগের লোক। একশ বছর আগের লোক। এমনকি বর্তমান কালের লোক। ওখানেই পলির দেখা পাই।'

'পলি আবার কে?'

'পলি একটা মেয়ে হাইব্রীড। বয়েস চৌদ্দ বছর। ওর বাবা গেল বছর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। এখন থাকে এতিমখানায়। কিছুদিনের মধ্যেই ওকে ওর খালা এসে নিয়ে যাবে। ওখানে গেলে ওর ক্ষতি হবে। ওকে রক্ষা করা দরকার।'

আসিফ আর বিস্মিত হয় না। তার ছেলের অদ্ভুত মানসিক ক্ষমতা এসেছে কোন সন্দেহ নেই। ও যাই বলুক আর করুক, এখন পরিষ্কার যে টেরী ওদের ছেড়ে চলে যাবেই।

দুপুরের খাবারের পূর্ব পর্যন্ত টেরী এ কামরা থেকে ও কামরায় ছুটোছুটি করলো। তামাশা করলো। প্যারডি গাইলো। ওর চাঞ্চল্য আর ফুর্তি দেখে, গত কদিনের মধ্যে এই প্রথমবারের মত কারেনের বিমর্ষতা কেটে যায়।

টেলিভিশন অন করা ছিল গতরাতে, এখন, আজ বেলা বারোটায়ও তেমনি আছে। ধাঁধার আসরে সুন্দর হাসি উপহার দিয়ে বিষয় উপস্থাপন করছে এক যুবতী। আর এদিকে আইলীন জনসন, তার লিভিংরুমে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

ডোরবেল বাজলো। দরজার ওদিকে পুরুষ কণ্ঠ, 'মিসেস জনসন, আপনার একটা প্যাকেট ছিল।' হ্যাঁ, ডাকে অর্ডার দেয়া হয়েছিলো পরচুলার জন্য। পরচুলা তার জীবন বাঁচাবে, আশান্বিত হয় আইলীন।

'আমি এখানে,' চিৎকার করলো আইলীন, কিন্তু গোঙানীর মতই শোনায় সেটা। কার্পেটের ওপর কাৎ হয়ে আছে সে। ডাকপিয়ন কি টেলিভিশনের শব্দ শুনেও বুঝতে পারছেনা, ঘরে লোক আছে?

জানালার পর্দাই বাঁধা। নইলে, ডাকপিয়ন জ্যাক অ্যামিটি দেখতে পেত, গৃহকর্ত্রী মরনাপন্ন।

'বাঁচাও, বাঁচাও আমাকে,' প্রাণপণে চিৎকার করে আইলীন। কিন্তু, শব্দ হয় খুবই নীচু। এত নীচু যে টিভির শব্দের তুলনায় কিছুই না।

আবার ডোরবেল বাজলো। জ্যাক ঠিক করলো, প্যাকেটটা সে দোরগোড়ায় রেখে দেবে। কারণ, টিভির শব্দই জানিয়ে দিচ্ছে যে মিসেস জনসন ঘরেই আছেন। হয়তো তিনি বাথরুমে, তাই দরজা খুলতে দেরী হচ্ছে।

তিন মিনিট অপেক্ষা করার পর প্যাকেটটা দোরগোড়ায় রেখে জ্যাক চলে গেল।

বিকেল পাঁচটায় আইলীন আবার চিৎকার করার চেষ্টা করে। কিন্তু, তার গলা থেকে ফিস ফিস শব্দ হয় মাত্র। আবারও সে চেষ্টা করলো 'বাঁচাও,' বলার জন্য। এবার রক্ত বেরুতে থাকলো তার মুখ থেকে। মাথা চক্কর দিতে থাকলো। ও কিছুতেই বুঝতে পারছে না এখন কোথায় আছে! শুধু অনুভব করলো, ওর সারা শরীর যন্ত্রণাময় আর সে শুয়ে আছে পৃথিবীর কঠিনতম বিছানায়!

ওয়েন নরিস চলে গেছেন এক ঘণ্টা হল। হেইমার, পুলিয়ার্দো আর ব্রাকেন এখনও আছেন। তাঁরা অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলছেন, মাহমুদ-দম্পতির সঙ্গে। সোফায় এক কোণে বসে টিভি দেখছে টেরী।

হঠাৎ, টেরীর রক্ত-বমি শুরু হয়। ওর শার্টের সামনের দিক রক্তে ভিজে গেল। বিশেষজ্ঞ তিনজনই 'ও গড' বলে টেরীর কাছে

যায়। কিন্তু, টেরী দৌড় দেয় বাথরুমের দিকে। তাকে অনুসরণ করে সবাই। ধরতে পারে না।

টেরী বাথরুমে ঢুকেই দরজার ছিটকিনি বন্ধ করে দিয়েছে। সে ধীরে সুস্থে বাথরুমের প্লাষ্টিক বাকেট তুলে নিল। থু থু করে আটটা দাঁত ফেললো বাকেটে। রাত তখন আটটা।

কারেনকে ঘুমের বড়ি খাইয়ে জোর করে শুইয়ে দিল আসিফ।

আইলীন আবার সম্বিত ফিরে পেল রাত আটটা একান্ন মিনিটে। আবার সে প্রার্থনা করে, 'যীশু, রক্ষা কর। যীশু, যীশু ..'

রাত বারটার দিকে আসিফ মাহমুদের বাড়ী শান্ত হয়ে যায়। একটু আগে হেইমার আর পুলিয়ার্দো চলে গেছেন। টেরী ঘুমোচ্ছে। গভীর নিদ্রায় মগ্ন সে। আসিফ আর ব্রাকেন আলোচনা করছে।

সাহিত্য আর ইতিহাসে অর্ধ-মানব সম্পর্কে যেসব কথা আছে তার বর্ণনা দিচ্ছেন নৃতাত্বিক ডঃ ব্রাকেন। ওধরনের অর্ধ-মানবরা টেরীর পূর্বপুরুষ হতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

আসিফ শুনেই যাচ্ছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রাকেন বুঝলেন, শ্রোতা অন্যমনস্ক। তাই তিনি তাঁর কামরায় ঘুমোতে গেলেন।

রাত একটা চল্লিশ মিনিটে আইলীন রবিনসন শেষ নিঃশ্বাস ফেললো। বৈধব্যের পর একাকীত্ব বেছে নিয়েছিলো, কিন্তু, মৃত্যুর সময় তা চায় নি। তবু যা চায়নি, তা-ই তাকে পেতে হয়েছে।

চোদ্দ

গরম আরো বেড়েছে। বৃষ্টির দেখা নেই। মার্চের ১৭। দিনটি কাটলো ঘটনাবিহীন। কারেন ঘুমিয়েছে বিকেল পর্যন্ত। টেরী দিনভর ঘুমিয়েছে, মাঝে বিকেল তিনটায় ও ছ'টায় উঠে প্রচুর খেয়ে নিয়েছে। ব্রাকেন চলে গেছেন আগেই। হেইমার ও পুলিরার্দো ফোন করে জানিয়েছেন, তাঁরা আজ আর আসছেন না, কাল সময় করে আসবেন। কিম হেওয়ার্ড আর ওয়েন নরিস বেলা একটায় এসে চল্লিশ মিনিট পরে চলে গেছে। এতে করে আসিফের একাই কেটেছে দিনের বেশীর ভাগ।

প্রথমে সে গেরস্থালী কাজ করার চেষ্টা করলো, এমনকি থালা-বাসনও মেজেছে। শেষমেশ ড্রয়িং রুমে এসে বসেছে টিভির সামনে।

রাত ন'টায় বাবা-মা যখন টিভি দেখছে, টেরী তার কামরার জানালা গলে চটজলদি বের হয়ে পড়লো।

পিটার ও পামেলার ছেলে চৌদ্দ বছর বয়স্ক টিটাস এক আত্ম-কেন্দ্রিক বালক। তার চাইতে কম বয়সের যেসব ছেলেমেয়ে পাড়ায় আছে তাদের প্রত্যেককে ঠেঙ্গিয়ে 'গুণ্ডা' হিসেবে নাম কিনেছে ও। তবু, তার আশা মেটেনি। এখন কারাতে স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

স্কুলের শিক্ষকরা ওর মতলবটা টের পেলেও ওকে ভর্তি করে নিয়েছে। কারণ, নগদ টাকা সবসময়ই নগদ টাকা। প্রশিক্ষণে নিষ্ঠা ছিল, যদিও এতে করে কোন মানষিক উৎকর্ষতা অর্জন করেনি। অচিরেই টিটাস 'ব্রাউন বেল্ট' প্রায় অর্থাৎ কারাতের মারাত্মক কায়দাগুলোর বেশ কিছু তার আয়ত্তে।

এই টিটাস শুক্রবার রাতে বাড়ীতে আছে, এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। নিজের মতই 'গুনী' ছেলেদের সঙ্গে শহরে চক্কর না দিয়ে সে যে ঘরে রয়েছে, তার কারণ, বাবা-মা নাটক দেখতে যাবার সময় ছেলেকে অনেক অনুনয় বিনয় করে বড় বোন সিসিলিকে সঙ্গ দেবার কাজে রাজী করাতে পেরেছিলো।

সিসিলি লিভিং রুমে ব্যায়াম করছে। ওর পরনে ব্যায়ামের পোশাক। দীঘল চুল চুড়ো করে বেঁধে ঘরের মেঝেতে ও যোগব্যায়াম অনুশীলন করছে। চিকন ঘাম ওর মুখে।

চেয়ারে বসে বই পড়ছে টিটাস। সামনের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

'টিটাস,' নব্বই ডিগ্রী কোণ বরাবর পা টানটান করা অবস্থায় বললো সিসিলি, 'দ্যাখ তো কে?'

'তুমি দেখনা,' বিরক্ত হয়ে বললো টিটাস।

'আহ্, টিটাস! দ্যাখনা প্লিজ।'

'দ্যাখনা! শালার খালি ঝামেলা!' বোনকে ভেংচিয়ে, রাজ্যের গোস্বায় মুখ বিকৃত করে চেয়ার ছেড়ে উঠলো টিটাস। দরজা খুলে দেখে, টেরী দাঁড়িয়ে। গায়ে কোট, মাথায় হ্যাট। পিটার পরিবারের কেউই গত দু'সপ্তাহ টেরীকে দেখেনি। কোট

আর হ্যাট না থাকলে ওরা ছেলেটির পরিবর্তন দেখে চমকে উঠতো। এখন, ওর লোমশ মুখ দেখা যেতে পারতো। কিন্তু দরজার বাইরে আলো কম বলে সেটাও নজরে পড়ছে না।

'কি চাস তুই, অ্যাঁ?' জিজ্ঞেস করে টিটাস।

'আমি সিসিলির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' জবাব দেয় টেরী।

'যা বাড়ী যা বলছি।' কথাটা বলেই দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিলো উঠতি মস্তান টিটাস।

টেরী মাহমুদ একহাতে দরজায় একটি পাল্লা ধরে রাখলো। দরজাটা এক ইঞ্চির মত নড়ে থেমে গেল। 'আমি সিসিলির সঙ্গে দেখা করবোই।'

যোগ ব্যায়ামে ব্যাঘাত ঘটলো সিসিলির। হাতের তালুতে মুখের ঘাম মুছে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, 'কি হল টেরী? তুমি এখানে কি মনে করে?'

মুখ হা-করা টিটাসের সামনে দিয়ে দরজা ডিঙিয়ে ঘরে ঢোকে টেরী, 'আমি তোমায় দেখতে এলাম।' মাথা থেকে হ্যাট খুলে খুব কায়দা করে সে কাছের একটি চেয়ার ছুঁড়ে দেয়।

সিসিলি এই পাকামো দেখে বিস্মিত হল।

'তোমার কাপড় খুলে ফেল,' শান্ত কণ্ঠে আদেশ দেয় টেরী।

কথাটা ভাল করে শুনতে পায়নি যেন সিসিলি। সে দেখছে, টেরী জ্যাকেট খুলে ফেলেছে। তারপর খুললো জামা। উদোম শরীর। টেরীর সারা গায়ে দীঘল পশম, সাদা সাদা।

টেরী আবারো বললো, 'এস জলদি! কাপড় খোল।'

'আরে হারামিটা বলছে কি!' দরজা বন্ধ করে দৌড়ে কাছে এলো উঠতি মস্তান।

'বলছি, কাপড় খোল। তোমায় দেখি।' টেরী বলছে সিসিলিকে, টিটাসের মস্তানী গায়ে মাখছেনা।

'কি বললি হারামজাদা?' চিৎকার করে টিটাস, 'তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

ফোকলা দাঁত বের করে হাসলো টেরী। টিটাসকে বললো, 'বিবর্তন বৎস, বিবর্তন। আমার নতুন স্মৃতিতে কিছু মজাদার জিনিস মিলেছে। ওগুলো আদতে কি, একটু পরখ করবো এখন। রেডি হও সিসিলি।'

সিসিলি ওর কথা শুনে লাল হয়ে গেল, লজ্জায় না ক্রোধে সেটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। টিটাস গোড়ার দিকে আশ্চর্য হয়েছিলো, এখন সেই ঘোর কাটিয়ে ওঠার জন্যে তাচ্ছিল্যের ভাব ফোটানোর চেষ্টা করছে।

'ইঁচড়ে পাকার মত কথা বলছিস! তোর মতলবটা কি? ভাল চাস তো বাড়ী চলে যা। গেট আউট!' ধমকায় টিটাস।

স্মিত হেসে টেরী বলে, 'চুপ!'

কারাতে প্রয়োগ করার জন্যে ডান হাতকে তলোয়ারের মত করে ঝাড়তে থাচ্ছিলো টিটাস, হাতটা ধরে ফেললো টেরী, এমন ভাবে ধরলো, যেন এসব তার অনেক দিনের অভ্যাস। ওই হাত শুদ্ধো টিটাসকে ও ছুড়ে দিল দেওয়াল বরাবর। উড়ে গিয়ে পড়লো টিটাস পলকা ঘুড়ির মত।

ধপাস করে দেওয়ালে আঘাত খেয়েই কারাতে প্রশিক্ষিত টিটাস লাফ মেরে উঠে দাঁড়ায়। 'আ—আ' করে বিকট চিৎকার করে সে ডান হাতের ঘুষি চালায় টেরীর মাথার দিকে, কিন্তু লক্ষ্য বস্তুটা বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে সরে যাওয়ায় তাল হারিয়ে টিটাস গিয়ে পড়লো সোফার ওপর। ভুস করে ওর বুকের ভেতর থেকে সব বাতাস বেরিয়ে গেল।

সোফার কাছে এগিয়ে গিয়ে টেরী পাকড়াও করে টিটাসকে। ওর বুকের কাছে শার্ট মুঠো করে ধরে বাম হাতে, ডান হাতে চড় মাড়তে থাকে। টিটাস চিৎকার করে আর ঘুষি এবং লাথি মারে। কোন লাভ হয় না, কারণ, টেরী দক্ষ লড়াকুর মত ঘুষি আর লাথি থেকে নিজেকে দূরে রাখছে। শেষে অনেকটা যেন বিরক্ত হয়েই মাথার ওপরে ওঠায় টিটাসকে এবং চালের বস্তার মত পনের ফুট দূরে ছুড়ে মারে ওকে। অবাঞ্ছিত এই অতিথি আসার আগে টিটাস যে চেয়ারে বসে বই পড়ছিল সেই চেয়ারেই পড়লো ধড়াস করে। পড়তেই চেয়ারটা উল্টে গেল, এবার ককাতে শুরু করে। লড়বার ইচ্ছা উবে গেছে ওর ভেতর থেকে।

'ওখানেই চুপচাপ বসে থাক্,' আদেশ করে টেরী, 'নইলে তোর দুটো ঠ্যাংই আমি ভেঙে দেব বুঝলি?' সে আবার মনযোগ দিল সিসিলির দিকে।

চোখের সামনে যে লড়াই সিসিলি দেখলো তা বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। হাসতে হাসতে টেরী এখন এগিয়ে আসছে ওর দিকে। নড়াচড়ার শক্তিও হাড়িয়ে ফেলেছে সিসিলি। আতঙ্ক

ভরা চোখে চেয়ে আছে ও টেরীর দিকে। যেন ভয়ানক কিছু দেখছে।

'আশা করি তুমি সহযোগিতা করবে,' টেরী বললো সিসিলিকে, 'কোন বাধা এলে আমার হাতে মার খাবে। তোমার কাপড় খুলে ফেল। তোমার বয়ফেণ্ড ক্লাউসের সামনে যেভাবে খুলেছো, সেভাবে। ওই যে গেল বছর পিকনিকে গিয়েছিলে জর্জিয়ায়, সন্ধ্যার একটু আগে গভীর বনে ঢুকে ফুষ্টি নষ্টি করেছিলে দু'জনে.....'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকিয়ে সিসিলি বলে, 'তুমি ছোট্ট টেরী নও। গলার আওয়াজ ছোট ছেলের মত.....কিন্তু, তুমি টেরী নও।'

'আমি টেরী। আগের চেয়ে অনেক গুণ টেরী। কুয়োয় ডুব দেওয়ায় মন আর দেহ মজবুত হয়েছে মাত্র। কুয়োর সেই আসরে আকর্ষণীয় আলোচ্য বিষয়ের একটি হল সেক্স। সেকসুয়াল অ্যাকশন। এবং আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জেনেছি প্রিয়ে, তুমি ভোগ বিলাসী।'

সম্মোহিতের মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো সিসিলি। এই ছেলে কৌতুহলের চোখে তাকাচ্ছে আর দাবী করছে তার শরীর।

'না, টেরী, বাড়ী যাও, বাড়ী যাও, প্লিজ।' আর্তনাদ করে ওঠে সিসিলি।

টিটাস এতক্ষণে নিজেকে ফিরে পেয়ে অভিযোগ করে, 'আমার কনুইতে চোট লেগেছে।'

'চুপ বলছি!' টেরী ওকে ধমকানোর পর বলে, 'এস সিসিলি।'

সিসিলি দৌড় দেয়। বিদ্যুৎ গতিতে ওর মাংসল ডান উরুতে খামচে ধরে টেরী। কাপড় ভেদ করে সেখানে ঘ্যাঁচ করে পাঁচ আঙুলের ধারালো নখ চেপে বসায় রক্ত বেরুতে লাগলো। ব্যথায় কাঁদছে মেয়েটা। টেরী ওকে টেনে এনে মেঝেতে ধাক্কা মেরে চিৎ করে শুইয়ে দেয়।

'আমি ব্যথা পাচ্ছি, টেরী,' কান্না ভেজা কণ্ঠে বলে সিসিলি।

'হতে পারে,' হাসে টেরী,' মনে হচ্ছে, তুমি সত্যিই ব্যথা পাও!'

সিসিলির জামার গলার কাছে জিপ ধরে টেরী।

'তোর ওপর গজব পড়বে,' অভিশাপ দেয় উঠতি মস্তান টিটাস।

'এই উল্লুক। তোকে না বলেছি চুপ থাক্!' ধমক দেয় টিটাসকে।

এই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে, টিটাসের ওল্টানো চেয়ারের পেছনের তাকে রাখা ফুলদানী বিস্ফোরিত হল। সঙ্গে সঙ্গে বেরুলো সবুজাভ ধোঁয়া। ভয়ে চিৎকার করে ডাইভ দিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ে টিটাস।

টেরী আবার হেসে তাকায় সিসিলির দিকে।

'ডোন্ট ডু ইট, প্লিজ, নো, নো—'

গলা থেকে পেট পর্যন্ত জিপ টান দিল টেরী। ঘরের বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমলিয়ে প্রকাশ পেল সিসিলির ভরাট স্তন। টেরী বলে, 'তোমার প্রেমিকরা এ দুটোকে কি নামে ডাকে? ধবল মিনার?

নাকি সুস্বাদু মাংসের বালিশ? ইস্! কি ফ্যাকাসে! রোজ দিগম্বরী হয়ে গায়ে তোমার রোদমাখানো উচিৎ, সিসিলি!'

'ও, গড!' উষ্ণ অশ্রু গড়ায় মেয়েটার গালে, 'স্টপ ইট! ইউ টু.লিট্‌ল!'

সিসিলির দুগালে চড় কষায় টেরী, 'আজ তুমি সাত্যিকার এক পুরুষের স্বাদ পাবে।' চুলের মুঠি ধরে বলে, 'আমার কত শক্তি সেটা তোমাকে বোঝাচ্ছি এখন।' টেরী হাত তোলে চড় মারার ভঙ্গীতে।

'আমায় মেরো না। প্লিজ!' চেঁচিয়ে ওঠে সিসিলি।

টেরী হি হি করে হেসে বলে, 'তাহলে ভিক্ষে দাও।'

'আমায় মেরো না,' কাঁদতে কাঁদতে মিনতি করে সিসিলি।

বিড়াল যেরকম জ্যান্ত ইঁদুরকে কাঁমড়ে ধরে ঝাঁকুনি দেয় তেমনি মেয়েটির চুলের মুঠিতে ঝাঁকুনি দিয়ে টেরী বলে, 'আরো জোরে বল।'

'প্লিজ!' কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সিসিলি বলে, 'আমায় মেরোনা, টেরী, প্লিজ!'

'তুমি দারুন ভিক্ষে করতে পার, সিসিলি। উঠে বোসো।'

যন্ত্রচালিতের মত নির্দেশ পালন করে মেয়েটা।

'এবার ছুঁড়ে ফেলে দাও।'

'কি?'

'গায়ের পোশাক। যেটুকু ঢাকা আছে তা নিজ হাতে খুলে ফেলে দাও।'

'হায় ঈশ্বর! তুমি এমন করছ কেন? ঈশ্বর! ঈশ্বর ..'

আসিফ ফোনটা কানে চেপে ধরে জোরে, 'কি বলছো তুমি ?'

'...বাঁচান আমাদের···দানবের মত···কি সাংঘাতিক···জলদি ··· ওরে বাপরে···'ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর অপর প্রান্তে।

'কি বলছো বুঝি না। তুমি কে ?···ও টিটাস ? বল···কি হয়েছে ?' উচু গলায় জানতে চায় আসিফ।

'কি হয়েছে আসিফ ?' প্রশ্ন করে কারেন।

'আহ্ প্লিজ !' স্ত্রীকে বাধা দেয় আসিফ। টিটাসের উদ্দেশে বলে, 'জোরে বল, বুঝতে পারছি না !'

'জোরে বললে ও শুনতে পাবে যে !'

'কে শুনতে পাবে ?' কৌতুহলী আসিফ।

'টেরী ! ও আমাদের বাড়ীতে ! সিসিলিকে রেপ করছে,' ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর, 'ও উন্মাদের মত যাচ্ছে তাই করছে।'

ফোন এক হাতে চেপে রেখে স্ত্রীর দিকে তাকায় আসিফ, 'টেরী কি ঘুমোচ্ছে !'

'তাইতো মনে হয়। কেন ?' প্রশ্ন করে কারেন।

'দেখতো একটু !'

কিছুই বুঝতে না পেরে কারেন স্বামীর কথা মত ছেলের কামরায় যায়। বাতি জ্বেলে দেখে, খাট ফাঁকা। টেরী নেই। আলমারী খোলা, মেঝেতে ওর ঘুমের পোশাক পড়ে রয়েছে।

ড্রয়িংরুমে এসে স্বামীকে কারেন ফিসফিস করে জানায় 'ও তো কামরায় নেই।'

আসিফের মুখ কাল হয়ে গেল। আবার ফোনে কথা বলে সে, 'ও এখন কোথায় ?'

'আমাদের লিভিংরুমে। আমি অন্য কামরা থেকে ফোন করছি। ও আমার কনুই ভেঙ্গে দিয়েছে, আংক্‌ল।'

'আমি এক্ষুণি আসছি।'

'জলদি আসুন আংক্‌ল। ও সিসিলিকে মেরে ফেলছে!'

'রক্ষে কর আল্লাহ।' রিসিভার রেখে দিয়ে বলে আসিফ।

'কি হল?' প্রশ্ন করে কারেন।

'টেরী এখন পিটারদের বাড়ীতে। সিসিলিকে আক্রমণ করেছে।'

'কি করছে সে?'

ছুটবার সময় আসিফের পায়ের ধাক্কায় একটা টুল উল্টে যায়। স্বামীর পিছু নেয় কারেন। পিটারদের বাড়ীতে এসে স্বামী-স্ত্রী তাদের ছেলে দেখার আগেই পিটার কন্যার অবস্থা দেখে আঁতকে ওঠে।

সিসিলি মেঝের ওপর শুয়ে আছে। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। ওর পোশাক ঝুলছে ল্যাম্পস্ট্যাণ্ডে। মেয়েটার শুভ্র দেহ ঝকঝক করছে আলোয়। নীলচে দাগ পড়েছে শরীরের বিভিন্ন জায়গায়। নাকে, ঠোঁটে রক্ত। স্তনে দাঁতের দাগ। চোখ বন্ধ. তবু কাঁদছে, পানি গড়াচ্ছে চোখের কোল বেয়ে।

টেরী কাছেই দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাসছে। গায়ে কোন কাপড় নেই। ওর সারা গায়ে পশম, হাতের তালুর উল্টোপিঠে পশম একটু বেশী। চওড়া বুক, স্ফীত কাঁধ। আধা-মানুষের মত দেখাচ্ছে। শুধু কণ্ঠস্বরটাই শিশুর মত, নইলে ওকে চেনাই মুশকিল। ওদের দেখে হাসিমুখে টেরী বললো, 'ড্যাড, তোমরা সব ভণ্ডুল করে দিলে।'

'শাট আপ।' বলে আসিফ, 'টেরী এ কি করলে তুমি?'

'বেশী কিছু না,' হাসে টেরী, 'মনের দিক থেকে আমি সেয়ানা হলেও আসল কাজের বেলায় আমি এখনো আট বছর।'

বিড়বিড় করে কাঁপা গলায় সিসিলি বলে, 'আমায় বাঁচান।'

আসিফ এগোয়। ডাইনিং রুম থেকে উঁকি মেরে টিটাস দেখছে, টেরী এখনো বোনের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে।

'টেরী! চলে এস বলছি!' কড়া গলায় বলে আসিফ, তোমার কাপড় পরে নাও।'

টেরী সরে যায় সামান্য দূরে একটা চেয়ারের দিকে। ওখানে ওর কাপড় পড়ে রয়েছে। পোশাক পরে সে ওই চেয়ারেই বসে পড়লো। কারেন সোফার কভার খুলে সিসিলির শরীর ঢাকে। 'ওকে তুলে এনে সোফায় রাখ,' স্বামীকে বলে সে।

পিঠের তলায় হাত ঢুকিয়ে যুবতী শরীর আলগানোর সময় কপালে ঘাম অনুভব করে আসিফ।

আস্তে করে সোফায় শুইয়ে দিতেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সিসিলি। প্রবলতর হয় তার কান্না। গোটা ব্যাপারটা সম্ভবত ধর্ষন পর্যন্ত গড়ায়নি, কিন্তু, মেয়েটা যে খুবই নির্যাতিত ও অপমানিত সেটা বোঝা যায় স্পষ্ট।

'অ্যাম্বুলেন্স ডাকবো?' জানতে চায় আসিফ। কি বলবে ও ঠিক বুঝতে পারছেনা।

টেরী ইতিমধ্যে চেয়ারে বসেছে। বললো, 'বড় কিছু তো ঘটেনি, এই ধর ছড়ে গেছে কোন কোন জায়গায়। নখের দাগ লেগেছে একটু আধটু .....'

কারেনের গলা শুকিয়ে গেছে। ছেলের আক্রমণের প্রচণ্ডতা ওকে হতবাক করে দিয়েছে। কোনরকমে বললো, 'মেয়েটাকে পোশাক পরিয়ে চলনা হাসপাতালে নিয়ে যাই।'

'ধুত্তোরি! বলছি তো পরীক্ষা-ফরীক্ষার কোন দরকার নেই' বলে টেরী, 'বিশ্বাস কর, আমি যা চেয়েছি আমার শরীর সেরকম কাজ করতে পারেনি।'

টেরীর কথায় কান দিলনা আসিফ আর কারেন। ওরা মেয়েটার জন্যে পোশাক খুঁজতে লাগল। এই ফাঁকে কামরার ঢোকার সাহস সঞ্চয় করেছে টিটাস। সে টেরীর দিকে সাবধানী চোখ রেখে নিজের ভীষণ-ফোলা ডান কনুই দেখায়। 'এটা ভেঙে ফেলেছে,' করুণ কণ্ঠে বলে কারাতে পাশ-করা টিটাস, 'কি যন্ত্রনা!'

'বাজে বকে না,' শুধরে দেয় টেরী, 'ভাঙেনি, মচকে গেছে। পানি পট্টি দিলে সেরে যাবে।'

হলুদ রঙের স্ল্যাকস আর ফ্রক এনে সিসিলিকে পরাতে লেগে যায় কারেন। মেয়েটা কাপড় পরার সময় আসিফ মনযোগ দিয়ে টিটাসের কনুই দেখার ভান করে।

'হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যেতে হবে ওকে,' বলে কারেন, 'আচ্ছা আসিফ, ওখানে ওদের কি বলবো আমরা? যদি জিজ্ঞেস করে, কেমন করে এমন হল?'

'বলবে যে সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়ে গিয়েছিলো,' হাসে টেরী।

'ও লর্ড, আই ডোন্ট নো,' হতাশ কণ্ঠ আসিফের।

টিটাস বলে, 'আমি হাসপাতালের লোকদের বলবো এই দানবটা আমাদের বাড়ীতে জোর করে ঢুকে এই কাণ্ড করেছে।'

টেরী এক পলকের জন্য টিটাসের দিকে তাকায়। অমনি 'ঠুস,' শব্দ করে টিটাসের হাতঘড়ির কাঁচ চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেল।

'ওরে বাবারে,' বলে চিৎকার দিয়েই মার খাওয়া জানোয়ারের মত আসিফের পেছনে গিয়ে লুকোয় টিটাস। বলে উঠলো ও, যাদু-টোনা করে তাকে হত্যা করতে চাইছে টেরী।

'থাম টেরী!' হুকুম করে আসিফ। 'তুমি ছেলেটাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ। বলছি এসব বন্ধ কর।'

'ঠিক আছে। বন্ধ করলাম।' হাসে হাইব্রীড।

কারেন দাঁড় করায় সিসিলিকে। দরজার দিকে এগোয়। হঠাৎ, তার চোখে গাড়ীর হেডলাইটের আলো এসে লাগে। পিটার ওয়াশবার্ন ও তার স্ত্রী পামেলা নাটক দেখে ফিরছে।

বিহ্বল চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে কারেন বলে, 'কি বলবো ওদের?'

টেরী চেয়ারেই বসে আছে। সিসিলি যন্ত্রবৎ দাঁড়িয়ে। ফোলা কনুইতে হাত বোলাচ্ছে টিটাস।

'বলবে যে, ওরা দুজনই সিড়ি থেকে পিছলে পড়ে গেছে,' পরামর্শ দিল টেরী।

গাড়ী থেকে নেমে বারান্দায় ওঠে পিটার। পামেলাকে বলে, 'এরই নাম আধুনিক নাটক? যত্তোসব গাঁজাখোরী কারবার! পয়সাগুলো পানিতে গেল!' হাঁটতে থাকে স্বামী-স্ত্রী।

'এত ক্ষেপে যাচ্ছ কেন?' বলে পামেলা, 'নাটকের শুরু থেকে দেখনি বলেই বুঝতে পারনি। আমার কাছে তো কঠিন বা দুর্বোধ্য মনে হয়নি।'

'দেখ, তোমার পণ্ডিতগিরি আর ফলিয়োনা।' হুংকার দেয় পিটার, 'কোন কচু বুঝেছো, আমি জানি না মনে কর?'

'আহ্-হা, আস্তে কথা বললে দোষ কি? এত রাতে পাড়া মাথায় তুলবে নাকি?'

দোর গোড়ায় পৌঁছুলো ওরা।

'টিটাস! দরজা খোলা রেখে কোন পুণ্যি করছো তোমরা? আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো পিটার, ঘরে লোকজন দেখে থেমে গেল। বিস্ময়কর কাণ্ড দেখতে মজা পাওয়ার লোক পিটার। 'আরে আসিফ আর কারেন দেখছি? তা, কি মনে করে পায়ের ধুলো দিতে এলেন?'

'ইয়ে, মানে...এই...'তোতলায় আসিফ, 'একটা গোলমাল...'

সিসিলি ধীর পায়ে স্বপ্নাতুরের মত হাঁটে। মাকে জড়িয়ে ধরে। পামেলা মেয়েকে বুকে নিয়েই বলে, 'ওরা তোমায় মেরেছে, খুকি?'

গর্জে ওঠে পিটার, 'আপনারা এতক্ষণ এখানে কোন নষ্টামী করলেন, মিস্টার মাহমুদ? এসব কি?'

'ড্যাড, ওই হারামী, হারামীটা!' টিটাসের গলা উচ্চ গ্রামে, 'হারামীটা আমাদের মেরে ফেলতে চেয়েছে। আমার হাত ভেঙে দিয়েছে!'

বিরক্ত হয়ে টেরী বলে, 'অ্যাই, তুই থামবি?'

টিটাস ভয়ে চুপ মেরে যায়।

'পিটার, সত্যি আমি দুঃখিত,' বলে আসিফ, 'টেরী ...'

টেরীর ওপর চোখ পড়ে পিটারের। চোখ ছানাবড়া করে সে বলে, 'ওর গায়ের পশম এরকম কেন? এত বড় হয়ে গেছে! অদ্ভুত ব্যাপার!'

'পিটার!' পামেলা বলে, 'ওসব থাক, সিসিলির কি করবে সেটাই ভাব!'

হাইব্রীড হাসে, 'ওর নাভিতে কান পাতলে আপনারা সাগরের গর্জন শুনবেন।'

'সিসিলি আর টিটাসকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি,' বলে কারেন, 'পরে, সব খুলে বলা যাবে।'

'পরে!' হুংকার দেয় পিটার, 'পরে কেন? আমার মেয়েকে মেরে তক্তা বানানো হয়েছে, ছেলে কাঁদছে বাচ্চাদের মত, আর এর ব্যাখ্যা দেবেন পরে?'

'শান্ত হোন পিটার,' অনুনয় করে আসিফ, 'টেরী অসুস্থ। ও জানে না কি করছে...'

'টেরী···করেছে?'

'হ্যাঁ করেছি। করতে হয়েছিলো আর কি।' বলে টেরী।

'ও সিসিলি আর টিটাসকে পিটিয়েছে?'

'হ্যাঁ, পিটিয়েছি। পেটাতে হয়েছিল!' বলে টেরী।

'ও আমার কনুই ভেঙে দিয়েছে ড্যাড,' ফিসফিসিয়ে বলে টিটাস।

'মাই গড!' চমকে ওঠে পিটার 'পামেলা, আমার রিভলবার কোথায়?'

'মিঃ ওয়াশবার্ন!' চিৎকার করে আসিফ, 'কিপ ইয়োর হেড ম্যান। রিভলবার মানে, কি করতে চান আপনি? আপনার মাথা কি বিগড়ে গেছে নাকি। কি বলছেন পাগলের মত?'

'আমি পাগল? না আপনারা? একটা জানোয়ার দরজা ভেঙে আমার বাড়ীতে ঢুকেছে, আমি চুপ করে থাকবো?'

'জোর করে ঢুকিনি,' শুধরে দেয় টেরী, 'আমি নক করেছি, আপনার আদুরে ছেলে এসে দরজা খুলেছে।'

'ঢুকে আমার ছেলেকে মেরেছিস। আমার মেয়েকে রেপ করেছিস। তোকে এরপরও আমি আস্ত রাখবো?' চোখ পাকিয়ে এগোয় পিটার। যেন খালি হাতেই হামলে পড়বে টেরীর ওপর। সামনে এসে দাঁড়ায় আসিফ। পিটার তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে গিয়ে বুঝলো, এই লোকটার সঙ্গে মারামারি করে সুবিধা হবে না।

'আপনার ছেলে আমার মেয়েকে রেপ করেছে!'

'ওর বয়েস আট বছর! হাউ কুড হি? সেক্স কি, সেটাই তো সে বোঝে না!'

'বুঝি না, এ কথাটা মানতে আমি নারাজ, ড্যাড।' স্মিত হেসে বলে টেরী।

'চুপ!' ছেলেকে ধমকায় আসিফ। এরপর পিটারকে বলে, আপনি কি বলবেন পুলিশকে? আট বছরের একটা ছেলে আপনার বিশ বছরের মেয়েকে ধর্ষন করেছে বলে ওকে গুলী

করেছেন ? বলবেন যে, আপনার কারাতে পাশ করা, বেল্ট পাওয়া ছেলেকে মেরেছে এতটুকুন বাচ্চা ছেলে ?'

'আমি—আমি, মানে আমাকে তো কিছু একটা করতেই হবে ?' পিটার যেন নিজেকে সান্তনা দিচ্ছে।

'সিসিলিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে কেমন হয় ?' পামেলা বলে।

'আমাকেও !' বললো টিটাস 'আমার কনুই ..'

'মচকে গেছে,' বাক্যটা সম্পূর্ণ করলো টেরী।

পিটারের মুখ থেকে রাগের চিহ্ন কমে যায়। বলে, 'মেয়েকে আমরা ডাঃ মেলনের কাছে নিয়ে যাব। সে সব কথা গোপন রাখবে। কিন্তু, মিস্টার মাহমুদ, আপনারা আপনাদের এই ছেলেকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখুন, নইলে যীশুর কসম, বিপদে পড়বেন।'

'ওই দুটি অসহায় ছেলেমেয়ের সঙ্গে অমন করা উচিৎ হয়েছে তোমার ?' বাড়ীতে এসে ছেলেকে প্রশ্ন করে আসিফ।

টেরী নিজের খাটে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে বলে, 'তোমায় তো বলেছি ড্যাড। আমায় করতে হয়েছে। কুয়ার মধ্যে যারা আছে, তাদের সবাই এমন কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে।'

'স্মৃতি আহরণ করেই তো তুমি সন্তুষ্ট থাকতে পারতে। ওদের বাড়ীতে যাবার কি দরকার ছিল !' পিটার যদি পুলিশের হাতে তোমায় তুলে দিত !'

কারেন রান্নাঘরে কফি তৈরী করছে। বাপ-ছেলের কথাবার্তা ঠিক পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলো না।

'সিসিলি তোমায় চায় মনে মনে, আমি জানি,' বলে টেরী 'কতদিন ও শুয়ে শুয়ে কল্পনায় তোমার সঙ্গে ঘুমিয়েছে!'

'ওই মেয়ে হাজারটা পুরুষকে কল্পনা করলে তোমার তাতে কি আসে যায়।'

'তুমিও কি ওকে কামনা করনা ড্যাড?' প্রশ্ন করে টেরী।

থতমত খায় আসিফ। প্রচণ্ড ক্রোধে ঘুষি মারে সে। টেরী ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিজের মুখ সরিয়ে নেয়। খালি বিছানার ওপর পড়ে ঘুষি। তোষক না থাকলে হাতটাই গুঁড়িয়ে যেত।

'চমৎকার ঘুষি ড্যাড।' হাসে টেরী 'এরকম ঘুষি মেরে যদি পিটার ব্যাটার নাকটা ভোতা করে দিতে কি মজাটাই না হত!'

পনের

'তুমি আবার ওখানে যাচ্ছ?' কাপে কফি ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করেন ইসাবেলা। কাপটা পুরে গেলে পুলিয়ার্দো বলেন, 'তাহলে বুঝতেই পেরেছো, মিস্টার মাহমুদের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলাম।'

'আমি জানতে চাই, কেন যাবে?'

'ওরা আমার সাহায্য চায়, তা-ই,' একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলেন পুলিয়ার্দো।

'তুমি কল করলেই ছুটে যাবার মত ডাক্তার নও। হাসপাতালই তোমার ধ্যানজ্ঞান। অথচ ওই মহিলা, কারেন মাহমুদ ডাকলেই উতলা হয়ে ছুটতে থাক। ওর ছেলে অসুস্থই যদি হবে তাহলে হাসপাতালে ভর্তি করে নিলেই পার।'

'মাই গড!' আফসোস করেন পুলিয়ার্দো, 'তুমি এত বছরে একটুও পাল্টাওনি। আমার মেয়ের বয়সী ওই মহিলাকে সন্দেহ করতে পারলে? ওকে ভয় পাচ্ছ?'

'ওকে নয়, তোমার অবস্থাকে ভয় পাচ্ছি। এ ক'সপ্তাহে তোমার ওজন কত কমে গেছে খেয়াল করেছো?'

'বিশ পাউণ্ড,' স্বীকার করলেন পুলিয়ার্দো, 'এ বয়সে ওজন কমলে তো উপকারই হয়।'

'কিন্তু দুশ্চিন্তা?' বলেন ইসাবেলা, 'তোমার চেহারা কেমন হয়ে গেছে।'

'ওদের ছেলের জন্যই আমার দুশ্চিন্তা। এতদিন হয়ে গেল, ছেলেটার জন্য কিছুই করতে পারছি না। কারেনকে যদি দেখতে, অমন প্রাণবন্ত মেয়েটা কেমন মিইয়ে গেছে। তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ঘুম নেই। নাওয়া খাওয়া নেই।'

'সেজন্য তুমিও বরবাদ হতে চাও।'

কোন জবাব দেন না পুলিয়ার্দো। হেরে যাবার ভয়ে তিনি কি আড়ষ্ট? না, ভয়কে তিনি ঘৃণা করেন। অথচ, জীবনে এই প্রথম তাকে ভয়ের মোকাবেলা করতে হচ্ছে। হেরে যাবার ভয়। আট বছরের একটা ছেলের স্নায়বিক ও শারিরীক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়তে পারছেন না তিনি।

'ওদের ওখানে তুমি আর যেয়ো না, ভিনসেণ্ট!' মিনতি করেন ইসাবেলা।

স্ত্রীর দিকে তাকান পুলিয়ার্দো। আবার মনযোগ দেন কফির পেয়ালায়।

আসিফকে বহুকাল নিদ্রা-স্নান বর্জিত রণব্যস্ত অথচ ক্লান্ত সৈনিকের মত দেখাচ্ছিলো। চোখের নীচে কালি জমেছে। পুলিয়ার্দোকে ঘরে নিয়ে বসায় সে। ঘরে আলো জ্বলছে, তবু থমথমে। সোফায় ঘুমোচ্ছে কারেন।

'টেরী?' প্রশ্ন করেন পুলিয়ার্দো, একটি প্রশ্নেই যেন ধ্বনিত হল হাজারটা জিজ্ঞাসা।

'ওর কামরায় ঘুমোচ্ছে। ঘুমোলেই স্বস্তি পাই। জেগে উঠলে কি করবে আল্লা মালুম।'

'আপনার পড়শী পিটার কি আর হৈচৈ করেছে?'

'না, করেনি। তবে, তার মেয়ে সিসিলিকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিচেছ। সব পড়শীকেই বোধ হয় নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে হবে। নয়তো টেরীকে তালাবদ্ধ করে রাখতে হবে।'

'ওরকম ভাবছেন কেন? একটা পরিবর্তন ঘটবে ওর। হয়তো শিগগীরই সে শান্ত সুবোধ হয়ে যাবে।'

'ডাক্তার! আমি কি করবো বুঝতে পারছিনা। ওর কথা-বার্তার মধ্যে বিকার এসে গেছে। আমি তো ভাবতেই পারিনা একটা ধাড়ী মেয়েকে সে ওরকম জখম করতে পারে।'

'এতে আশ্চর্যের কি! সে যে কুয়ার কথা বলে, সেটা ভাবুন! ওখানকার হাজার হাজার মানুষের স্মৃতির সঙ্গে তার মানসলোক সংযুক্ত হয়ে ওকে অন্যরকম বানায়। এর প্রভাব সাময়িক নয়, এটাতো আমরা জোর দিয়ে বলতে পারিনা।'

'কিন্তু ডাক্তার, ও যে মারাত্মক হয়ে যাচেছ। ওর চাইতে ছ'বছরের বড় মস্তানমার্কা ছেলেকে সে পিটুনী দিল, তার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগলো না, ঘরে ফিরে এল।'

'তাহলে ওকে আমার হাসপাতালে ভর্তি করে দিন।'

'আপনার ওখানে তো সব পাগলের ছড়াছড়ি। না ডাক্তার, ছেলেকে ওখানে দিতে পারবো না আমি।'

'মাহমুদ, আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, কোন অনাদর হবে না। টেরীকে আমি সারাক্ষণ নজরে রাখবো।'

'তা হয় না ডাক্তার। আপনি ঘরে যখন ঘুমোতে যাবেন, তখন? তখন যে সে গতরাতের মত কাণ্ড করবেনা তার তো কোন গ্যারান্টি নেই।'

পুলিয়ার্দোর মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। দাড়িতে হাত বুলোতে থাকেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ পর বলেন, 'কাজটা আমি ভাল মনে করছি না। তবু আপনারা যখন চাইছেন, করুন। তবে একটু চাতুরীর আশ্রয় নিতে হবে। টেরীকে যে আলাদা ঘরে নিয়ে আটকাচেছন সে যেন একটুও সেটা বুঝতে না পারে। বুঝে ফেললে, ও ধরে নেবে যে, ওর প্রতি আপনাদের কোন মমতা নেই। ও মনে করবে বাবা-মা ওকে হয় ভয় করে, নয়তো ঘেন্না।'

'ঠিকই বলেছেন ডাক্তার,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে আসিফ, 'টেরীকে ভয় নয়, টেরীর জন্যে ভয়।'

পরদিন বেলা দু'টোর পর নীচতলার কামরা থেকে টেরীর খাট ও অন্যান্য জিনিসপত্র সরানো শুরু হল। পুলিয়ার্দো সব দেখছিলেন। উনি এসেছেন কারেনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য; ছেলের দৈহিক পরিবর্তন এবং সিসিলির সঙ্গে লম্পটের মত আচরণ বেচারীকে মাবড়ে দিয়েছে খুব।

ঘুম থেকে টেরী উঠেছিলো বেলা ১২ টার দিকে। ঠিক ওসময় ডঃ ব্রাকেন এলেন। আসিফের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। ঠিক হল, দোতলার কোনার দিকের কামরায়, যেখানে অপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র গাদাগাদি করে রাখা হয়েছিলো, টেরীর নতুন বেডরুম করা হবে।

আসিফ ছেলেকে চমৎকার সহানুভূতির ভঙ্গিতে বলে 'তোমার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটছে তা দেখার জন্য বাইরের লোকরা নীচতলায় জড়ো হতে পারে। কাজেই, প্রাইভেসী বজায় রাখার জন্যে তোমার বেডরুম আমরা ওপর তলায় নিয়ে যাচ্ছি।'

টেরী চুপচাপ শুনে গেল। মুচকে হাসলো একটু। ব্রাকেন আর আসিফ যখন মালপত্র ওপর তলায় ওঠাতে ক্লান্ত হচ্ছিল তখন সে সিঁড়ির ওপর বসে সব দেখছিলো। এক পর্যায়ে সে বললো, 'তোমরা দু'জন এত ঘামছো! আমি তো টেজলদি সব মালপত্র ওপরে নিয়ে যেতে পারতাম। একটুও টায়ার্ড হতাম না!'

আসিফ জোর করে হাসলো। ছেলের প্রচণ্ড শক্তির সংবাদ শুধু যে তার জানা, তা-ই নয়, ওই শক্তির ভয়াবহতাও সে দেখেছে পিটার ওয়াশবার্ন্নের বাড়ীতে।

খাট পাতা হল দোতলায়। অন্যান্য জিনিসপত্রও ঠিকঠাক মত রাখা শেষ হয়েছে। সুদৃশ্য বেডশীট পেতে বিছানা তৈরী করছে কারেন। টেরী আজও চুপচাপ বসে আছে সিঁড়িতে। ব্রাকেন আর আসিফ নীচতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। হো হো করে হাসতে শুরু করলো টেরী।

ব্রাকেন জিজ্ঞেস করেন, 'কি ব্যাপার টেরী। এনিথিং ফানি?'

'সব ব্যবস্থা নিখুঁত।' হাসতে হাসতেই বলে টেরী, 'আর তোমাদের ভয় নেই, না? খাঁচায় বন্দী হবে জানোয়ার!'

বাস্তবকে উপেক্ষা করার জন্যে সচেষ্ট হল কারেন। বাইরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত করলো সে, যতক্ষণ বাইরে থাকবো ততক্ষণ তো ঘরের সমস্যা আমায় স্পর্শ করতে পারবেনা, নিজেকেই বলে সে। টেরীকে দোতলার ঘরে রাখার বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, ওখানে তার কামরার জানালায় মোটা লোহার গ্রিল আছে, রাতেও ঘুমোতে গেলে কায়দা করে বাইরে জানালার কাঠের দরজায় খিল এটে দেয়া হয়। ঈশ্বর! ওকে তুমি আর ঘরের বাইরে টেনে নিওনা। জানালা ভাঙার শক্তি দিওনা।

তবু, দুশ্চিন্তা কারেনকে ছাড়েনা। এমনকি পাড়ার স্বেচ্ছা-সেবী মহিলা সংগঠনে, যেখানে এতদিন শুধু নিয়মিত চাঁদা নিয়েই সে কর্তব্য পালন করে এসেছে, সপ্তাহান্তের কমিটি সভায় বক্তৃতা দেবার সময়ও কারেনের চোখে ভেসে ওঠে ছেলের ক্রমপরিবর্তনশীল অবয়ব। ছেলের নাক ভোতা হয়ে যাচ্ছে, নাসারন্ধ্র স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। ও মনে মনে প্রার্থনা করে, ঈশ্বর! তুমিই ওকে জুটিয়ে দিয়েছো, তুমিই ওকে বদলে ফেলছো, কিন্তু, আর না ঈশ্বর। এবার বন্ধ কর।

পুলিয়াদের্ো, হেইমার, ব্রাকেন এরা আমার ছেলের জন্য কি-ইবা করলো? ভাবে কারেন। কেবল একটা অস্পষ্ট ধারণা গড়ে

তোলা ছাড়া তিন তিনজন বিশেষজ্ঞ আর কিছুই তো করতে পারলেন না। তাহলে, তাঁরা কি আমার আর আসিফের মত অসহায় দর্শক হয়েই থাকবেন? আর ওয়েন নরিস?

নরিসের নাম মনে আসতেই জ্বলে উঠলো কারেন। এ লোকটাই তো আমার যাবতীয় সমস্যার উৎস, তার মন্তব্যের পরই একে একে ঘটনাগুলো ঘটছে। আচ্ছা, তাকে দুষছি কেন? একজন পণ্ডিত তাঁর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে মন্তব্য করেছেন, তিনি মন্তব্য না করলেও তো টেরীর যে পরিবর্তন ঘটছে তা ঘটতোই। নরিসের ওপর ক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য নিজেকে তিরস্কার করলো কারেন।

বিকেল পাঁচটায় ঘরে ফিরলো কারেন। ছেলের সঙ্গে খোশ-গল্প শুরু করলো সে। ড্রয়িং রুমের সোফার ওপর লাফালাফি করতে করতে মায়ের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল টেরী। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওয়েন নরিস এলেন। বললেন, টেরীর সঙ্গে আলাপ করার জন্য সন্ধ্যে সাতটায় তিনি আসবেন।

নরিস যাবার পর দেয়ালের আয়নার সামনে দাঁড়ায় টেরী। কারেন পেছন থেকে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে। ওর গলার পেছনের চুলে হাত বুলিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে কারেন, 'কি দেখছো সোনা আমার।'

'কিচ্ছুনা। এমনিতে আয়না দেখছি,' জবাব দেয় টেরী।

'কি দেখছো আয়নায়?'

'আমার মুখ,' স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে ছেলেটি।

কারেন আদর করে দু'হাতের তালু ছোঁয়ায় টেরীর দু'গালে। ওর গাল লোমশ, আসিফ দু'সপ্তাহ দাড়ি না কামালে যেরকম খসখসে মনে হয় সেরকম। কারেন বলে, 'এদিকে ফেরো। মুখে ব্যথা হচ্ছে?'

'না আমার মুখে আর ব্যথা হয় না' টেরী তার মায়ের দিকে ফিরলো। কিন্তু, দু'ঠোঁট চেপে রেখে মিটমিট করে হাসতে থাকে।

'এই ছেলে। দুষ্টুমি করে না। খোল মুখ!' বলে কারেন। টেরী মুখ না খুলে মাথা দোলায়।

'মা যা বলে তা করতে হয়, বুঝলে!' হাসতে হাসতে বলে কারেন, 'দাঁত পড়ে যাবার পর তোমার মুখে যে ফাঁক হয়েছে আমি তা দেখবো।' তবু টেরী মাথা দোলায়।

'টেরী মাহমুদ! তুমি এবার মার খাবে বলছি।' কপট রাগ দেখায় কারেন। ছেলের চেপে রাখা দু'ঠোঁটের মাঝ দিয়ে আঙুল ঢোকাতে চাইলো সে। টেরী আঙুল ঢোকাতে দিতে নারাজ। সে নড়াচড়া করলো কিছুক্ষণ। অবশেষে কারেন কাতুকুতু দিলে হে হে করে হাসতে লাগলো।

কারেনও হাসছে। হঠাৎ, তার হাসি মিলিয়ে গিয়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। একটা অজানা ভয় তার মেরুদণ্ডে শিরশিরে অনুভূতি এনে দেয়।

টেরীর মুখে ঝকমক করছে সদ্য ওঠা আটটি দাঁত। প্রতিটি দাঁত লম্বাটে এবং ধারালো। জানোয়ারের দাঁতের মত।

ষোল

হোটেলের কামরায় এসে ওয়েন নরিস তাঁর ফাইলপত্র আবার নাড়াচাড়া করলেন। আজ সন্ধ্যায় টেরীর সঙ্গে তার শেষ বারের মত কথাবার্তা হবে। কিন্তু, কিম হেওয়ার্ডকে রোজ সন্ধ্যায় আড্ডা মারে বয়ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে। রোববারে তো ওর আড্ডার কোন সীমা থাকে না। টেরীর ছবি ফিল্ম করার উপায় কি তাহলে! চিন্তিত হন নরিস। আজ যে রোববার। বিকেল ছ'টা বেজে দশ মিনিট। কিম এখন কোথায়!

কিমের বাড়ীতে খোঁজ নেবার জন্য তিনি টেলিফোন করবেন। রিসিভার তুলতে যাবেন, নজরে পড়লো নোটপ্যাডের ওপর। টেরীর সঙ্গে সংলাপ বিনিময়ের টেপ রেকর্ড থেকে এগুলো তিনি লিখে রেখেছেন। যে প্রবন্ধ তিনি লিখতে শুরু করেছেন, তাতে সংলাপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো খুবই জরুরী। আগামী মাসে জাপানে তিনি একটি সেমিনারে এই প্রবন্ধ পড়ে সারা দুনিয়াকে চমকে দিতে চান। মানবজাতির উৎস, বিকাশের ধারা এবং বিবর্তনের ওপর এতকাল নরিস যে গবেষণা করে আসছেন টেরীর সাক্ষাত পাওয়ার পর সেসব গবেষণাকে তাঁর নিরর্থক মনে হচ্ছে।

প্যাড নোটের প্রায় শতাধিক পাতা নরিস লিপিবদ্ধ করেছেন এপর্যন্ত। এসব থেকে মাত্র চারটি পাতার লেখা এখনো

প্রবন্ধভুক্ত করা হয়নি। এখন, এই চারটি পাতা তিনি গভীর মনযোগ দিয়ে পড়লেন। একটি পাতার লেখা পড়লেন অন্ততঃ পাঁচবার। তাঁর ঘাম বেরুতে লাগলো। আবার নোট পড়তে লাগলেন তিনি—

নরিসঃ তোমরা হাইব্রীডরা শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে যদি অতই শক্ত সমর্থ হবে, তাহলে ইতিহাসে তোমাদের একটা তাৎপর্যময় ভূমিকা থাকার কথা। সেটা হল না কেন?

টেরী ঃ একই বৈশিষ্টের অধিকারীরা সংখ্যায় বেশী হলে, তবেই তো সম্মিলিত ভূমিকা নিতে পারে। পিওরব্লাডরা মানুষকে বিয়ে করতে চায় না, তারা তাদের মধ্যেই বিয়ে করতে আগ্রহী, ফলে হাইব্রীডের সংখ্যা কখনোই বাড়তে পারেনি। মানুষ আর হাইব্রীডের যেসব বিয়ে হয় সেসব দম্পতি বিভিন্ন কৌশলে সন্তানদের কাছে নিজেদের সত্য পরিচয় লুকিয়ে রাখে, যেমন আমাকে 'মন্ত্র' দিয়ে সুপ্ত করে রাখা হয়েছিলো। এর ফলে শতকরা ৯০ ভাগ হাইব্রীড নিজেদের মানুষ ছাড়া আর কিছুই কখনো ভাবেনি। হাইব্রীডদের কেউ কোন কারণে তার সত্যি-কার পরিচয় জেনে গেলে সমাজের লোকরা সাধারণতঃ তাদেরকে অপ্রকৃতিস্থ বলে দুরে সরিয়ে রাখে, কখনো আর স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে দেয় না। এভাবে তিল তিল করে ওদের বিনাশ ঘটিয়ে দেয়া হয়।

নরিস : বিনাশ?

টেরী ঃ খুন মিস্টার নরিস খুন। খুব ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা। হত্যার দায়ে কারও বিচার হয় না। মৃত্যুর জন্য কাউকে দায়ী

করা হয় না। আমরা হাইব্রীডরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফিরে এলে অনেক মৃত্যু ঘটবে। তবে ওসব মৃত্যু আমাদের হবে না।

'মাই গড!' বিড় বিড় করেন নরিস, 'হাইব্রীডরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানবজাতির ওপর হামলে পড়বে! তাহলে তো দুনিয়ায় মানুষ বলতে কেউই থাকবে না। এর প্রতিকার কি? সব হাইব্রীডকে সনাক্ত করাও তো কঠিন। আমি, আমি তো সারাজীবন গবেষণা পর মাত্র একজনকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি ·····'

ক্রিং। ক্রিং। ক্রিং। চিন্তায় ছেদ পড়লো নরিসের। বেশ কিছুক্ষণ রিং হবার পর তিনি রিসিভার তুললেন এবং কিমের কণ্ঠস্বর চিনলেন।

'কিম, আজ আর আপনার আসার দরকার নেই।' টেরীর সঙ্গে আজ আর কোন সেশন করবো না।'

'কেন করবেন না, মিস্টার নরিস? রাগ করেছেন? দেখুন, এক বন্ধু বাড়ী এসে ধরেছে ওর সঙ্গে আউটিংয়ে যেতে। ভদ্রতায় বাধলো, মুখের ওপর ওকে না করতে পারলাম না। নইলে আমি কত আগে ····· ···'

'অনর্থক ব্যস্ত হচ্ছ মিস্ কিম! আমার হাতেও আরো দু'দিন সময় আছে! এখন ঘরে বসে আমি আমার প্রবন্ধের লেখাটা শেষ করতে চাই। কাল আপনার সাথে আবার কথা বলবো মিস কিম হেওয়ার্ড। আজ তাহলে রাখি!'

কিমের কণ্ঠস্বরে তখনও বিভ্রান্তি, 'ওহ! আচ্ছা, গুডবাই।'

নরিস রিসিভার রেখে দিলেন। তিনি জানেন, তাঁকে কি করতে হবে।

অতিন্দ্রীয় ?' টেরী প্রশ্ন করে, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছিনা। খুলে বলবেন ?'

ডঃ নরম্যান ব্রাকেন কথা বলছিলেন টেরীর নতুন বেডরুমে। তিনি কামরায় একা। দরজা খোলা। মাহমুদ-দম্পতি আর ব্রাকেন যতক্ষণ জেগে থাকেন, খোলাই রাখা হয়। যখন তাঁরা ঘুমোতে যান তখনই দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে ছিটকিনি আটকিয়ে দেন।

'গূঢ় বা অতিন্দ্রীয় ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, এটা হল মানুষের জীবনের একটা অতি প্রাকৃত দিক,' বললেন ব্রাকেন।

'আপনার কি ধারণা, আমার মধ্যে সেরকম একটা কিছু আছে ?' কামরার এ দেয়াল থেকে ও দেয়ালে পায়চারি করে টেরী।

'না, তুমি সেরকমও·····মানে তুমি হলে যাকে বলে·····'

'আমি অমানুষ ? আধা-মানুষ ? বিবর্তনশীল দানব ?' সে বত্রিশ ইঞ্চি লম্বা একটা মোটা কাঠের টুকরো তুলে নিল মেঝে থেকে। মাথা বরাবর কাঠের টুকরো দু'হাতে ধরে টেরী তার কাঁধ ও বাহুর পেশী দৃঢ় করতে থাকলো। বন্দুকের শব্দের মত গুড়ুম করে সমান দুভাগে ভেঙে গেল কাঠ। 'আপনি কি মনে করেন এটা অতিন্দ্রীয় ?'

ব্রাকেন বিস্ময়ে কেঁপে উঠলেও তা প্রকাশ না করে সহজ ভঙ্গিতে বলেন, 'না, এটা অতিন্দ্রীয় নয়। আচ্ছা, কাঁচ ভাঙার ব্যাপারটা কি বলতো ?'

'টেলিকিনেসিস। বিজ্ঞানীরা এ নামই দিয়েছে,' বলে টেরী 'হাইব্রীড আর মানুষের মিলন থেকে যে সন্তান হয় তাদের মান-

সিক শক্তি প্রবলতর হয় দিনদিন। আমার যেমন হচ্ছে। তাহলে একটা কাহিনী বলি!'

'বল, শুনি,' ব্রাকেন তাঁর চশমায় কাঁচ পরিষ্কার করতে লাগলেন রুমাল দিয়ে।

'এই আমেরিকায় মেরী জেন ফানশের নামে এক যুবতী ১ ৬৬ সালে অসুখে পড়লো। চল্লিশ বছর তাকে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়। এ সময়ে কয়েকবার সে অন্ধ হয়েছে, বধির হয়েছে, পক্ষাঘাত রোগে ভুগেছে। চিকিৎসায় কোন উপকার পায়নি। অথচ বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে বিস্ময়কর ক্ষমতা পেয়ে যায়। এই ক্ষমতা দিয়ে সে ভবিষ্যদ্বানী করতো, যা ঘটবে বলতো তা-ই ঘটতো। মানুষের চেহারা দেখে বলে দিতে পারতো, কার কি হয়েছে। এমনকি কে কি ভাবছে তাও বলতো নির্ভুল। খামে-ভরা চিঠি স্পর্শ না করে গড়গড় করে পড়ে ফেলতো।'

'এই মেয়ে আসলে ছিল.....'

টেরী মাথা নেড়ে হাসে, 'ঠিকই ধরেছেন। মেয়েটা ছিল চারভাগের তিন ভাগ মানুষ এবং একভাগ অমানুষ। এরকম অনেকের কাহিনী আমি জানি। আরে, মিস্টার নরিস যে!'

দরজার দিকে তাকালেন ব্রাকেন। নরিস বলেন, 'গুড ইভিনিং টেরী, ডক্টর ব্রাকেন। আমি ওপরে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস মাহমুদের কথা বলে এলাম। তারা আমাকে আসতে বললেন।'

ধীর পায়ে ঢুকলেন নরিস, টেপ রেকর্ডার এবং ফ্লাস্ক রাখলেন টেরীর খাটে।

'তোম সঙ্গে কিছু কথা ছিল, টেরী।'

'প্রশ্ন করুন, উত্তর দিতে থাকি। কোন অসুবিধে নেই।'

ব্রাকেনের দিকে তাকিয়ে নরিস বলেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, আমি ওর সঙ্গে একা কথা বলতে চাই।'

ব্রাকেন চলে গেলে দরজায় খিল এঁটে দিয়ে নরিস খাটে বসলেন। 'তোমার সঙ্গে খুব সিরিয়াস কথা আছে', বললেন তিনি, কিন্তু অন্যান্য দিনের মত টেপ রেকর্ডার চালু করলেন না।

'আপনি তো সব সময়েই সিরিয়াস। বলুন, কি জানতে চান!' রসিকতা করে টেরী।

'তোমরা কি মানুষকে ঘৃণা কর?'

'কোন্ মানুষকে? ঘৃণা করার তো নানারকম কারণ থাকতে পারে।'

'বলছি তোমরা হাইব্রীডরা মানবজাতিকে কি ঘৃণা কর?'

'না। আপনারা অবশ্য অনেকেই আমাদের ঘৃণা করেন। সাধারণ জ্ঞান দিয়েই নিশ্চিতভাবে এটা বোঝা যায়।'

ভ্রূ কুঁচকে যায় নরিসের, 'মানুষকে কি তুমি হত্যা করবে?'

এক সেকেণ্ডের জন্য টেরীর চেহারায় একটা আবেগ ঝলসে ওঠে, 'প্রয়োজন হলে, পরিস্থিতি বাধ্য হলে তো করবোই। আপনি করবেন না?'

টেরীর প্রশ্নটি খেয়াল না করেই নরিস বলতে থাকলেন, 'মানব জাতির বিরুদ্ধে হাইব্রীড বিদ্রোহে তুমি কি নেতৃত্ব দেবে?'

টেরী হাসে, 'ওহ্ হো, তাহলে এতক্ষণে আপনি আসল বিষয়ে এসেছেন। ভয় করছেন হাইব্রীডদের। অবহেলিত আর নির্যাতিতদের শক্তিকে ভয়।'

'তুমি কি নেতৃত্ব দেবে?'

'অসহায় নারী আর শিশুদের মনে ভয় ধরানোর জন্য হাইব্রীডরা বিপ্লব করবে না। তারা বিপ্লব করবে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।'

'আমরা তোমাদের খতম করে দেব।'

এবার টেরী বিদ্রুপের হাসি ফোটায় মুখে, 'কখনোই, ধরতে পারবেন না আমাদের। কারণ, আপনারা অন্ধ, ইচ্ছে করেই অন্ধ! হাজার হাজার বছর ধরেই আমরা আছি মানুষের ভেতর। গুহায়ও আছি, বন-জঙ্গলেও আছি। আমরা বরাবরই শক্তিমান, বুদ্ধিমান, কখনোই নেতা হতে পারিনি। মানুষের আগ্রাসনের দরুন এই পৃথিবীতে আমাদের দখলদারি কায়েম হতে পারেনি।'

'সে সুযোগ তোমরা পাবে না।'

'জানোয়ার আমরা তা-ই? আপনারা তো আমাদের সব সময়ই শিকার করেছেন, শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে নিরাপদ ভেবেছেন নিজেদের—'

'শাট আপ!' গর্জে ওঠেন নরিস।

'নরিস। আমরা তো সবখানেই আছি। আপনি, মিস্টার নরিস, আপনার মধ্যে যে আমরা নেই হলফ করে বলতে পারেন? আপনি যে মানুষ, সে বিষয়ে আপনি কি নিশ্চিত?'

'শাট আপ।' আবারও ধমক দেন নরিস। তিনি চোখের পলকে ছোঁ মেরে ফ্লাস্ক তুলে নিলেন। দ্রুত খুললেন ঢাকনি। দাঁড়িয়ে বললেন. 'তোমাকে মরতে হবে! মানবজাতির খাতিরে তোমাকে মরতে হবে।'

ফ্লাস্কটি উপুড় করলেন তিনি। ভেতরের পেট্রোল ঢেলে দিলেন টেরীর জামা কাপড়ে। তারপর অমানুষিক ব্যস্ততায় সিগারেটের লাইটার ধরিয়ে ছুঁড়ে দিলেন টেরীর গায়ে।

দোতালায় আসিফ ও কারেন তাদের ছেলের তীব্র আর্তনাদ শুনে চমকে উঠলো। দেয়ালের কাঁচ এবং টেলিভিশনের পর্দা বিস্ফোরিত হয়ে নীল ধোয়া বেরুতে লাগল। নীচ তলায় ছুটলো তারা।

ব্রাকেন ও চিৎকার শুনেছেন। তাঁর চোখের চশমার কাঁচ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে। তিনিও ছুটলেন নীচ তলায়। সিঁড়িতে দেখা হল মাহমুদ দম্পতির দিকে, তিনজনই নির্বাক।

জামায় আগুন ধরার সঙ্গে সঙ্গে টেরী লাফিয়ে উঠলো অগ্নিকুণ্ডের মত দশ ফুট উঁচুতে। পড়ে গিয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে থাকলো ও। আগুনের তেজ কমাতে পারছে না। ওদিকে বন্ধ দরজায় ধাক্কা মারছে তিনজন। অবিরাম ধাক্কা। দরজা খুলছে না। ভেতরে কি ঘটছে বাইরে থেকে কল্পনাও করা যাচ্ছে না।

'কি হল, দরজা খুলুন নরিস। টেরী দরজা খোল, ব্রাকেন, আসিফ আর কারেন সমস্বরে বলছে আর দরজায় ধাক্কা মারছে। ভেতরে, হঠাৎ করে মেঝে থেকে তীরের বেগে লাফ মেরে খাটে ওঠে

টেরী। কম্বল আর চাদর মোড়ায় সে শরীরে। খাটের ওপর গড়াগড়ি খায়। আর চিৎকার করে। আগুন তেজ হারাতে থাকে।

দরজায় ঘা পড়ছে অবিরাম।

টেরী উঠে বসলো বিছানায়। ভয়ে সাদা হয়ে গেলেন প্রাণী বিজ্ঞানী নরিস। তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, এবার তিনি করবেন কি? টেরী তাকায় নরিসের দিকে। ইস্পাতের মত ধারালো দৃষ্টি।

'ডিয়ার গড!' প্রার্থনা করেন নরিস।

'এমন করা উচিৎ হয়নি তোমার নরিস!' টেরী কম্বল সরায় শরীর থেকে। ওর বুকের বাম দিক ঝলসে গেছে। সে বললো, 'সাংঘাতিক বোকামি করেছো মহাপণ্ডিত।'

হতবাক নরিস নড়বার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছেন। আসন্ন বিপদ আঁচ করে তিনি দৌড় মারলেন। কিন্তু, দরজা থেকে পাঁচ ফুট দূরে থাকতেই ধপাস করে পড়ে গেলেন। টেরী তার মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে আক্রমনকারীকে ধরে ফেলেছে। নরিস উঠে বসলেন। তাকালেন টেরীর দিকে। খাটে বসেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানছে ও।

তাঁর মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। দু'হাত দিয়ে মাথার দু'পাশ চেপে ধরে নরিস বলেন, 'যীশুর দোহাই! প্লিজ! টেরী স্টপ ইট।' মনে হচ্ছে মগজের মধ্যে সুই ফোটাচ্ছে কেউ। তিনি যন্ত্রণা কমানোর জন্য চার চার বার নিজের মাথা নিজেই মেঝেতে ঠুকলেন। জবাই করা পশুর মত গড়াগড়ি দিতে থাকলেন। এক সময় টান টান হয়ে শুয়ে থাকলেন। তাকালেন ঘরের একশ ওয়াটের বালবের দিকে। তার চোখ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে।

টেরী তখনও খাটে বসে। চোখের পানি মুছে ফেললো। একপাশে নিজের মাথাটা হেলিয়ে ও ওর চোখের মনি দু'টো ভ্রূর দিকে ঘোরায়। বেলুন যেমন সশব্দে ফাটে, তেমনি এক শব্দ বেরুলো নরিসের মাথা থেকে। তাঁর গোটা শরীরটা কাঁপতে কাঁপতে ধনুকের মত বাঁকা হল। এরপর সোজা হয়ে গেল আবার।

তিন জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের অবিরাম লাথি আর ধাক্কায় দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকে তারা স্তম্ভিত। কারেন বুঝলো, একটা লড়াই হয়ে গেছে এবং নরিস শেষ। পরাজয়ের জন্য তাঁকে জীবন দিতে হয়েছে।

আসিফ ভয়াবহ দৃশ্য দেখার ঘোর কেটে যাবার পর অস্ফুটে বলে ওঠে, 'ইয়া আল্লাহ।'

'টেরী,' ফুপিয়ে কাঁদে কারেন। ছেলের শরীরে পোড়া দাগ দেখে উতলা হয়ে যায়।

ব্রাকেন কি করবেন, কি বলবেন, নাকি পালাবেন ভেবে পান না। তিনি মেঝেতে চোখ-খোলা, হা-মুখ, চিৎপাত নরিসের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

খাট থেকে তিনজনের সামনে এল টেরী, ধীর পায়ে। হাসছে ও। কঠিন রোগ থেকে সেরে ওঠার সময় যেন আধা-বিষন্ন, আধা-প্রসন্ন হাসি, সেরকম। ও বলে, 'বোকা নরিস, আমায় মেরে ফেলতে চেষ্টা করেছে। মেরে ফেলছিলো প্রায়। কিন্তু, আমি তো মরতে রেডি নই। তাই ওকেই মেরে ফেলতে বাধ্য হলাম।'

'তোমায় কি করেছেন নরিস?' জানতে চায় আসিফ।

হাসে টেরী, 'একটু পেট্রোল, একটা লাইটার। আমি তো মশালের মত হয়ে গেছিলাম।'

'ডক্টর ব্রাকেন, আমার ছেলের কি হবে! ওকে হাসপাতালে নিয়ে চলুন। আসিফ, প্লিজ হারি আপ।' অনুনয় করে কারেন।

'ঘাবড়িয়ো না মম!' বাধা দেয় হাইব্রীড, 'হাসপাতালের ঝামেলার দরকার কি! আমি এমনিতেই সেরে উঠবো।'

ব্রাকেন যুক্তি দেখান, অবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তি না করলে শরীরে পোড়া ঘা আরও দগদগে হয়ে যাবে। তাছাড়া, খালি গায়ে থাকলে ঠাণ্ডায় ওর নিউমোনিয়া হবেই।

'মিস্টার ব্রাকেন, শুধু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় আমাকে বিচার করলে ভুল করবেন। ড্যাড, তুমি এই পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ কর কিভাবে ওই পণ্ডিতের সৎকার করবে। পুলিশী ঝামেলায় নিশ্চয় তুমি পড়তে চাওনা!'

তাইতো! এতক্ষণে হুঁশ হয় আসিফের। ব্রাকেনকে হাত ধরে ঘরের এক কোনায় নিয়ে যায় ও। দেখে হাসে হাইব্রীড। বলে, 'মা, আমি ঘুমাবো। নতুন বিছানা পেতে দাও।'

আসিফ তখনও ফিসফিসিয়ে আলাপ করছে ব্রাকেনের সঙ্গে। ওদের কোন কথাই টেরীর কানে পৌঁছার কথা নয়। সে বললো, 'বাবা, মিস্টার ব্রাকেন যা বললেন তা-ই কর। নইলে বিপদে পড়বে!'

চমকে ওঠেন ব্রাকেন। তিনি কি বলেছেন তা জেনে ফেলেছে টেরী। আসিফ একটুও চমকায়নি। তার কাছে তখন টেরীর

সব কাজই স্বাভাবিক। সে বললো, 'ব্রাকেন, আপনার গাড়ীটি ব্যবহার করবো। দেবেন?'

'নিশ্চয়ই দেব। আজ রাতের মধ্যে কাজ শেষ করুন। নইলে গ্যাঞ্জাম হবে।'

সতের

নরম্যান ব্রাকেনের গাড়ী ; চালাচ্ছেন তিনি নিজেই। ভেতরে তিনটি মানুষ, এর মধ্যে জীবিত দু'জন। তারা নেই আকাশে। বাতাসটা একটু ভারি। বৃষ্টি হবার আগে যে রকম হয়।

ঘটনার আকস্মিকতায় ভ্যাবাচাকা খাওয়া, ঈষৎ ভয়ে ব্রাকেন বকবক করছেন সমানে, 'আই হ্যাভ ডান ওয়াইল্ড থিংস ইন মাই লাইফ। বাট দিস ইভেন্ট বেয়ণ্ড মাই পাওয়ার অব অ্যাকসেপ্ট্যান্স। আই মিন, দি গাই ইজ ডেড।'

'আমি জানি,' শান্ত গলায় বলে আসিফ।

'একবার একটা ফিল্ম দেখেছিলাম,' রাস্তার পাশের একটা পানশালার দিকে আড়চোখে দেখেন ব্রাকেন, ঝলমলে আলোর মাঝখানে মদ খেয়ে চুর হচ্ছে খদ্দেররা, 'নায়ক তার বন্ধুকে রাগের মাথায় খুন করে ফেলেছে। সে অনবরত কাঁদছে আর লাশ গুম করার জন্যে গাড়ী নিয়ে ছুটছে। আমার অবস্থাও আজ অনেকটা সে রকম। মিস্টার মাহমুদ, আপনি কি ঘুমিয়ে পড়লেন ?'

'না, বলুন শুনছি,' বলে আসিফ।

'পুলিশ যদি আমাদের থামায় ? লাইসেন্স পরীক্ষা করে দেখার জন্যেও তো থামাতে পারে !'

'তারা থামাবে না।'

'খুব বিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন। ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেনদের এরকম আস্থার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। আমি ছাত্র থাকাকালে ফুটবলার ছিলাম। আপনিও ছিলেন?'

'কোন কালেই ছিলাম না।'

আলাপ আর জমাতে পারেন না ব্রাকেন। আসিফ স্বস্তি পায়। সে তার মনযোগ আবার ফিরিয়ে নেয় বাড়ীতে। বেচারী কারেন এখন ঘরে কি করছে ……

কামরা ধোয়ামোছা শেষ করে ফেলেছে কারেন। নরিসের মাথা ফেটে রক্ত আর মগজের ছিটে লেগেছিল মেঝেতে; জমাট বাঁধার আগেই সেগুলো তুলে পলিথিনের ব্যাগে পুরে ডাস্টবিনে ফেলে এসেছে।

টেরী এখন ড্রয়িং রুমে বসে রকিং চেয়ারে দোল খাচ্ছে আর গুনগুন করে গান গাইছে। বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাকার জন্য বেশ ক'বার বলা হয়েছে ওকে, শোনেনি। গা পুড়েছে আগুনে, ব্যথা উপশমের জন্য ব্রাকেন বড়ি খাওয়াতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। চোখ বন্ধ করে দোল খেয়ে খেয়ে গুন গুন গান গেয়ে ছেলেটা যন্ত্রণা ভুলছে?

ডাঃ হেইমারকে ফোন করলো কারেন। তিনি বাড়ী নেই। বউকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গেছেন। একটা সিরিয়াস প্রবলেম গায়ে না মেখে তাঁর মত লোক সিনেমায় যেতে পারেন। বিরক্ত

হয় কারেন। টেরীর কি ঘটছে সেটা তো তার অজানা নয়। তবু প্রমোদটাই তাঁর কাছে বড় কথা?

কেঁদেই ফেললো কারেন। ফোন করলো পুলিয়ার্দোকে। তিনি বললেন, আসছেন। কিন্তু তাঁর গলার স্বর শুনে বোঝা যায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি ভদ্রতা রক্ষা করতে চাইছেন।

রান্না ঘরের কাজ কর্মে নিজেকে ব্যস্ত করে তুললো কারেন। একটু আগে, ভয়ানক মৃত্যু হয়েছে একটা লোকের। এমন বাড়ীতে একা থাকাটা ভীষণ যন্ত্রণার। এ অবস্থায় ব্যস্ত থাকা ছাড়া উপায় নেই।

আঠারো মাইল রাস্তা পেরিয়ে আসিফ ডানে মোড় নিতে ইশারা করলো ব্রাকেনকে। পরিত্যক্ত একটা মাটির সড়ক চলে গেছে ডানদিকে; সিকিমাইল পরেই গভীর বন। রাস্তাটা ঢুকেছে সেই বনে। হ্যাঁ, এখানেই রেখে দেবে ওয়েন নরিসকে। মৃতদেহ উদ্ধারকারীরা মনে করবে দুর্বৃত্তরা বিদেশী লোকটার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাঁকে হত্যা করেছে।

একটা বড় গর্ত খুঁজে পাওয়া গেল। আগাছায় ভরা। গাড়ী থেকে দ্রুত লাশ নামায় তারা। সাবধানে লাশটা শুইয়ে দিল গর্তে। প্লাষ্টিকে মোড়া মরদেহ। তার ওপর কম্বল মোড়া। আসিফ কম্বল আলগা করতে থাকে।

'কি শুরু করলেন মাহমুদ? জলদি চলুন।' ফিসফিস করে বলেন ব্রাকেন, 'কম্বল দিয়ে করবেন কি?'

'কোন প্রমাণ রাখতে চাই না।'

প্লাস্টিক শিট আর কম্বল খুলে নেবার কাজে ব্রাকেন সহায়তা করলেন আসিফকে। গাড়ী আবার ছুটছে পাকা রাস্তার দিকে। ব্রাকেনের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

রাস্তায় উঠে ব্রাকেন গাড়ীর, গতি কমিয়ে নিলেন। মোলায়েম সুরে বললেন, 'মাহমুদ, আমি এখন আর কাঁপছি না। কিন্তু, মাই গড! এখনো আমার ভয় কাটছে না!'

'কম্বল আর প্লাস্টিক শিট বাড়ীতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলবো। নরিস যে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। তিনি সব সময়ই তার আসা পোগন রাখতেন। হোটেল থেকে বেরিয়ে শহরের বহু জায়গায় চককর দিতেন। কাজেই……'

'আরে সেকথা নয়। আমার ভয় টেরীকে নিয়ে। ছোট ছেলেটা ওকে প্রথম দেখি গত সোমবার আর আজ রাতেও ওকে দেখলাম। কত ফারাক। হি কিলড এ ম্যান!'

'ঠিক আছে, আপনাকে আর আমার বাড়ীতে ফিরতে হবে না,' কথাটা বলেই আসিফের খেয়াল হল গাড়ীটা ব্রাকেনের। তিনি যদি উল্টো রাস্তা ধরেন তাহলে নিজের বাড়ীতে ফেরার উপায়?

'না, আমি আপনাকে মাঝপথে নামিয়ে দিচ্ছিনা। আমার কথা হল, ছেলেকে কোন একটা স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি করিয়ে দিলে কেমন হয়? ফর এভরিওয়ানস প্রটেকশন?'

কি জবাব দিবে আসিফ ভেবে পায় না। ছেলেটা তিনজনকে আক্রমণ করেছে, একজনকে মেরেই ফেলেছে। টেরী পরিবর্তন পূর্ণতায় পৌঁছা পর্যন্ত সে আরও কত কি করবে কে জানে!

'আপনি কি ওকে বন্দী করে রাখার কথা বলছেন ডক্টর ব্রাকেন?'

'বন্দীই বলতে পারেন। যদ্দিন ওর পরিবর্তনের শেষ হয় তদ্দিন। দৈহিক দিক থেকে সে যাই হোক কেন, ওর বয়েস তো মাত্র আট। আস্তে আস্তে বয়েস বাড়বে। পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে, ভেতরের উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের অভ্যাস গড়ে তুলবে সে। তখন ওকে আমরা নিরীক্ষণ করতে গেলে সে সহযোগিতা করবে।'

'বাকি জীবনটা ওকে গিনিপিগ হয়েই থাকতে হবে, না?'

'অভিমানের ব্যাপার নয় মাহমুদ। ছেলেটা যে ইতিহাসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ হাইব্রীড এতে কোন সন্দেহ নেই। ও আমাদের যেসব তথ্য দিতে পারে তা পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে খুবই মূল্যবান তথ্য হবে।'

সরাসরি স্পষ্ট, যুক্তিপূর্ণ কথা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আসিফ বলে, 'কোথায় রাখবো তাকে, জেলখানায়?'

'না, না! জেলখানা নয়। নরিসের মৃত্যুর জন্যে টেরীকে আমি খুনী বলছি না। নরিস নিজেই বোকামী করেছেন। থাক্ ওসব কথা। আমি বলছি কি, কোন একটা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে ওকে নিয়ে রেখে দেয়াটাই সুবুদ্ধির কাজ হবে। শিকাগোর কাছে এরকম একটি প্রতিষ্ঠান আমার জানা আছে। যদি বলেন……'

'এখন এ আলাপ থাক ব্রাকেন। আজ রাতে ওসব কথা থাক।' কান্নাভেজা গলা আসিফের। সে ভাঙা গলায় বলে, 'আমরা বাড়ী গিয়ে হয়তো দেখবো টেরী মরে আছে। পেট্রোল ঢেলে নরিস ওকে কি ভীষণভাবে পুড়িয়েছে দেখেননি?'

টেরী মরেনি। ও চেয়ারে বসে আছে। দেখে মনে হয় বেহুঁশ। তবে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক ব্যাপার একটাই, ওর একটা পা মেঝেতে, ওই অবস্থায় ধীর গতিতে চেয়ার দোলাচ্ছে।

কারেন তখনো রান্নাঘরে। ক্লান্ত, অবসন্ন। নিদ্রাতুর চোখ, স্বামীকে দেখে একটু উজ্জ্বল হল। আসিফ ওর হাতে হাত রাখে নিঃশব্দে। ভরসার হাত। স্ত্রীর চোখে চোখ রাখে আসিফ। কারেন বুঝে নেয়, আসিফ একটু কফি আশা করছে।

ড্রয়িং রুমে পুলিয়ার্দো। মুখে চিন্তার গভীর ছাপ; তিনি ইতিমধ্যে গোটা কাহিনী শুনেছেন কারেনের কাছে। আসিফ আর ব্রাকেনকে পুলিয়ার্দো বললেন, অবস্থা আরও গুরুতর হবার আগেই কাজের মত কাজ একটা করতেই হবে। তিনি টেলিফোনে স্ত্রীকে জানান যে, আজ রাতটা তিনি এখানেই কাটাবেন। বাড়ী ফিরবেন কাল সকালে।

ব্রাকেন চটজলদি পরীক্ষা করলেন খুব সাবধানে। টেরীকে না জাগিয়ে। প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা টেরীর। বিস্মিত হন ব্রাকেন। আসিফও বিস্মিত। কিন্তু চোখের পাতা খুলে রাখতে পারছে না। ড্রয়িং রুমে এসে সোফায় কাৎ হয় আসিফ এবং নাক ডাকতে শুরু করে।

রাত দু'টো হবে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় তার। চোখ মেলে তাকায়, ডিম লাইট জ্বলছে। ওদিক থেকে সাদা একটা কিছু আসছে। দীর্ঘ চুল মাথায়। ভড়কে যায় আসিফ। ধড়মড়িয়ে সোজা হয়ে সে সোফায় বসলো। না, ভয়ের কিছু নেই। তার ছেলে নয়, কারেন আসছে।

'ভড়কে দিয়েছিলে আমায়,' বলে আসিফ। 'কি হয়েছে কারেন?'

'আমার সঙ্গে এসো,' মৃদু কণ্ঠে বলে কারেন, 'টেরীকে একটু দেখবে।'

স্ত্রীর চেহারা বিধ্বস্ত, টেরীর হাতে আক্রান্ত সিসিলিকে যেরকম দেখাচ্ছিল ঠিক যেন সেরকম।

'কি হয়েছে ওর? ছটফট করছে?'

প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে কারেন বলে, 'ওকে একটু দেখবে, এস।'

স্ত্রীর পিছু নেয় আসিফ। ওরা টেরীর কামরায় যাচ্ছে। ছেলেটাকে অনেক কষ্ট করে নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তার কামরায় নিয়ে শুইয়ে দিয়েছেন ব্রাকেন আর পুলিয়ার্দো। দু'জনই ওই কামরায় চেয়ারে ঘুমোচ্ছেন। দরজাটা বন্ধ, তবে খিল নেই।

'ওকি জেগে আছে?' ফিসফিসিয়ে বলে আসিফ।

ঠোঁটে আঙুল ছুইয়ে চুপ থাকতে ইশারা করে কারেন। আস্তে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে ভয়ে শিউরে ওঠে আসিফ। ব্রাকেন আর পুলিয়ার্দো মৃত। চোখ কচলে আবার সে তাকায়। না, মৃত

নয়। ওই তো ওদের শ্বাস নিতে দেখা যাচ্ছে। টেরী ঘুমোচ্ছে। গভীর ঘুম তবু দুলছে তার শরীর।

'দেখ,' বললো কারেন।

বেডল্যাম্পের মৃদু আলোয় আসিফ তাকায় এবং তার স্ত্রী তাকে যা দেখতে নিয়ে এসেছে তা দেখতে পায়। টেরীর শরীরের বাম দিকটা, যা সন্ধ্যার সময় পুড়ে ঝলসে গিয়েছিল বলে ওর মৃত্যুর আশংকা করতে হয়েছে, ঘন সাদা পশমে ছেয়ে গেছে। ওয়েন নরিস যে ভয়ংকর দগদগে ঘা সৃষ্টি করেছিলেন তার কোন চিহ্নই নেই।

সূর্য ওঠার আগেই ব্রাকেন শেভ করে, নতুন পোশাকে ফিটফাট হল। পুলিয়ার্দো আর আসিফ সাতটার মধ্যেই হাত মুখ ধুয়ে নাশতার জন্যে অপেক্ষা করছেন। রান্নাঘরে উনুন ধরিয়েছে কারেন। টেরী ঘুম থেকে উঠেই ঘোষণা করলো, সে ফলের রস খাবে। ইদানীং তার খানার যে বহর তাতে ঘরে যা আছে তাতে কুলোবার কথা নয়। গাড়ী নিয়ে দোকানে যায় আসিফ। নানা রকম ফলের রস আনলো, কয়েক গ্যালন হবে।

টেরী বললো, সে সবার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসবে না। ফলের রস খাবে নিজের কামরায়। পুলিয়ার্দো ইশারা করলেন আসিফকে, 'আপত্তি করবেন না। ওকে ওর ইচ্ছেমত খেতে দিন।'

টেবিলের পরিবেশ থমথমে। পুলিয়ার্দো তাঁর অভিমত পেশ করলেন; টেরীকে অবশ্যই দূরে কোন ইনষ্টিটিউশনে ভর্তি করতে

হবে। এটা করতে হবে সংশ্লিষ্ট সবার নিরাপত্তার জন্য। নইলে বিপদ হতে পারে।

আপত্তি জানায় কারেন। প্রবল আপত্তি। ছেলেকে সে কিছুতেই দূরে নিতে দেবে না। পুলিয়ার্দো বলেন, 'কারেন, আবেগ দিয়ে সমস্যা মেটে না। আপনি ভেবে দেখুন কি রকম মারমুখী হয়ে যাচ্ছে ছেলে। সিসিলি এবং নরিসের বেলায় যেমন ঘটেছে তেমন ব্যাপার আমাদের সবার ক্ষেত্রে যে ঘটবে না তার কোন গ্যারান্টি আছে?'

'মারমুখী বলছেন আমার ছেলেকে?' ক্ষুব্ধ কারেন বলে, 'নরিস ভালো মানুষ সেজে এসে আমার ছেলের গায়ে আগুন দিয়েছে। পুড়ে ঝলসে গেছে ওর শরীরের চামড়া। রাগে দুঃখে ছেলেটা যে গোটা বাড়ী দুমড়ে মুচড়ে ফেলেনি সেটা আমাদের জোর বরাত।'

'কারেন, প্লিজ। আপনি খুব ইমোশনাল হয়ে পড়েছেন.....'

'আমার ছেলেকে আপনারা কেড়ে নেবেন। আর আমি চুপ করে থাকবো? না, কখনোই ওটা হতে দেব না।'

'টেক ইট ইজি, ডার্লিং' নরম গলায় বলে আসিফ, 'ডাক্তার ঠিক কথাই বলছেন। একটা কিছু তো আমাদের করতেই হবে ..'

কথাটা শেষ করার আগে আসিফ দেখতে পায় টেরীকে। দরজার কাছ ছেলেটা দাঁড়িয়ে। চোখ জ্বলছে আগুনের মত। সবাই তাকায় ওর দিকে। কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না।

আসিফ প্রথম মুখ খোলে, 'টেরী, কিছু বলবে?'

'চোপ রও, ড্যাড। মিথ্যুক পাজি কোথাকার!' মুখ বিকৃত করে সে বলে, 'তোমাকে আমার চেনা আছে। টেরী, তুমি আমাদের কাছেই থাকবে। চিরকাল থাকবে। যে যাই বলুক, তুমি আমাদের সন্তান! আমরা তোমার বাবা-মা। হুহ্, বাবা মা! এত মিথ্যে কথা বলার কি দরকার ছিল ড্যাড?'

পুলিয়ার্দো চেয়ার থেকে উঠে টেরীর কাছে গেলেন। জীবনে কত কঠিন রুগীকে প্রবোধ দিয়েছেন তিনি। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে মিষ্টি গলায় শুরু করলেন 'টেরী, আমরা তোমার ভাল চাই। যারা তোমায় ভুল বোঝে তাদের কাছ থেকে তোমায় আলাদা করে একটা ইনস্টিটিউশনে রাখলে ....'

'নিকুচি করি!' চীৎকার করে টেরী। এক লাফে ও টেবিলের কাছে এসে টিপট, কাপ পিরিচ তুলে নিয়ে দেয়ালের দিকে ছুঁড়তে থাকে! 'তোমাদের তেলানো কথায় আমাকে মজাবে? বেশী বকবে না পুলিয়ার্দো, তোমার মাথার হাড় ভেঙে দেব।'

আসিফ ছেলের কাছে ছুটে যায়। 'টেরী! কি করছো এসব?' সে ধমক দেয়। কিন্তু ক্রোধান্বিত হাইব্রীড থামে না। সে খালি একটা চেয়ার আছড়ে ভেঙে ফেললো। এরপর একে একে গামলা, ট্রে, প্লেট ভাঙতে লাগলো। কারেন কাঁদতে থাকে, ব্রাকেন ভয়ে লুকোন ডাইনিং টেবিলের নীচে।

থাম 'বলছি!' বিকট চিৎকার করে আসিফ।

রাগ কমায়, নাকি আসিফের চিৎকারের ফলে, তা বোঝা গেল না, তবে টেরী থামলো এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার নিজের কামরায় চলে গেল।

পুলিয়ার্দো বলেন, 'আমার পয়েন্ট এখানেই। কনফাইনমেণ্ট ইজ দি অনলি এভেনিউ ওপেন টু আস।'

'না,' ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে কারেন, 'না, না, না'·· টেবিলে মাথা রেখে ভেঙে পড়ে সে।

'কোথায় নিতে হবে ওকে?' জিজ্ঞেস করেন আসিফ।

'শিকাগোয় থমসন ইনস্টিটিউটে কেমন হয়!' বলেন ব্রাকেন।

মাথা নাড়েন পুলিয়ার্দো, 'না, ওখানে নয়। ওখানকার বন্দোবস্ত তেমন সুবিধের নয়। আমার মতে ড্রেকারের এখানেই এখানেই ভাল। ডাঃ ড্রেকারে লোক ও ভাল। তার ইনস্টিটিউট শহর থেকে দূরে। সবচে বড় কথা, রোগীর কোন পাবলিসিটি তিনি দেন না।''

'আপনি তাঁকে চেনেন? আমার সঙ্গে তো পরিচয় নেই।' বলেন ব্রাকেন।

'পনের বছর আগে সিয়াটলে একবার আলাপ হয়েছিলো।' পুলিয়ার্দো বলেন, 'ওর সঙ্গে দেখা করে সব বলতে হবে। তিন ঘণ্টার জার্নি। আসিফ আর কারেনকেও যেতে হবে, বণ্ড সই করার জন্য। ডাক্তার হেইমারকেও, কেস হিস্ট্রি ব্যাখ্যা করবেন তিনি। সন্ধার আগেই টেরীকে ভর্তি করানো উচিৎ।'

'আমি হেইমারকে ফোন করছি।' ব্রাকেন বলেন, 'তাহলে,, চলুন, এখনই ড্রেকারের সঙ্গে আলাপ সেরে আসি।'

ঠিক হল, কারেন বাড়ীতে থাকবে আর সবাই যাবে ড্রেকারের কাছে। পথে, হেইমারকে তুলে নেয়া হবে গাড়ীতে। তার আগে, টেরীকে কামরার ভেতরে রেখে দরজায় তালা মারতে হবে। কাজটা খুব চাতুর্যের সঙ্গে সমাধা করলো আসিফ।

বন্ধ কামরা থেকে কোন শব্দ এল না। নিশ্চিন্ত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে থাকে আসিফ। হঠাৎ শুনতে পায়, গজরাচ্ছে টেরী। বিকট চিৎকার কাঁপিয়ে তুলছে গোটা বাড়ী।

'শোন কারেন, আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত দরজা খুলবে না। টেরী মিথ্যে বলতে পারে, নানারকম চালাকি করতে পারে। হুমকি দিতে পারে। কান্নাকাটি করতে পারে। বেরিয়ে এসে সে কি করবে আল্লা মালুম। সবচেয়ে ভাল হয় তুমি দোতলায় একটুও যেয়োনা। যত কষ্ট হোক, মন শক্ত করে নিচেই থেক।'

স্বামীর কথার জবাবে সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। ওর মুখ বিষণ্ণ। বোবা দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে তিনতিনটি পুরুষের দিকে।

'চলুন রওনা দিই। আকাশে মেঘ করেছে। বৃষ্টি নামতে পারে।' তাগিদ দেন ব্রাকেন। এমন সময় ফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দ। রিসিভারে কান দিয়ে ব্রাকেন ইশারায় জানান, পুলিয়ার্দোর কাছে ফোন এসেছে।

'না, ইসাবেলা! হ্যাঁ,... একটু ঝামেলায় আছি।...আহা বলছি তো ফিরবো, সন্ধ্যে হবে।... ...আরে না, না, চিন্তার কিছু নেই।...আছে মনে আছে।... ...হ্যাঁ পুরো লোড করেছি।

··· ধুত্তোর শুধু ফালতু মেয়ে মানুষের মত কথা। আমি কচি খোকা নাকি!' দড়াম করে রিসিভার রাখলেন পুলিয়ার্দো।

কারেন দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো। কাছে এসে বললো, 'আপনি সঙ্গে রিভলবার এনেছেন!'

পুলিয়ার্দো বিব্রত কণ্ঠে বলেন, 'ইয়ে, মানে ভাবলাম—'

'আপনি, আপনি আমার ছেলেকে গুলী করবেন! ও গড!'

গ্যারেজ থেকে ব্রাকেনের গাড়ী বের হয়েছে। হর্ন বাজতেই পুলিয়ার্দো যেন দৌড়ে পালালেন।

সানফ্রান্সিসকোতে থাকেন কারেনের বড় বোন। বোনের কাছে দুঃখের কথা বলার জন্য টেলিফোন করে হতাশ হয় সে। বোন বাড়ী নেই। বোনপোকে দেখার জন্যে হোস্টেলে গেছে। সন্ধ্যায় ফিরবে।

'ঈশ্বর, তুমি তো সবই পার। আমার ছেলেকে ভাল করে দাও!' প্রার্থনা করে কারেন।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং। টেলিফোন ধরে না কারেন। তিনবার বাজলো। শ্লথ পায়ে এগিয়ে গেল সে রিসিভারের দিকে।

'হ্যালো?'

'কারেন! রক্ষে যে আপনি ধরেছেন। মিস্টার মাহমুদ ধরলে লজ্জায় মরে যেতাম। কি যে বলতাম তাঁকে ··· ··· আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন!'

ফোন করেছে পামেলা ওয়াশবার্ন। মহিলার সঙ্গে গত কয়েক-দিন দেখাও হয়নি, ফোনেও কথা হয়নি।

'আপনারা নিশ্চয় চিন্তা করছেন যে গত শনিবার থেকে আমরা কোথায়!'

'হ্যাঁ।' মিথ্যা বললো কারেন; সে জানেই না যে পামেলারা মহল্লা ছেড়ে চলে গেছে।

'সিসিলি আর টিটাসকে এখানে একটা ক্লিনিকে ভর্তি করেছি। আমি আর পিটার থাকি হোটেলে। আপনারা মনকষ্টে ভুগবেন না, প্লিজ! টেরী যা করেছে ওতে তো আপনাদের কোন হাত ছিল না।'

কারেন শুনে যায়। কোন কথা বলে না। এমনকি কোন জায়গা থেকে পামেলা ফোন করছে তা-ও সে জিজ্ঞেস করে না।

'সত্যি কথা বলতে কি একটা কথা জানার জন্যেও ফোন করছি। ইয়ে, মানে আমরা কখন বাড়ী ফিরে আসাটা নিরাপদ হবে। মানে আপনারা কোন কিছু কি করছেন?'

'টেরীকে আজ দূরে একটা ইনস্টিটিউশনে নিয়ে যাওয়া হবে।' বললো কারেন।

'ওহ্, গুড! আই মিন, আই অ্যাম স্যরি টু হিয়ার ইট। তবে খুশী হচ্ছি এই ভেবে যে টেরী উপযুক্ত ডাক্তারের চিকিৎসা পাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়,' বলে কারেন।

'ওকে দূরে সরাচ্ছেন। আচ্ছা, আবার কি ওসব কিছু ওকে ভর করবে? মানে সিসিলির সঙ্গে যেসব করেছিলো আর কি।'

'তা কি করে এখন বলি!'

'সেটা অবশ্য ঠিক। কি করে বলবেন। ওতো আর আপনার ছেলে নয়।'

কারেন হঠাৎ ঘৃণায় উত্তপ্ত হয়, 'কি বললেন আপনি ?'

কণ্ঠস্বরে পরিবর্তনটা ধরতে পারেনি পামেলা, 'বলছি, ওকে তো আপনি পেটে ধরেননি। কোন্ বাপের ঔরসে জন্ম, স্বভাব কেমন হবে তা আপনিই বা জানবেন কেমন করে।'

'কুকুরীর বাচ্চা! তুই আমার ছেলেকে বেজন্মা বলার সাহস পেলি কোথায়—'

'কারেন! আই অ্যাম শকড—'

'চোপ! হারামজাদী! তোরা কখনো আর আমার বাড়ী আসবি না। এলে তোদের জুতো পেটা করবো!'

'কারেন! প্লিজ!'

'ডাইনী! আর কখনো আমার সঙ্গে কথা বলবি না।'

অপর প্রান্তের রিসিভার রাখার শব্দ শুনে কারেন আশ্বস্ত হল যে পামেলার সঙ্গে জীবনে শেষবারের মত তার কথা হয়ে গেল। ওই পরিবারের কারো সঙ্গেই আর তার আলাপ দূরে থাক, দেখাও হবে না।

আঠার

আকাশে মেঘ করেছে খুব। চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে। সন্ধ্যের সময় যেমন হয়, ঠিক তেমনি। অথচ এখন বিকেল পাঁচটা। ঘরে আলো জ্বালেনি কারেন। নিরবে, একা সে সতর্ক নজর রাখছে টেরীর ওপর। বিকেল চারটার দিকে কিম হেওয়ার্থ টেলিফোন করে জানায় যে, ওয়েন নরিসকে গুণ্ডারা খুন করেছে, মৃতদেহ পাওয়া গেছে গভীর জঙ্গলে। কারেন দুঃখ প্রকাশ করে।

কিম জানতে চায়, টেরীর অবস্থা কেমন। কারেন সংক্ষেপে বলে 'আগের মতই'।

মিনতি করে কিম, 'আপনার ছেলে পুরোপুরি হাইব্রীড হয়ে গেলে আমায় জানাবেন মেহেরবানী করে। আমি ফিল্ম করবো। নরিসের একান্ত ইচ্ছে ছিল সেটাই। আহা, বেচারীর সাধ পূর্ণ হল না!'

টেরী ধীরে ধীরে তার বন্দীত্ব মেনে নিচ্ছে। মাঝে মধ্যে দরজায় ওর করাঘাত শোনা যায়। অবিরাম গান গেয়ে গেয়েই সময় কাটাচ্ছে ছেলেটা। সময় কাটানো কারেনের জন্যেও একটা সমস্যা। কখনো বই পড়ে, কখনো টিভি দেখে, কখনো ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত হয়, তবু বারবার বন্দী ছেলের দিকেই মনযোগ চলে যায়।

বিখ্যাত গায়কদের হিট করা গানগুলো অবিকল সুরে একের পর এক গাইছে টেরী। কেমন করে একটুকুন ছেলে সুরের কারু-কাজ রপ্ত করলো? কারেন নিজেকে প্রশ্ন করে। টেরী যে কুয়ার কথা বলে সেখানেই কি তবে সুর শিখেছে সে?

না, আমি আর টেরীর কথা ভাববোনা, শপথ নেয় কারেন। রূঢ় বাস্তবতাকে অস্বীকার করার জন্যে সে তার স্বামীর জুতোয় রং লাগাতে শুরু করলো। আসিফের জামা-কাপড় ইস্ত্রি করলো। এরপর সে তাই করলো যা না করার জন্যেই এতক্ষণ রাজ্যের কৌশল অবলম্বন করছিলো। একটা চেয়ার নিয়ে নিঃশব্দে বসলো টেরীর কামরার বদ্ধ দরজার সামনে। ততক্ষণে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

'মা! এতক্ষণে তুমি এলে?'

টেরীর কণ্ঠস্বর শুনে কারেন স্তম্ভিত। 'হ্যাঁ এলাম। তুমি কেমন করে বুঝলে?'

'আমার অনুভূতি খুবই ধারালো। স্বাভাবিক মানুষের চাইতে অনুভূতির শক্তি আমার অনেক অনেক বেশী।'

কারেনের হৃৎপিণ্ড ধুক ধুক করতে থাকে।

'মা! বাবা কোথায়? ডাক্তার পুলিয়ার্দো কোথায় গেলেন?'

'ওরা বাড়ী নেই, টেরী। ইয়ে··মানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে গেছে।'

'আমার ব্যাপারে, তাই না? সেই জন্যেই আমায় বন্দী করেছে?'

মিথ্যে বলে আর কি হবে! টেরীতো সবই ধরে ফেলে, সব-সময়ই সে ধরতে পারে। 'হ্যাঁ, সোনা আমার! তারা তোমার জন্যে একটা জায়গা ঠিক করতে গেছে।'

চুপ করে রইলো টেরী। এই নিরবতা শ্বাসরুদ্ধকর মনে হচ্ছে কারেনের কাছে।

'ওরা আমায় সারাজীবন তালাবদ্ধ ঘরে রাখবে,' দৃঢ় প্রত্যয়ে বলে হাইব্রীড, 'জন্তু জানোয়ারকে যেরকম খাঁচায় পুরে রাখে তেমনি খাঁচায় পুরবে, যাতে আমি কারো ওপর হামলে না পড়ি। তারপর ঘুম পাড়ানোর জন্যে ঔষধ দেবে আমার খাবারের সঙ্গে। খেয়ে আমি মরে যাব। এটাই চাও তোমরা?'

'না, টেরী। অমন ভেবো না লক্ষীটি। আমরা তোমায় ভালবাসি। তোমায় মরতে দেব কেন আমরা?'

'তাহলে তোমরা আমায় ডাক্তার ড্রেকারের কাছে পাঠাতে চাইছো কেন? ওখানে পণ্ডিতরা এসে আমার সঙ্গে জেরা করবে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বিরক্ত করবে। তারপর নরিসের মতই কোন এক পাগল আমাকে মারতে আসবে, আমি লোকটাকে মেরে ফেলবো। ওসব ঘটবার আগে আমাকে এখান থেকে চলে যেতে দাও মা!'

দু'চোখ বেয়ে পানি গড়ায় কারেনের। ভাঙা গলায় সে বলে, 'আমি তোমায় যেতে দিতে পারবো না।'

'দরজা খোল, মা।'

'না, খোকা, না। আমি পারবো না।' কান্নায় কণ্ঠস্বর জড়িয়ে যায় কারেনের।

বিকট চিৎকার করে দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা মারে টেরী, 'আমায় বেরুতে দাও। নইলে যারা আমায় নিতে আসবে তাদের সবাইকে আমি মেরে ফেলবো। মাইরি বলছি, আমি সবাইকে খতম করবো।' আবার প্রচণ্ড ধাক্কা মারলো ও, দরজাটা এবার মড়মড় করে উঠলো।

হঠাৎ, টেরীর গলার আওয়াজ অন্য রকম হয়ে যায়। কান্না জুড়ে দেয় ও, 'প্লিজ, খোল মা! অন্ধকারে আমার ভয় করছে। ঘরে আলো নেই।'

ইলেকট্রিক সাপ্লাই বন্ধ। ঝড়ো বাতাস বইছে বলে বিদ্যুত বন্ধ করেছে কেন্দ্র থেকে। ভয়ার্ত ছোট্ট ছেলেটির মিনতি শুনে মমতায় গলে যায় কারেন। চেয়ার থেকে উঠে তালায় চাবি ঢুকিয়েই তার মনে পড়লো স্বামীর হুশিয়ারি, 'ছলছুতো করে, ভয় দেখিয়ে, কান্না-কাটি করে ও বেরুতে চাইবে। খবরদার দরজা খুলতে যেওনা।'

'তুমি অন্ধকারে ভয় পাওনা। তুমিই বলেছো আমায়, ভুলে গেলে?' কারেন ছেলেকে মনে করিয়ে দিল কমাস আগে শোবার ঘরে টেরীর উচ্চারিত কথা।

'ঠিক আছে!' গর্জে উঠে টেরী, 'আমি বের হচ্ছি, যখন বেরিয়ে পড়বো তখন তুমি পালাবে। বুঝলে মেয়ে? নইলে তোমার ক্ষতি হবে।'

মড়মড় করে শব্দ হতেই দেখা গেল দরজার কাঠের একটি পাল্লা ফেটে টেরীর মুষ্টিবদ্ধ হাত বেরুচ্ছে। দেখতে দেখতে ফুটো হয়ে গেল ওখানে। এবার হাত দিয়ে ফুটোটা বড় করার জন্য কাঠ ভাঙতে থাকে টেরী। ভয়ে চিৎকার করে কারেন।

টেরী অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, 'ভালো চাও তো পালাও মেয়ে মানুষ। বিস্ময়কর লোকরা আসছে!'

স্তম্ভিত হয় কারেন। এতো তার ছেলের গলা নয়, মানুষের গলার আওয়াজ নয়! দৌড়তে শুরু করে ও। দরজার কাঠ ভাঙার শব্দ শোনা যাচ্ছে ঘন ঘন।

'পালাও! ভীতু মুরগী কোথাকার!' উন্মাদের মত হাসে টেরী, 'নইলে তোমার গোটা শরীরটা আমি ফাটিয়ে ফেলবো, বোমা ফাটার মত ফেটে টুকরো টুকরো হবে তুমি। আমি হাইব্রীড! আমি হাইব্রীড! আমি তোমায় ছাড়বো না।'

কারেন পালাচ্ছে। ঈশ্বর কোথায় লুকাবো আমি? কোথায় যাব? দড়াম করে ফ্রেমসমেত পুরো দরজাটাই মেঝেতে পড়ে যাবার শব্দ হল। অন্ধকারে ছুটতে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লেগে কারেনের ডান চোখের কাছে কপাল ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে।

'কোথায় গেলে জননী?' ঠাট্টার সুরে চিৎকার করে টেরী, 'আমার নজর এড়াতে পারবে না। মনে রেখ আমি শতকরা পঞ্চাশ ভাগ জানোয়ার।'

কারেন লুকিয়ে আছে বাথরুমে। লাগোয়া বেডরুমে টেরীর দুপ দাপ পায়ের আওয়াজ। ঈশ্বর! ঈশ্বর! রক্ষে কর। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই নীচতলায় টেরীর চিৎকার শোনা গেল, 'জননী আমার! জলদি এস।'

কারেন খুব সাবধানে বের হল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে খাটের কাছে টেলিফোনের রিসিভার ধরতে যায়। পুলিশে খবর

দিতে হবে। রিসিভার তুলে ডায়াল করতে যাবে, হঠাৎ গুড়ুম করে শব্দ হল। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল রিসিভার।

টেরী তামাশা করছে আমার সঙ্গে, ভাবলো কারেন। আমি কি করছি সব দেখছে ও, আর হাসছে নিঃশব্দে। ইচ্ছে করলে যে কোন সময় সে আমায় মেরে ফেলতে পারে। টেবিলের ওপর রাখা গাড়ীর চাবি খুঁজতে শুরু করলো, কারেন। পেয়েও গেল।

ব্রাকেনের গাড়ীতে পুলিয়ার্দো আর আসিফ গেছে ডাক্তার ড্রেকারের ওখানে। কারেনদের দুটো গাড়ীই আছে বাড়ীতে। ভক্সওয়াগেন আছে গ্যারেজের বাইরে। কারেন ছুটলো সেখানে। পরনে তার খাটো হাতা ব্লাউজ আর ট্রাউজার; পায়ে চপ্পল। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ঘরের বাইরে এলো ও। কিন্তু একি! ভক্সওয়াগেন একপাশে কাত হয়ে আছে। টেরীর কাণ্ড! ঈশ্বর! আমার ছেলে আমায় হত্যা করার আগে একি করছে?

ভাগ্য ভাল কারেনের। যে চাবি এনেছে তা ভক্সওয়াগেনের নয়, ম্যাভারিকের। গাড়ীটা আছে গ্যারেজে। পাগলের মত দৌড়ে গ্যারেজে ঢোকে ও। দরজা খুলে ভেতরে বসেই চাবি দিয়ে ইঞ্জিন চালু করে। ঈশ্বর! টেরী ইঞ্জিনটা যেন না ফাটায়! প্রার্থনা করে কারেন। ব্যাক গিয়ারে চালিয়ে গ্যারেজের বাইরে আনলো গাড়ী। হঠাৎ, গাড়ীর ছাদে বিরাট কিছু পড়ার শব্দ। কি পড়লো আবার ছাদে? ব্রেক করলো কারেন।

প্রচণ্ড শব্দে চুরমার হল গাড়ীর উইন্ডস্ক্রিন, সেই সঙ্গে হো হো অট্টহাসি! ছাদের উপর বসে আছে টেরী। গাড়ীর

দরজার হ্যাণ্ডেল ধরলো কারেন। এক ঝটকায় বেরিয়ে পালাতে হবে। দরজা খোলার চেষ্টা করতেই ড্রাইভিং সীটের পাশের কাঁচের জানালা ফেটে গেল। ঘুষি মেরেছে টেরী জানালায়।

ভয়ে কুঁকড়ে গেল কারেন। এবার সে আমায় টেনে বের করে আছড়ে মেরে ফেলবে। বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত, সেই সঙ্গে গাড়ীর ছাদের উপর নাচতে লেগেছে টেরী, অদ্ভুত সব শব্দ হচ্ছে সব মিলিয়ে। ত্রিবিধ শব্দের ভেতর ভয়ার্ত নারীর কণ্ঠের আর্ত চিৎকার একাকার হয়ে যেতে থাকে।

গোঁয়ারের মত ড্রাইভ করে লোকটা, মনে মনে রস হেইমার সম্পর্কে মন্তব্য করে আসিফ। হেইমার তুমুল বৃষ্টির মধ্যে প্রায় খাঁ খাঁ করা রাস্তায় প্রবল গতিতে গাড়ী চালাচ্ছেন। গাড়ীটা ব্রাকেনের। পুলিয়ার্দো চুপচাপ বসে আছেন। ড্রেকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে পারায় তিনি খুশী। এখন সমস্যা হল, কিভাবে টেরীকে আনবেন! আসিফ মুচলেকায় সই করেছে, স্বাভাবিক আচরণে অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত আমার ছেলে এই ইনস্টিটিউশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকবে।' সই করার পর থেকেই তার মন খারাপ। টেরী যদি আর কখনোই সুস্থ না হয়, কারেনকে কেমন করে প্রবোধ দেবে ও?

ব্রাকেন বকবক শুরু করলেন। এখন তিনি স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক এই দুইয়ের বিভ্রান্তিকর সংজ্ঞা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। বলেন, 'এদেশের সমাজ ব্যবস্থায় কোন্‌টা যে স্বাভাবিক সেটা একটা

ধাঁধা হয়ে আছে। আমার কথাই ধরুন। চার্লি চ্যাপলিনকে সবাই বলে কমেডির রাজা। ওর অভিনয় একটুও পছন্দ নয় আমার। এজন্যে এক বান্ধবী সেদিন আমায় অ্যাবনর্মাল বলে অভিহিত করেছে। তাই বলে কি আমি অ্যাবনর্মাল?'

'আমার তো আপনাকেই কমেডির রাজা মনে হয়,' বললো আসিফ।

'কি বললেন? আমাকে কি মনে হয়?'

'ব্রাকেন! একটু বকুনী বন্ধ করবেন? কমেডিয়ানের দোষগুণ বিচারের আরও সময় পাবেন,' বললেন হেইমার।

'ড্রকার কি টেরীকে স্বাভাবিক করে তুলতে পারেন?' প্রশ্ন করে আসিফ, ডাঃ পুলিয়ার্দোকে।

'বলতে পারি না মিস্টার মাহমুদ,' সহজ স্বীকারোক্তি পুলিয়ার্দোর, 'তবে আমার বিশ্বাস, স্বাভাবিক মানুষের মত টেরী থাকতে পারবে, যদি সে নিজে সেরকম থাকতে চায়।'

গাড়ী বাড়ীর আঙিনায় ঢুকতেই হেডলাইটের আলোয় চিৎপাত ভক্সওয়াগেন দেখা যায়। দুমড়ানো মোচড়ানো ম্যাভারিক পড়ে আছে একটু দূরে। মুহূর্তে শিউরে ওঠে আসিফ। টেরীর কাছে কারেনকে একা রেখে কি মারাত্মক ভুল করেছে সে। স্ত্রীর নাম ধরে চিৎকার করতে করতে ও ঘরের দিকে ছোটে। কোন সাড়া নেই।

ঘরের দরজা খোলা। ভেতরে অন্ধকার। বাতি জ্বেলে আসিফ দেখে নীচের তলার যে ঘরে টেরী ছিল সে ঘরের দরজা ভেঙে পড়ে আছে। চূর্ণ-বিচূর্ণ। সবগুলো কামরার আসবাবপত্র তছনছ। স্ত্রীর ভাগ্যে কি ঘটেছে ভাবতে গিয়ে দিশেহারা ও। দোতলায়

উঠে বেডরুমে যায় ও। কার্পেটের ওপর বসে দু'হাঁটুর মাঝখানে মাথা রেখে বসে আছে কারেন।

'তুমি বেঁচে আছ?' উৎকণ্ঠিত আসিফ, 'ও তোমায় জখম করেনি তো?' কপালে রক্ত কেন?'

কারেনের সুন্দর গভীর নীল চোখে আগের সেই দ্যুতি নেই, চেহারায় বোকা বিষণ্ণতার ছাপ, দৃষ্টিহীন অপলক তাকিয়ে ও উচ্চারণ করে '.ক? আসিফ?'

'হ্যাঁ, আমি। ও কোথায় গেল?'

ক্ষীণ কণ্ঠে বলে কারেন 'টেরী? চলে গেছে।'

'জানি গেছে। কিন্তু কোথায় গেল? কি হয়েছে? ও তোমায় কি করেছে?'

'কিছুই করেনি,' শান্ত গলায় বলে কারেন, 'ও বদলে গেছে আসিফ, ভয়ানকভাবে বদলে গেছে। আমাদের মানিক পুরোপুরি বদলে গেছে। ও আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।'

'মিসেস মাহমুদ কি সুস্থ আছেন?' কামরায় ঢুকতে ঢুকতে বলেন হেইমার।

'হ্যাঁ, সুস্থই। তবে শক্‌ড মনে হচ্ছে।'

'দেখি!' এগিয়ে যান হেইমার।

কারেন শোবার জন্যে খাটের দিকে যায়, বলে, 'আমি রেস্ট নেব। আমায় একা থাকতে দিন।'

ব্রাকেন সব শুনে মুখ-হা করে থাকেন অনেকক্ষণ। তারপর বলেন, 'বিপদের কথা! পুলিশে খবর দিতে হয়।'

'রাখুন তো!' ঝাঁঝিয়ে ওঠে আসিফ 'আমরাই ওকে খুঁজবো। পুলিশ তো ওকে পেলে গুলী করবে।'

'কিন্তু, ওকে খুঁজে পেলে আমরা কি সামলাতে পারবো?' বলেন ব্রাকেন, 'পুলিশই পারবে?'

'কি যা তা বলছেন ব্রাকেন!' আপত্তি করেন হেইমার, 'ভয় পেয়ে পালিয়েছে ছোট একটা ছেলে ওর পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দেবেন? ওকি জেল থেকে পালানো দাগী আসামী?'

'তা নয় অবশ্যই। তবে ওয়েন নরিসের মত আমরাও তো বিপদে পড়তে পারি?'

'নরিসের আবার কি হল?' প্রশ্ন করেন হেইমার।

'নরিস মারা গেছেন,' আসিফ চট করে বলে ফেললো ব্রাকেন কোন কথা বলা আগেই। বলেই হুঁশ হল, হেইমার কিছুই জানেন না নরিসের মৃত্যু সম্বন্ধে। কথার মোড় ঘোরানোর জন্য ও বললো, 'চলুন বেরিয়ে পড়ি। টেরীকে খুঁজি, সবাই মিলে।'

'আচ্ছা, ও কোন্ দিকে যেতে পারে?' হেইমার জানতে চান।

'ও বলতো, পরিপূর্ণ হাইব্রীড হলে ও পাহাড়ে চলে যাবে। পাহাড়ের দিকেই রওনা দিয়েছে নিশ্চয়ই।' বলে আসিফ।

'শহরের পশ্চিম দিকে কপলিন রোড হয়েই পাহাড়ে যাবার রাস্তা,' বলেন হেইমার, 'একটা হাইস্কুলের পাশ দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে।'

'চলুন সেদিকেই যাই,' বলেন ব্রাকেন।

'ওয়েট! কারেন তুমি যাবে?' স্ত্রীকে প্রশ্ন করে আসিফ।

হেইমার বলেন, এরকম অবস্থায় মহিলাকে একা বাড়ীতে রেখে যাওয়া ঠিক নয়। তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত। কারেন ওঠে বসে বিছানায়। হ্যাঁ, সেও যাবে।

পুলিয়ার্দো তাগাদা দেন, 'হারি আপ!'

চিৎ হয়ে থাকা ভক্সওয়াগণ সোজা করে তাতে উঠলেন হেইমার ও ব্রাকেন। ব্রাকেনের গাড়ীতে আসিফ, কারেন আর পুলিয়ার্দো। ঠিক হল, কপলিনে যাবার যে দুটি পথ আছে দুটি গাড়ী সে দু'টি পথ ধরে এগুবে সাবধানে। পথে টেরীকে পেলে হাইস্কুলের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। অন্য গাড়ীটিও একবার হাইস্কুলের সামনে আসবে।

পাঁচজনকে নিয়ে দুটি গাড়ী বের হল আসিফের বাড়ী থেকে। গাড়ীর ভেতর পুলিয়ার্দো তার কোটের একটি পকেটে হাত দিলেন। না, চিন্তার কিছুই নেই। গুলি ভর্তি রিভলবার ঠিকই আছে। তিনি পকেট থেকে হাত বের করলেন না। সতর্ক থাকাই ভাল। মুহূর্তের অসাবধানতায় বিপদ ঘটে যেতে পারে।

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যাক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

উনিশ

রবার্ট ফকনার জীবনে নানা কিসিমের পেশায় থাকার পর একটু সচ্ছলতার মুখ দেখেছে। গত পাঁচ বছর ধরে সে একটা কনস্ট্রাকশন ফার্মের সাইট ম্যানেজার। বিশ হাজার ডলারে জমি কিনে বাড়ী তুলেছে। বউ আর ছেলে-মেয়ে নিয়ে নতুন বাড়ীতে বসবাস তার চেহারায় এনে দিয়েছে একটা সুখীসুখী জেল্লা। সপ্তাহে দু'দিন সে বাইশ বছর বয়স্কা এক যুবতী কেরানীর সঙ্গে ঘণ্টা কয়েক প্রমোদ করে। ব্যাপারটা পয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক ফকনারের জন্যে খুবই অশোভন বটে। তাই মিলন ঘটে অতি গোপনীয়তায়।

সোমবারের এই সন্ধ্যায় যুবতী কেরানীর সান্নিধ্যেই ফকনারের থাকার কথা। কিন্তু, সে তার বাড়ীতেই আছে। পত্রিকা পড়ছে লিভিং রুমে। তুমুল বৃষ্টি আর হিমেল বাতাস; এর মধ্যে ঘরের বাইরে যাওয়া স্বাস্থ্যের জন্যে মারাত্মক। বৃষ্টির শব্দের জন্যেই সামনের বারান্দায় পোষা কুকুরটির নাকের সোঁৎ সোঁৎ আওয়াজ ফকনারের কানে আসেনি।

'বাবা,' মেজ ছেলে মাইকেল বলে, 'মেরিগোল্ড কি যেন শুঁকছে।'

পত্রিকাটি ভাঁজ করে তার কান খাড়া করে। ছেলেটা ঠিকই বলেছে। পোষা মাদী কুকুর মেরিগোল্ড পাহারাদার হিসেবে

সুবিধের নয়; আগন্তুক দেখলে ঘেউ ঘেউ করার বদলে সে আগন্তুকের শরীর চাটে। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দের অপেক্ষায় থাকলো ফকনার। কোন শব্দ শোনা গেল না।

মেরিগোল্ড মিনিট দু'য়েক কোঁ কোঁ আদুরে শব্দ করলো। তারপরই হঠাৎ যন্ত্রণায় কাৎরানোর মত টানা শব্দ করে। এরপর কোন সাড়া নেই।' 'ওর কি হল!' বলেই দরজা খুলতে ছুটছিলো মাইকেল।

'যেয়োনা মাইক,' আদেশ করে ফকনার। বিশালদেহী মেরিগোল্ডকে এত তাড়াতাড়ি যে স্তব্ধ করেছে সে নিশ্চয়ই আরো বিশাল হবে। তাই ফকনার এগিয়ে যায়। দরজা খুলেই সে পেছনের দিকে ছিটকে পড়ে চিৎপাত। তার বুকে মেরিগোল্ড। বিস্ময় বিমূঢ় ফকনার স্পষ্ট দেখেছে সাদা লোমশদেহী কিছু একটা তাকে ধাক্কা মেরেছে।

'মেরিগোল্ড!' চিৎকার করে বড় ছেলে জুনিয়াস।

নিষ্প্রাণ কুকুরটি এখন ফকনারের কোলে; ওর মাথা ফাটা, রক্তাক্ত। সামনের দু'পা ভাঙা।

'মাই গড!' ফকনার বলে, 'হায় হায়, কে-রে এমন করলো!'

তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে ছুটে আসে রান্নাঘর থেকে। মরা কুকুর দেখে তারাও হায় আফসোস করতে থাকে।

'কি হল ড্যাড?' জিজ্ঞেস করে মেয়ে সুশান। ভয়ার্ত কণ্ঠ তার।

'কুকুরটাকে কেউ মেরে ফেলেছে!' ফকনার আবার ছুটে যায় দরজার কাছে। বারান্দায় মিটমিট আলো। আঙিনায়

বৃষ্টির পানি জমছে। ভাল করে এদিক দেখলো সে। না, কেউ নেই। কিন্তু, তার কুকুরকে মেরে কেউ লুকিয়ে আছে, ভাবতেই সে জ্বলুনি বাড়তে থাকে।

বারান্দা থেকে আবার ঘরে ঢুকতে যাবে ফকনার এমন সময় মেয়েলী গলায় ভয়ার্ত চিৎকার, কিচেন থেকে আসছে। কিচেনে ঢুকলো সে ঝড়ের বেগে এবং দেখলো, পেছনের ভাঙা দরজা দিয়ে লাফ মেরে পালাচ্ছে সাদা একটি প্রাণী। প্রাণীটির থাবায় আস্ত একটা শুয়োরের রান আর দুধের জগ।

'রবার্ট? এটা দরজা ভেঙে ফেলেছে। ফ্রিজও ভেঙেছে। এমন জোরে ঢুকেছে যে.....'

স্ত্রীকে একপাশে সরিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ায় ফকনার। এক এক লাফে প্রায় দশ ফুট পেরুচ্ছে প্রাণীটি। কিচেনের পেছনের উঠোনে বেশ পানি। এর মধ্যে কয়েক লাফে জায়গাটা পার হয়ে গেল বিস্ময়কর এক প্রাণী। ফকনার রাগে গরগর করতে থাকে।

'মাইক!' চিৎকার করে সে, 'আমার শটগানে গুলী ঢোকাও। জলদি। সুশান, তুমি পুলিশে খবর দাও। বল যে বিরাট এক বনবিড়াল ঘরে ঢুকে আমাদের আক্রমণ করেছে।'

ঘৃণায় ফকনারের চোখ চকচক করে। বৃষ্টি আর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায়। তার বাড়ীতে ঢুকে যাচ্ছেতাই করবে এমন প্রাণীকে আজ রাতের মধ্যে খতম করার শপথ নেয় সে।

ব্রাকেন যে গাড়ী ড্রাইভ করছিলেন মাঝপথে তার ইঞ্জিনে গোল-যোগ দেখা দিল। তিনি বনেট খুলে দেখছিলেন। এমন সময় আরেকটি গাড়ী এসে থামে। এক যুবক ড্রাইভ করছে এ গাড়ী, পেছনের সীটে সুন্দরী এক যুবতী। ব্রাকেন চিনলেন, কিম হেওয়ার্থ। এবং বকবকানির অভ্যাসবশে ফাঁস করে দিলেন সব। কিম ঝট করে বয়ফ্রেণ্ডকে ফেলে ব্রাকেনের গাড়ীতে ওঠে। হাইব্রীড পাকড়ানোর অভিযান প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা সে কিছুতেই হাতছাড়া করবে না।

কিমের বয়ফ্রেণ্ডের সহায়তায় ব্রাকেনের গাড়ীর ইঞ্জিন সচল হল। কিমের দুঃখ, এমন একটা সময়ে মুভি ক্যামেরা সঙ্গে নেই। ব্রাকেনের আনন্দ, সুন্দরী কিম ড্রাইভিং সীটের পাশের সীটে বসেছে।

'মিসেস মাহমুদ খুব ভেঙে পড়েছেন কি?' ভেজা রাস্তার দিকে সতর্ক চোখ রেখে ড্রাইভ করছেন ব্রাকেন, আর ডাক্তার হেইমারের অভিমত জানতে চাইছেন।

'তা তো বটেই,' পেছনের সীটে বসা হেইমার বলেন, 'আদরের ছেলে পর হয়ে গেলে কোন্ মা কষ্ট না পায়? এরকম পরিস্থিতিতে মহিলা মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলতে পারেন।'

'ইস্-স্-স্,' আফসোস করেন ব্রাকেন, 'সুন্দরী মহিলাদের দুঃখী চেহারা আমাকে উতলা করে ফেলে। কারেন দারুণ সুন্দরী। কিম কিছু মনে করলেন না তো?'

'মনে করার আবার কি আছে!' বলে কিম, 'সুন্দরকে সুন্দর বলা তো অপরাধ নয়। আপনিও তো বেশ সুদর্শন।'

লজ্জায় লাল হয়ে ব্রাকেন বলেন, 'না, ইয়ে···মানে বলছিলাম কি, কারেন এখনো তরতাজা, সুইট। আসিফ মাহমুদও প্রাণবন্ত স্বামী। তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতটা না জানি নস্যাৎ হয়ে যায়। বিশেষ করে ওয়েন নরিসের যে দশা টেরী করেছে, তাতে···'

'নরিসকে টেরী কি করেছে?' হুট করে জানতে চায় কিম।

'খবরের কাগজে লিখেছে নরিসকে দুর্বৃত্তরা খুন করেছে। আসল ঘটনা তা নয়। মাহমুদের বাড়ীতেই টেরীর হাতে মারা গেছেন নরিস।'

'বলেন কি!' একসঙ্গে কিম ও হেইমার বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

এক ধরনের বিকৃত আনন্দ যেন ফুটে উঠলো ব্রাকেনের কণ্ঠে, 'টেরী তার সেই মানসিক শক্তি প্রয়োগ করেছিলো যাকে বলে সাইকোকিনেসিস। এবং তা-ই দিয়েই সে নরিসের করোটির ভেতরেই মগজ ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে।'

'আপনার মগজেই গোলমাল আছে!' ঠেস দিয়ে বলেন হেইমার।

'না। সত্যি বলছি। ঘটনার সময় আমি ওখানে ছিলাম।' ব্রাকেন বলেন, 'নরিসের গলিত মগজ কান দিয়ে বেরুতে দেখে আমার বমি বমি ভাব হয়েছিলো।'

'তাহলে, ছোট্ট ছেলে টেরী একটা খুনী?' কিমের প্রশ্ন।

'হত্যা করেছে ও আত্মরক্ষার জন্যে। বলতে ভুলে গেছি, আক্রান্ত হবার আগে নরিস আগুন ধরিয়েছিলেন টেরীর গায়ে।'

'আপনি কি বলতে চান, নরিস পুড়িয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছেন টেরীকে?' বলে কিম।

'মেরে ফেলেছিলেনও প্রায়। ছেলেটার শরীরের বামদিক পুরোটাই ঝলসে গিয়েছিলো।'

'তাহলে ওকে হাসপাতালে ভর্তি করলেন না কেন?'

নিজে দেখেছেন, তবু কিমের জবাবে যা বললেন তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিলো না। তিনি বললেন, 'টেরী নিজেই নিজের চিকিৎসা করেছে। মাত্র বারো ঘণ্টার মধ্যেই তার চামড়া, চুল, সবকিছু আবার পুড়ে যাবার আগের অবস্থায় চলে এসেছে।'

বিশ্বাস করলেন হেইমার। তবু বিস্ময়ে তাঁর মুখ ফুটে বেরোয়, 'মাই গড! ছেলেটা তাহলে কি?'

সার্জেন্ট উইলিয়ম কলগেট। বয়েস একান্ন। সাতাশ বছর ধরে পুলিশ বাহিনীতে কাজ করেছে। চার বছর পর অবসর নেবে। দোহারা গড়নের কলগেট নম্রভাষী, আইন প্রয়োগে কঠোর পরিশ্রমী। বড়কর্তারা তাকে সুনজরে দেখেন। একবার ছুটিতে থাকাকালে সে একটা ভুল করেছিলো; ব্যাপারটা জানাজানি হলে তার চাকরি যেতো। কলগেট সেবার গাঁজা খেয়েছিলো।

শীত শীত হাওয়া আর বৃষ্টিঝরা আজকের রাতে তার সঙ্গে হাইওয়েতে ডিউটি করছে তরুণ অফিসার পল রাস্কিন। বয়েস সাতাশ। একরোখা, জেদী। ধর্ষনকারী সন্দেহে একবার এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে পিটিয়ে আধ-মরা করেছিলো। ছেলেটি নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর রাস্কিনের চাকরি যায় যায় অবস্থা। অনেক কষ্টে রেহাই পেয়েছে।

রাস্কিন আর কলগেট বেপরোয়া গাড়ী চালানোর জন্যে তিন জনকে জরিমানা করে কণ্ট্রোলরুমের দিকে রওনা দেয় প্যাট্রোল কারে। পথে সেলুলার ফোন বেজে উঠে। ওরা নির্দেশ পায় 'রবার্ট ফকনারের বাড়ী যাও। দেখ কি বিপদ হয়েছে এবং ব্যবস্থা নাও।'

ফকনার জানায়, জানোয়ারটিকে সে খুঁজেছে অনেকক্ষণ। তার বাড়ীর দশ গজ দূরে হাইস্কুলের জিমনেসিয়ামে জানোয়ারটি আছে বলে তার মনে হচ্ছে। কারণ ওখান থেকে অস্বাভাবিক একটা আওয়াজ তার কানে লেগেছে।

'জিমনেসিয়ামে তো রাতে তালা লাগানো থাকে।' বলে সার্জেন্ট কলগেট।

'থাকে তো জানি। কিন্তু, ভেতরে কিছু একটা ঢুকেছে। নইলে ওরকম আওয়াজ শুনবো কেন?' ওদিকে যাবার জন্য অধৈর্য হয়ে ওঠে ফকনার।

বিরক্ত হয়ে রাস্কিন তাকায় কলগেটের দিকে। প্রধান সার্জেন্ট মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়, 'দেখা যাক ওদিকটা। গাড়ী থেকে শটগান নিয়ে আসবো, স্যার?'

'নাহ্ দরকার নেই,' রাস্কিন বললো ফকনারের হাতের শটগানের দিকে তাকিয়ে, 'বিড়াল জাতীয় কিছু হলে সামলাতে আমাদের কোন অসুবিধাই হবে না।'

প্যাট্রোল কার এসে থামলো জিমনেসিয়ামের সামনের রাস্তায়। ফকনার, কলগেট ও রাস্কিন নামলো। গাড়ীর আলোর ফ্ল্যাশার

জ্বলতে থাকে। তিন আরোহী রওনা দেয় জিমনেসিয়ামের দিকে। বৃষ্টিতে ভিজে ওরা দরজার সামনে পৌঁছলো।

সদাসতর্ক রাস্কিন দেখলো, জিমনেসিয়ামের ধাতব দরজার শিকল ভাঙা। লোহার মোটা শিকলের সঙ্গে তালা ছিল। তা ভেঙে ফেলে ভারী দরজা ফাঁক করে কেউ ভেতরে ঢুকেছে। দরজাটা তিনজনে মিলে খুললো। পিস্তল উঁচিয়ে অন্ধকার ঘরে ঢোকে রাস্কিন, 'মিস্টার ফকনার, আপনি দূরে থাকুন, দেয়ার মে বি ট্রাবল।'

ফকনার শটগান দেখিয়ে বলে, 'আমিও রেডি আছি।'

কলগেটও তার অফিসারের পাশে দাঁড়ায় পিস্তল হাতে। রাস্কিন জোরে বলে, 'এই! জলদি এস। আমরা পুলিশ। খালি হাত মাথার ওপর উঠিয়ে বেরিয়ে এস।'

তারা অপেক্ষা করছে! এক মিনিট। দুই মিনিট। কিন্তু বৃষ্টির শব্দ ছাড়া কোন শব্দ নেই।

'আই সেড, কাম আউট উইথ ইয়োর হ্যাণ্ডস আপ!' রাস্কিন আবার বললো।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

কলগেট তার টর্চ লাইট জ্বালায়। আলো ফেলতে থাকে ঘরের এদিক ওদিক। কিছুই নজরে পড়ে না। বিরাট ঘর। ফ্লাড-লাইট ছাড়া একসঙ্গে সারা ঘরের সবকিছু আলোকিত করা অসম্ভব! তাই, কলগেট টর্চ লাইটের আলো ফেলতে থাকে এদিক সেদিক।

ফকনার পেছন থেকে বলে, 'কি মনে হয় আপনাদের। ভেতরে কেউ নেই?'

'মিস্টার ফকনার আবার একটু বলুন না জানোয়ারটা দেখতে কেমন ছিল? বলে রাস্কিন।

কলগেট হাতের ইশারায় জানায় যে, কিছু বলতে হবে না। একটা কিছু তার নজরে পড়েছে। ঘরের উত্তর প্রান্তে বাস্কেট বল কোর্টের কাছে মেঝেতে একটা খালি কাঁচের জগ। দুধের জগ। জগের আশেপাশে আলো ফেলতে থাকে সে। বাস্কেট-এর খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে জানোয়ারটি শুয়োরের রান কামড়িয়ে খাচ্ছে।

'পেয়েছি এবার তাকে,' শটগান উঁচিয়ে খুশীতে বাগবাগ হয় ফকনার। কিন্তু, কলগেট বাধা দেয়। কারণ, অপর্যাপ্ত আলোয় জানোয়ারটা কি তা ঠাহর করা যাচ্ছে না। বন বিড়ালের মতই, কিন্তু, পশমগুলো সাদা কেন?

'বন বিড়াল তো মনে হচ্ছে না। ভল্লুক নাকি?' জিজ্ঞেস করে রাস্কিন।

'আরো আলো দরকার স্যার। সুইচ বোর্ডটা কোন দিকে?' কলগেট জিজ্ঞেস করে। দরজার পাশের দেয়ালে টর্চের আলো ফেলতেই বোর্ড চোখে পড়লো। রাস্কিন সুইচ টিপতে গেলে কলগেট টর্চলাইট নিভিয়ে ফেলে।

ঘরে পর্যাপ্ত আলো তখন। কলগেট হতভম্ব। গোল-এর খুঁটির কাছে কিছু নেই। জানোয়ার উধাও?

'আরে! তাজ্জব কাণ্ড!' চমকে ওঠে ফকনার।

'ওটা হাওয়া হয়ে গেছে, কলগেট!' বিস্মিত রাস্কিন বললো।

'জেন্টলমেন,' একটা নরম কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, দরজার ডানে দক্ষিণ প্রান্ত থেকে, 'আমি সব দেখতে পাচ্ছি।'

কলগেটের টর্চ নেভানো আর রাস্কিনের সুইচ বোর্ডের কাছে যাওয়া, কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার, এরই মধ্যে উত্তর প্রান্ত থেকে প্রায় সত্তর ফুট দূরে দক্ষিণ প্রান্তের দেয়াল বরাবর একটা বেঞ্চিতে এসে বসেছে প্রাণীটি এবং কথা বলছে।

"শালার বানর!' রাগে গরগর ফকনার শটগান তাক করলো।

'ফকনার! গুলী করবেন না। এটা মানুষ ..' কলগেট চিৎকার করে। লোকটা ততক্ষণে ট্রিগার দাবিয়ে দিয়েছে।

প্রাণীটি চোখের পলকে বেঞ্চ থেকে লাফ মারলো প্রকাণ্ড একটা ব্যাঙের মত। গিয়ে পড়লো প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে মেঝেতে। ফকনারের গুলী লেগে বেঞ্চের একটি অংশ উড়ে গেছে, বুলেট লেগেছে, দেয়ালে। তিনজনই ভ্যাবাচ্যাকা খায়। ফকনার আবার গুলী করার আগেই শটগান কেড়ে নেয় কলগেট।

'আরে বোকা! ওটা মানুষ!' কলগেট বলে বিভ্রান্ত ফকনারকে। বলা শেষ হতে না হইতে তার কানে আসে পিস্তলের গুলীর শব্দ। জেদী, একরোখা পুলিশ অফিসার রাস্কিন একের পর এক গুলী ছুঁড়ছে আর প্রকাণ্ড ব্যাঙের মত লাফ মেরে মেরে প্রাণীটি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে। তার গায়ে কোন গুলী লাগছে না।

কুড়ি

ড্রাইভ করছে আসিফ, গাড়ীর ভেতরে কারেন ও পুলিয়ার্দো। পেছনের গাড়ীতে ব্রাকেন, হেইমার ও কিম। হাইস্কুলের সামনে পুলিশের গাড়ী, ফ্ল্যাশার জ্বলছে। ব্যাপার কি? আসিফ ব্রেক কষে। ব্রাকেনও ব্রেক কষলেন।

দুর্ঘটনার কোন আলামত নেই, এত রাতে শহর থেকে দূরে পুলিশের গাড়ী কেন? তবে কি টেরী এখানে? আসিফ আর পুলিয়ার্দো গাড়ী থেকে নামলেন। কারেন চুপচাপ বোবার মত উদাস, ভেতরেই বসে থাকে। জিমনেসিয়ামের খোলা দরজার দিকে এগোয় আসিফ। ওখানেই তার ছেলে, ওকে বাঁচানোর জন্যে সে দরকার হলে নিজের জীবনের ঝুঁকি নেবে।

আসিফকে অনুসরণ করে পুলিয়ার্দো, ব্রাকেন, হেইমার ও কিম। পিস্তলের ঘন ঘন গুলীর আওয়াজ শুনে পাঁচজনই চমকে উঠে। জিমনেসিয়ামে ঢুকে দৃশ্যটা দেখে শিউরে ওঠে আসিফ। নীল ইউনিফরম-পরা দুই পুলিশ এবং আরেকটা লোক তার ছেলেকে কোন ঠাসা করে রেখেছে। কমবয়সী পুলিশটা টেরীকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ছে। আর টেরী নেচে লাফিয়ে পিস্তলের টার্গেট ব্যর্থ করে দিচ্ছে।

সার্জেন্ট কলগেট তার অফিসারকে, 'আর নয় স্যার, আর নয় স্যার,' বলে থামাতে চেষ্টা করে। রাস্কিন তবু ট্রিগার টিপতে

থাকলো। টেরী হি হি করে হাসে পাগলের মত এবং হাসতে হাসতেই লাফ মেরে পুলিশ অফিসার রাস্কিনের কাঁধে উঠে তাকে চেপে ধরে মেঝের সঙ্গে। অফিসারকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায় কলগেট; সে প্রকাণ্ড এক টুকরো কাঠ দিয়ে বাড়ি মারে টেরীর পিঠে।

'থামুন!' চীৎকার করে আসিফ।

টেরী তখনও উপুড় হওয়া রাস্কিনের পিঠে বসে। কলগেট দ্বিতীয় বাড়ি মারতে যেতেই টেরী পেছনে না তাকিয়েই ঘুষি মারে, কলগেট নিক্ষিপ্ত হয় দশ ফুট দূরে। ওর মনে হচ্ছে ফুসফুস থেকে সব বাতাস বেরিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ফকনার অবিরাম মুষ্ঠাঘাত করতে থাকে টেরীকে।

আসিফ আরেকটু এগিয়ে যায়। ওর পিছনে দাড়িয়ে আছে ব্রাকেন, হেইমার ও কিম। কাপড়ের পুটুলী যেভাবে ছুঁড়ে মারে ঠিক সেভাবেই ফকনারকে ছুঁড়ে দেয় টেরী। লোকটা এসে ধাক্কা খায় আসিফের সঙ্গে, চিৎপাত হয়ে পড়ে আসিফ। ওর বুকে চোট লেগেছে। এখনো তার বুকের ওপর চিৎ হয়ে রয়েছে ফকনার।

রাস্কিন কোন রকমে উঠে দাঁড়ায়, ওর মুখ থেকে রক্ত ঝরছে। মেঝেতে পড়ে-থাকা পিস্তলটি তুলে নেয়ার জন্য উবু হয় সে। টেরী এক হাতে পুলিশ অফিসারের ঘাড়, অন্যহাতে এক পা ধরে মাথার ওপরে ঝট করে নামিয়ে এনে উঠায়; এরপর তার পিঠের মাঝ বরাবর নিজের হাঁটু দিয়ে গোত্তা মারে। যন্ত্রনায় আঁ-আঁ করে রাস্কিন। মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। ওই অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রইলো সে।

—

কলগেট আবার উঠে দাঁড়ায়। পিস্তল তাক করে। গুলীও ছোঁড়ে। চকিতে সরে যায় টেরী। অদ্ভুত হাসে ও। কলগেট আবারো গুলি চালায়। কিন্তু, সে যেন কোন ছায়াকেই গুলী করে। হঠাৎ, তার সামনে এসে দাঁড়ায় টেরী। বার ছয়েক কলগেটের পেটে ভয়ানক ঘুষি মারলো ও। লোকটা ধপাস করে চিৎপাত হয়।

ফকনারের ঘাড় ভেঙে গেছে; সে ওই অবস্থায় পড়ে থাকে আসিফের ওপর। ওকে সরিয়ে কোন রকমে উঠে বসতে বসতে আসিফ হাঁক দেয়, 'থাম টেরী। থাম বলছি!'

টেরী থামে না। ও এবার রাস্কিনকে লাথি মারতে উদ্যত হয়।

নরম্যান ব্রাকেন ও রস হেইমার ঠিক করলেন পুলিশ অফিসারকে রক্ষা করা তাঁদের কর্তব্য। এখানেই গুরুতর ভুল করলেন তাঁরা। হেইমার পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলেন টেরীকে, 'ব্রাকেন! ওর পা ধরে টান মারুন।'

ব্রাকেন কিছু করার আগেই টেরী সক্রিয় হল। কনুইর গুঁতো মেরে হেইমারের অণ্ডকোষ দিল থেঁতলে। টেরীকে ছেড়ে দিয়ে তিনি দম বন্ধ করে বসে পড়লেন মেঝেতে। টেরী প্রচণ্ড ঘুষি মারলো হেইমারের ঘাড়ে, তিনি চিৎকার করে উঠলেন অসহ্য ব্যথায়; কিন্তু কোন শব্দ বেরুলো না গলা দিয়ে। সংজ্ঞা হারালেন বিনা বাক্য ব্যয়ে।

'সুইট হলি জেসাস!' চোখ ছানাবড়া করে ভয়ার্ত ব্রাকেন উচ্চারণ করলেন, চোখের সামনে যা ঘটছে তা স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে তাঁর।

আসিফ উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই চিৎ হয়ে পড়ে যায়। খাড়া হবার শক্তি নেই তার পায়ে। সে চিৎকার করে বলে, 'পুলিয়ার্দো! পুলিয়ার্দো! ওকে থামান প্লিজ!'

পুলিয়ার্দো যেন সম্মোহিত। ফ্যাল ফ্যাল করে তিনি চেয়ে রইলেন হাইব্রীডের অনন্য নিষ্ঠুরতার দিকে। টেরী এবার ফিক ফিক করে হাসে আর কিমের দিকে এগোয়। চটক-ভরা যুবতীর দেহরক্ষীর ভূমিকায় নামলেন ব্রাকেন; তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন টেরীর ওপর। কিল, ঘুষি, লাথি সমানে চালাতে থাকলেন! টেরী ব্রাকেনকে ছোট শিশুর মত পাঁজাকোলা করে ভলিবলের মত দূরে ছুঁড়ে মারলো। তিনি নিক্ষিপ্ত হলেন ত্রিশ ফুট দূরে একটি বেঞ্চের ওপর। বেঞ্চ থেকে গড়িয়ে পড়লেন মেঝেতে, অজ্ঞান।

পুলিয়ার্দো পকেট থেকে পিস্তল বের করে তাক করলেন। আসিফ যেখানে শুয়ে, তার খুব কাছেই পুলিয়ার্দো। তিনি ট্রিগার চাপার আগেই টেরী চকিতে এদিক ফিরে তাঁর দিকে সহাস্যে তাকায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তাঁর হাত থেকে ছিটকে পড়ে যায় আগ্নেয়াস্ত্র। টেরী প্রয়োগ করছে 'সাইকোকিনেসিস'। পুলিয়ার্দো চমকে ওঠারও সুযোগ পেলেন না, ধপ করে তাঁর মাথা আছড়ে পড়লো মেঝেতে, আর কোন সাড়া নেই।

পুলিয়ার্দোর পিস্তল পড়েছিলো-শুয়ে থাকা আসিফের ফুট তিনেক দূরে, ধরার জন্যে সে হাত বাড়ায়। এমন সময় তার কাছে এগিয়ে আসে টেরী, 'ড্যাড, তাহলে এবার তোমার পাওনা মিটিয়ে দেই।'

বিভ্রান্ত আসিফ উপুড় অবস্থায় মাথা তুলে ছেলের দিকে তাকায় এবং তার মুখে টেরীর একটা প্রচণ্ড ঘুষি এসে পড়ে। সাপের কামড়ের মত যন্ত্রণা সারা মুখে। মাথা চক্কর দেয় আসিফের, চোখে কিছুই দেখে না।

বৃষ্টি থেমে গেছে। চারদিক নিস্তব্ধ। আসিফ মাহমুদ ভাবে, আমি কি জীবিত? জিমনেসিয়ামের বাল্বগুলো জ্বলছে। কাৎ হয়ে তাকায়, আসিফ। রক্তাক্ত পুলিশ অফিসার পল রাস্কিন গোঙাচ্ছে, 'গড! নো, প্লিজ…' কিম হেওয়ার্ড না? হ্যাঁ, তাই। তাকেও আঘাত হেনেছে টেরী। মেয়েটা বেহুশ। ব্রাকেন, ফকনার, হেইমার ও পুলিয়ার্দো এরাও শুয়ে আছে। ওরা কি মৃত? বুঝতে পারে না আসিফ।

'খুব লেগেছে, না? কেমন লাগছে আসিফ?'

প্রশ্নকর্তার দিকে তাকানোর জন্য আসিফ উঠে বসে অনেক কষ্টে। টেরী বসে আছে কাঁচি মেরে, গায়ে কাপড় নেই বড় বড় সাদা পশমে গা ঢাকা। ওর নাক থ্যাবড়া, ভুরু মোটা, বড় বড় চোয়াল। মানুষ আর জানোয়ারের মাঝামাঝি মনে হচ্ছে তাকে।

'তোমাকে অতটা জোরে মারতে চাইনি আমি ড্যাড। ওদেরও মারতে চাইনি। বিশ্বাস কর।'

'টেরী!' ফিসফিসিয়ে বলে আসিফ, 'টেরী, তাহলে কেন ওদের এমন করলে?'

'ওরা আমায় আক্রমণ করেছে। আত্মরক্ষা করতে ওদের আমি পাল্টা মার দিয়েছি।'

মাথা তখনও ঘুরছিলো, তবু নিজেকে শক্ত রেখে আসিফ বলে, 'তুমি ওদের মেরেই ফেললে?'

টেরীর গলা অন্য রকম হয়ে যায়, বেদনার সুরে ও বলে, 'পুলিশের ওই দুটো লোক, ওই ফকনার আর ডাক্তার হেইমার মরে গেছে। অন্যরা বেঁচে যাবে·····ওদের ভাগ্য ভাল।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে টেরী আবার বলে, 'একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি আসিফ। আমাকে তো বাঁচতে হবে তা-ই। আমরা হাইব্রীডরা আমাদের প্রকৃতির সামান্যতম পরিচয় দেয়া মাত্র খুন হয়েছি, শতাব্দীর পর শতাব্দী খুন হয়েছি। আমার আসল বাবা মাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এখন আমাকেও খুন করতে চায়। কিন্তু আমি হাইব্রীডদের মধ্যে অনেক শক্তিধর। আমাকে থামিয়ে দেয়ার কোন সুযোগ কাউকে দেব না। আমাকে চলে যেতে হবে আমাদের সমাজে। ওখানে ভবিষ্যত সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। আমাদের ভবিষ্যত!'

'তাহলে তুমি এখানে কেন?' প্রশ্ন করে আসিফ।

হাসলো টেরী। সত্যিকারের হাসি, ঠাট্টার হাসি নয়। 'তুমি সেরে উঠেছো এটা জানার জন্যেই বসে আছি আমি। বখে যাওয়া শিশুর মত তোমায় মেরেছি ড্যাড। তবু এ দুনিয়ায় তোমাকে

আর কারেনকে আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। তোমাদের মনে কখনোই আমি দুঃখ দিতে চাইনি। কিন্তু, আমার নতুন শক্তিকে সামাল দেয়ার মানসিক বল নেই, তাই উল্টোপাল্টা কাজ করে ফেললাম।'

আসিফ একটু নড়ে বসে। এসময় তার হাতের নাগালে চলে আসে পুলিয়ার্দোর পিস্তল। 'এখন কি করবে ঠিক করলে?' সে প্রশ্ন করে।

'আমি চলে যাব। খিদে পেয়েছে বলে আমি ওই বাড়ীতে ঢুকেছিলাম। ওখানে যাওয়া উচিত হয়নি আমার,' বলে টেরী 'জানিনা নতুন জায়গায় গিয়ে খিদে মেটাবো কিভাবে। তবু যেতেই হবে।'

হাইস্কুলের পাশে জঙ্গলময় পাহাড়ের দিকে হাত ইশারা করে টেরী বলে, 'ওখানে হাইব্রীডরা জড়ো হবে। আমি ওদের নেতা হতে পারি। সবাই মিলে ঠিক করবো কি করতে হবে। লড়াই, সংগ্রাম বা আত্মগোপন একটা কিছু করবো আমরা। মানুষ খুব হিংস্র, নৃশংস। এজন্যে ভেবেচিন্তে আমরা সিদ্ধান্ত নেব।'

'অমন করো না, টেরী,' আসিফ বলে, সে অনুভব করে মায়ের মৃত্যুর পর সাবালক বয়েসে এই প্রথমবার সে কাঁদছে, 'ফিরে এস আমাদের বুকে। তুমি আগের মতো হয়ে যাও। হতে পার না?'

হাইব্রীড মাথা নাড়ে, হ্যাঁ ও পারে।

'তাহলে তা-ই কর। স্বাভাবিক হয়ে যাও।'

'এদের ব্যাপারে কি হবে?' শায়িত লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে টেরী বলে, 'ওয়েন নরিস, সিসিল এবং হেইমার, এদের পরিবার?'

'পুলিয়ার্দো প্রভাবশালী লোক। তিনি সব বন্দোবস্ত…'

'তুমি সত্যিই কি মনে কর তিনি আমায় রক্ষা করবেন? পারবেন না। স্নেহান্ধ হয়ে কত কিছু ভাবছো তুমি। বাস্তব বড় নিষ্ঠুর, ড্যাড।'

'তুমি তাহলে চলেই যাবে? আমাদের কষ্টের কথা একটুও চিন্তা করবে না?'

'তোমাদের কষ্ট আমি বুঝি, ড্যাড। কিন্তু উপায় নেই। আমি স্বাভাবিক হলেও লোকে আমায় ছাড়বে না। আমিও ছাড়বো না। তুমি আবার ঝামেলায় পড়বে। তা তো আমি চাই না।'

'তুমি কি এমনি মেয়েটাকে মেরে ফেলেছিলে?'

'না। ওই ফুলের মত নিষ্পাপ ছোট্ট মেয়েকে কেন মারবো? ও নিজেই শিকলে আটকা পড়েছিলো।' বলেই ওঠে দাঁড়ায় টেরী, 'ড্যাড, একটা অনুরোধ করছি। কারেনকে বলো, ওকে আমি ভালবাসি। বলবে, কথা দাও।'

'কথা দিলাম,' কান্না ভেজা কণ্ঠস্বর আসিফের।

খোলা দরজার দিকে ধীর পায়ে এগোয় টেরী, 'গুড বাই, ড্যাড।'

'গুড বাই, টেরী।'

আসিফ মাহমুদ তাকিয়ে থাকে টেরীর যাওয়ার দিকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে পিস্তলের কথা। হাত বাড়িয়ে সে তুলে নেয়।

তাক করতেই টেরী ঘুরে দাঁড়ায়, 'ট্রিগার টিপবার আগেই আমি তোমার ঘাড় মটকে দিতে পারি, জান?'

তবু আসিফ তাক করে থাকে। কি করবে ভেবে পায় না।

'আসিফ, এত দূরে দাঁড়িয়ে থেকেই তোমার হাত থেকে পিস্তল ফেলে দেওয়ার মানসিক শক্তি আমার আছে', বলে টেরী 'আমি চলে যাচ্ছি, তাই তোমার আর কোন ক্ষতি করতে চাই না।' হাঁটতে শুরু করে ও।

ট্রিগার টিপলো আসিফ। বুলেট বিদ্ধ হল টেরীর ডান কাঁধে, হুমড়ি খেয়ে পড়লো ও হাঁটুতে ভর করে। আসিফের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ও বলে, 'তুমি আমায় গুলী করলে, ড্যাড!'

আবার মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে এগোয় টেরী। আবার পিস্তল গর্জে পঠে।

এবার গুলী লাগলো হাইব্রীডের পিঠের বাম পাশে। টেরী লাফিয়ে উঠলো প্রায় ছাদ পর্যন্ত, তীব্র চিৎকারে গোটা জিমনেসিয়াম কাঁপছে। বাল্বগুলো একটা একটা করে ফাটতে লাগলো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সর্বত্র অন্ধকার। তবু টেরীর আর্ত চিৎকার থামে না।

অন্ধকারে আন্দাজে আবার গুলী করে আসিফ। গুলী লাগলো কিনা বোঝা যায় না। টেরী অবিরাম চিৎকার করছে। কান ফেটে যেতে চায় আসিফের। বাম কানে হাত চেপে ধরে ও। অনুভব করে, ডান কানের পর্দা ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে।

'চিৎকার থামাও!' পাগলের মত হাঁক দেয় আসিফ।

চতুর্থ বুলেট লাগলো টেরীর বুকে। এবং গা হিম হয়ে গেল আসিফের। বুলেট বিদ্ধ টেরীর শরীর থেকে লাল নীল সবুজ হলুদ ধোঁয়াটে আলোর উদগীরণ চলছে। আসিফ ভয়ে শেষ তিনটি বুলেট খরচ করে ফেললো, 'ইয়া আল্লাহ্, এবার আমি কি করবো?'

হরেকরকম আলোর মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে টেরী মেঝেতে পড়ে যায়। আসিফ অস্ফুটে বলে, 'এ আমি কি করলাম। ছেলেকে ফিরে পাবার জন্যে খুনই করে ফেললাম!'

কিন্তু, একি! এক মিনিটের মধ্যে টেরী উঠে দাঁড়ায়। বিড় বিড় করে কি যেন বলে। আবার হি হি করে হাসে। তারপর হাঁটা শুরু করে। আসিফ দেখে, টেরী দরজা পেরিয়ে চলে গেল।

একুশ

পনেরো মিনিটের মধ্যে আসিফের শরীর কিছুটা হাল্কা হয়ে আসে। সে উঠে দাঁড়ায়। হাঁটতে শুরু করে রোগার্ত বৃদ্ধের মত। টেরীর কথা ভাবে সে। ছেলেটা কি পাহাড়ে গিয়েই মরে যাবে?

দরজা পেরিয়ে বাইরে দাঁড়ায় সে। পুলিশের গাড়ীর ফ্ল্যাশার জ্বলছে। আকাশে বিষণ্ণ চাঁদ। জিমনেসিয়ামের সামনের মাঠে পানি জমেছে। জানালা খোলা। মুখ বাড়িয়ে আছে কারেন এবং তার মুখে স্মিত হাসি। ভুল দেখছে না তো আসিফ?

'হ্যালো, ডিয়ার,' বলে কারেন, 'তোমার সঙ্গের ওরা কোথায়?'

'ওরা ভেতরে,' বলে জবাব দেয় সে, বিহ্বলতা কাটে না তার, 'সাহায্য করতে হবে ওদের।'

কারেন স্বামীকে দেখছে, যেন কিছুই বুঝতে পারলো না। জিমনেসিয়ামের ভেতরে এতক্ষণ কি ঘটেছে কারেন কল্পনাও করতে পারবে না— মনে মনে বলে আসিফ।

'টেরী ঠিক হয়ে গেছে। হি ইজ অলরাইট নাউ।' বলে কারেন, 'সে আগের মত হয়ে গেছে। কোন পশম নেই।'

কথাগুলো শুনে ঠাণ্ডা হয়ে যায় আসিফ, 'কি বললে?'

'হি ইজ নর্মাল এগেন। ওয়াণ্ডারফুল!'

'তা হতে পারে না কারেন। তুমি ভুল দেখেছো।'

কারেন চুপ করে থাকে।

'এটা অসম্ভব, কারেন। ওর শরীরে অনেক বুলেট। ও বেঁচে থাকতে পারে না।'

'কি যা তা বকছো! ওকে আমি দেখেছি। আমার চোখের সামনে দিয়েই ও পাহাড়ের দিকে হেঁটে গেছে।'

আসিফ তার গাড়ীর ছাদের ওপর মাথা নুইয়ে রাখলো। কি দেখলো সে আর কি শুনছে! কারেনের মাথায় গণ্ডগোল হয়ে গেছে নাকি?

মাথা উঠিয়ে আকাশের দিকে তাকায় সে। কাছেই পাহাড়। সেখান থেকে গুলীবিদ্ধ টেরীর আর্ত চিৎকার ভেসে আসছে যেন। না, চিৎকার নয়। বাতাসের শব্দ।

'টেরী যেখানেই থাক। ভাল থেক।' প্রার্থনা করে আসিফ।

মার্চের সেই রাতে, জিমনেসিয়ামে যা ঘটেছে তার কিছুই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়নি। প্রমাণিত সত্য হিসেবে একটাই সবাই মেনে নেয়, সেটা হল: দু'জন পুলিশ, স্থানীয় এক ভদ্রলোক এবং প্রখ্যাত এক চিকিৎসক মারা গেছে। আর জখম হয় পাঁচ জন। একজন নিখোঁজ.....আট বছর বয়স্ক একটি ছেলে।

পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত করেছে। জিমনেসিয়াম ও পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী এলাকায় সন্ধান চালিয়েছে, টেরী মাহমুদের কোন খোঁজ

পায়নি। আহত ব্যক্তিরা চিকিৎসার পর সেরে উঠেছেন। এক অদ্ভুত জানোয়ার তাদের আক্রমণ করেছিলো। টেরী মাহমুদকে ওই জানোয়ার পাহাড়ে টেনে নেয়, সম্ভবতঃ ছেলেটি মরে গেছে বলে পুলিশের ধারণা।

মে মাসের মধ্যে এলাকার লোকজন মার্চের সে ঘটনার কথা ভুলে যায়। তবে দুষ্ট খোকাখুকিদের ঘুম পাড়ানোর জন্যে মায়েরা রাতের বেলায় মাঝে মধ্যে অদ্ভুত সেই জানোয়ারের কেচ্ছা বলে। জুন মাসে আসিফ মাহমুদের বাড়ীর অদূরে এক বাড়ী থেকে জনৈক মহিলার গলিত লাশ পুলিশ উদ্ধার করে। কি করে তার মৃত্যু হল তার সঠিক কারণ নির্ণয় করা যায়নি।

আগস্ট মাসে টেরীর ন'বছর বয়েস হবার কথা। সে মাসে নিউইয়র্কে পয়তাল্লিশ বছর বয়স্কা এক মহিলা তাঁর এক এতিম ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করে। মেয়েটির নাম পলি। পলিকে কেন হত্যা করা হল তার কোন যুক্তি গ্রাহ্য ব্যাখ্যা ওই মহিলা দিতে পারেননি।

সুন্দরী কিম সেপ্টেম্বর মাসে তার এক বয়ফ্রেণ্ডকে বিয়ে করে ওয়াশিংটন চলে যায়। ওয়েন নরিসের অসমাপ্ত প্রবন্ধগুলো সে সঙ্গে নিয়ে গেলেও কি মনে করে পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলে। স্বামী কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে, 'এগুলো বই আকারে ছাপলে লোক ভাববে আমার মাথায় ছিট আছে।'

কারেন ও আসিফ মাহমুদ তাদের বিরাট বাড়ীতে বাস করেছে কয়েক মাস। আসিফ বাড়ী বদলের জন্য বারবার চাপ দিয়েও স্ত্রীকে রাজী করাতে পারেনি। কারেনের ধারণা তার ছেলে তার কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু আসিফ মনে করে, তার গুলীতে টেরী মরে গেছে! তবু মাঝে মধ্যে তারও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে যে ছেলেটি বেঁচে আছে। ডিসেম্বর মাসে দম্পতি ফ্লোরিডায় চলে যায়। সেখানে কয়েকমাস থাকার পর আসিফ মত পাল্টায়। দেশেই ফিরে যাবে।

সিসিলি আবার বয়ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দেয়। এক-জনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বিছানা পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু বক্ষাবরণ ও কিছুতেই খুলতে দেয় না। ছেলেটি জোর করে এবং নখের কয়েকটি অস্বাভাবিক দাগ দেখে অবাক হয়। সিসিলি জানায়, জন্ম থেকেই তার এই দাগ।

টিটাস মস্তানী শুরু করে গোটা এলাকায়। কখনো ও ছোট্ট ছেলে মেয়েদের গায়ে হাত তোলে না। পাড়ার লোকরা ওর এই পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হয়। ও নিজেও বিস্মিত হয়েছিল। আট বছরের একটা ছেলে তাকে যে ধোলাই দিয়েছে এটা নিজেরই বিশ্বাস হয় না। কনুই ভাঙেনি। মচকে গিয়েছিলো। চিকিৎসার পর সেরে উঠলেও মাঝে মধ্যে ব্যথা হয়। আর তখনই ও মনে মনে বলে, 'টেরী, কারাতে না শিখেও তুই দেখালি বটে!'

https://boierpathshala.blogspot.com

অন্য পাড়ার মস্তানদের ঘায়েল করার মতলবে ও টেরীর মত অবিশ্বাস্য শক্তির জন্যে রোজরাতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। প্রার্থনায় কোন ফলোদয় হয় না। আরও একটি প্রার্থনা করে ও, 'হে ঈশ্বর! আর কখনো টেরীর মত কারো সামনে যেন পড়তে না হয়।'

পরবর্তী বই ঃ

রক্ত স্বাক্ষর

ওয়েষ্টার্ন

হিফজুর রহমান

বেরুচ্ছে শিগগিরই—